Compressed with PDF Compressor by DLM Info

রজব-শাবান ১৪৪৩
ফেব্রুয়ারি- মার্চ ২০২২

কিশোর ম্যাগাজিন

লেখালেখি নিয়ে লেখালেখি
সীরাহ কুইজ, রহস্যজট
অরিগামি

শান্তি পাব কোথায় গিয়ে?
তোমরা কি এমনি এমনি জান্নাতে চলে যাবে?
নীড়ে ফেরার গল্প...

সন্দীপন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

عنبر
Anbar

দস্তরখান

নিত্যদিনের প্রয়োজনে

ORDER NOW

/anbarbd/

DELIVERY

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যা, ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব © ষোলো

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: ষোলো
সম্পাদনা: লস্টমডেস্টি
প্রকাশনায়: সন্দীপন প্রকাশন

ষোলো ফেসবুক পেইজ
facebook.com/SholoOfficial

লস্টমডেস্টি
www.lostmodesty.com
facebook.com/lostmodesty

মুক্ত বাতাসের খোঁজে ফেসবুক গ্রুপ
facebook.com/groups/lostmodesty.volunteers

প্রাপ্তিস্থান:

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

৩৪, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৪০৬ ৩০০ ১০০

অনলাইন পরিবেশক:
ওয়াফি লাইফ, রকমারি

মূল্য : ৭০ টাকা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্দরমহল

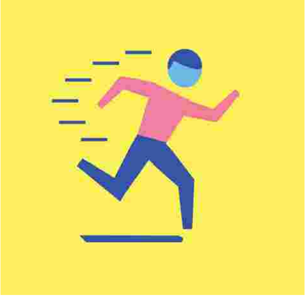

সহযোগিতার প্রতিযোগিতা ০৫
রিদওয়ান উল হক আবির

ছাত্রজীবন সুখের জীবন ১২
আসাদুল্লাহ্ আল গালিব

জিম্মি ১৬
ফারহান মাহমুদ

আয়না ২০
আনিকা তুবা

ঘাম ঝরানোর দিনে ২৮
মুহাম্মাদ সিদ্দিকুর রহমান

লেখালেখি নিয়ে লেখালেখি ৩৩
মুহাম্মাদ নাফিস নাওয়ার

ইমতিহান ৩৬
মোঃ সাঈদুল মোস্তফা

জিন: প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ৩৯
আবদুল্লাহ্ আল মাহমুদ

আগুন নিয়ে খেলা ৪২
শাহরিয়ার হোসাইন

তোমরা কি এমনি এমনি জান্নাতে চলে যাবে? ৪৯
লস্ট মডেস্টি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৫৩ বুদ্ধি খাটাও

৫৪ শান্তি পাব কোথায় গিয়ে?
মুহাম্মাদ সাগর মাহমুদ

৫৮ তুমি কি আমার বন্ধু হবে?
যারিন তাসনিম এলাহী

৬১ অরিগামি

৬২ হামিংবার্ড

৬৩ খুলি মেঘের ভাঁজ
ওমর আলী আশরাফ

৬৮ বন্দি
রাফান আহমেদ

৭০ কুইজে কুইজে সীরাহ
ইলম হাউস

৭১ নীড়ে ফেরার গল্প
লস্ট মডেস্টি

৭৪ মনোবিদ ভাইয়া,
সমস্যায় আছি!

৭৬ কবিতা, ছড়া

৭৮ রহস্যজট

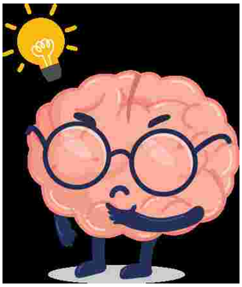

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলহামদুলিল্লাহ...
ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যার কাজ শেষ করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। প্রথম হার্ডকপি নিয়ে তোমাদের উচ্ছ্বাস দেখে আমরা অনেক বেশি অভিভূত হয়েছি। আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও তোমাদের আগ্রহ অনেক বেশি ছিল। প্রকাশিত হবার একমাসের ভেতরে দুই দুইটি মুদ্রণ বের হওয়া তো সেটিরই প্রমাণ।

তোমাদের এত এত ভালোবাসার জন্য এবারের সংখ্যায় আমরা পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। অনেক সুন্দর সুন্দর লেখাও এতে স্থান পেয়েছে। ছাত্রজীবনকে কীভাবে আরও বেশি সুন্দরভাবে সাজানো যায়, ছড়া-গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ছাড়াও থ্রিলার গল্প, সীরাত কুইজ, গণিত ধাঁধা, অরিগামি, রহস্যজট-সহ আরও অনেক কিছুই থাকছে এবার ইনশাআল্লাহ।

করোনা পরিস্থিতির কারণে তোমরা যখন এই লেখাটি পড়ছ তখন হয়তো স্কুল-কলেজ বন্ধ। তোমরা এই সময়টা একদমই হেলায় নষ্ট করবে না। পড়াশোনা চালিয়ে যাবে। স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় অনলাইন গেইম, টিকটিকি (টিকটক), লাইকির মতো আজেবাজে কাজে সময় নষ্ট না করে চেষ্টা করবে ভালো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে। মাসজিদ-মাদরাসা এবং দ্বীনি ইলমের সাথে সুসম্পর্ক রাখলে দেখবে মন ভালো থাকবে। ভালো কাজ আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। আরও ভালো করতে ইচ্ছে করে। আর খারাপ কাজ আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দেয়। সবসময় নিজেকে অপরাধী মনে হয়। তুমি দেখবে, যখনই কোনো গুনাহ করবে তখনই মনের ভেতর একটা ভয় ভয় ব্যাপার কাজ করবে। না জানি কখন সবাই গুনাহের কথা জেনে ফেলে।

দুই মাস পরই রমাদান। রমাদান মাস যেমন গুরুত্বপূর্ণ, এর পূর্বের সময়টাও গুরুত্বপূর্ণ। এখন থেকেই আমাদের দৈনন্দিন আমালগুলো আরও ভালোভাবে আদায় করে রমাদানের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। রমাদান পূর্ববর্তী সময়ে চেষ্টা করবে খুব ভালো থাকতে। আমাদের গায়ের রং যাই হোক আমাদের মনের রং যেন হয় সাদা ফকফকা। গুনাহের মাধ্যমে কালো যেন না হয়।

ইনশাআল্লাহ, আমাদের পরবর্তী সংখ্যা বের হবে রমাদান এবং ঈদ নিয়ে। তোমরা তার জন্য লেখা পাঠাতে পারো (editor.sholo@gmail.com এই ঠিকানায়)। ষোলো'র প্রতিটি পাঠক এবং পাঠিকার জন্য ভালোবাসা ও শুভকামনা রইল।

লস্ট মডেস্টি
২৭ জমাদিউল আখিরাহ ১৪৪৩ হিজরি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সহযোগিতার প্রতিযোগিতা

রিদওয়ান উল হক আবির

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১.

ছেলেটার নাম অয়ন। পুরো নাম অয়ন মাহতাব। পড়াশুনা সেন্ট্রাল বয়েজ স্কুলের অষ্টম শ্রেণিতে। দুরন্ত আর দস্যিপনায় রীতিমতো 'উস্তাদ' সে। যে ক'জন ছেলে ক্লাসে না আসলে পুরো ক্লাসটাকেই ফাঁকা ফাঁকা লাগে তাদেরই একজন এই অয়ন মাহতাব।

২.

– 'কীরে সজীব, অয়ন আজ অমন মুখ গোমরা করে বসে আছে কেন?'
– 'আমিও বুঝতে পারছি না রে, আবির। যে ছেলেটা কোথাও স্থিরভাবে দাঁড়াতেই চায় না, সে কি না আজ কারও সাথে কথাই বলছে না, চুপ করে বসে আছে ব্যাকবেঞ্চের এক কোণে!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল সজীব।
– 'ঠিক বলেছিস, সজীব। ব্যাপারটা আমার কাছেও কেমন জানি বেখাপ্পা ঠেকছে।' সম্মতির সুর ইমাদের।
মাহী প্রশ্ন করল,
– 'রক্কীব, তুই কি কিছু জানিস?'
– 'ঠিক শিওরভাবে কিছু বলতে পারছি না। তবে আমার ধারণা, অয়নের মূল্যবান বা দরকারি কোনো জিনিস হয়তো হারিয়ে গেছে।' জবাব রক্কীবের।
– 'হুমম..., হতেও পারে। চল তো, একটু গিয়ে দেখি আসল ব্যাপারটা কী।' বলল ইশরাক।
– 'হ্যাঁ, চল!' সমস্বরে বলল বাকিরা।

৩.

সকাল ১০টা। সপ্তাহের ২য় দিন। বাস স্টেশন সংলগ্ন সেন্ট্রাল রোডটা তখন মহাব্যস্ত। সকাল ৭টা থেকেই রিকশার টুংটাং শব্দ আর যানবাহনের মোটরগুলোর ধাতব শব্দে মুখর রাস্তাসহ পুরো এলাকা। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের শোরগোল আর গার্মেন্টস শ্রমিকদের আনাগোনাও কম হয় না এই রাস্তায়।

রাস্তার ডানপাশের ফুটপাত ধরেই হাঁটছিল অয়ন। পিঠে ব্যাগ আর পরনে স্কুল ড্রেস। দিবা শাখার ক্লাস শুরু হয় দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে। তবে যেদিন কোচিং থাকে সেদিন তাড়াতাড়ি বের হতে হয় অয়নকে।

সকাল সাড়ে ১০ টায় শুরু হওয়া দেড় ঘণ্টার ক্লাস শেষ করেই রওনা দিতে হবে স্কুলে। আজ আবার বেতন জমা দেওয়ার শেষ দিন। আজকে যদি বেতন দেওয়া না যায়, তো পরের দিন গার্ডিয়ান নিয়ে এসে কৈফিয়ত দাও, এতদিন সময় থাকতেও বেতন কেন যথাসময়ে পরিশোধ করা যায়নি। শুধু কৈফিয়তেই শেষ না, ঠিক টাইমে বেতন জমা না হলে সমপরিমাণ টাকা জরিমানাও দিতে হবে।

৪.

এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই কোচিং এর পথে হাঁটছিল অয়ন। হঠাৎ কান্নার আওয়াজ পেয়েই থমকে দাঁড়াল সে। কান্নার আওয়াজের উৎস খুঁজতে খুঁজতেই অয়ন দেখতে পেল, রাস্তার বাম পাশটার ফুটপাতে তার বয়সী একটা ছেলে বসে বসে কাঁদছে। তাকে দেখে কোনো 'টোকাই' বা 'পথশিশু' বলে মনে হচ্ছে না অয়নের। কাপড়ের অবস্থা বেশ পরিপাটি পরিচ্ছন্ন না হলেও, খুব একটা খারাপ না। নীল রঙের চেক শার্ট আর কালো রঙের জিন্সে ছেলেটাকে ভালোই লাগছিল। চোখের পানিতে শার্টের একাংশ প্রায় ভিজে গেছে। কতক্ষণ ধরে কাঁদছিল কে জানে! ছেলেটা অমনভাবে কাঁদছিল দেখে মন খারাপ হয়ে গেল অয়নের। নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়েছে ছেলেটা, আর উপায় না দেখে এখানে বসে বসে কাঁদছে। কিন্তু কেউ তার কাছ ঘেঁষে জানতেও চাচ্ছে না, সে আসলেই কেনো বিপদে পড়েছে কি না। দু এক

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

টাকার পয়সা ছুড়ে মেরেই যেন সব দায়িত্ব শেষ। আজকালকার মানুষ বড্ড স্বার্থপর হয়ে গেছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা আর ভোগবাদী জীবনে সবাই নিজেকে নিয়ে খুবই ব্যস্ত। সেই মানুষগুলোর সময় নেই সমাজের অসহায়দের দিকে একটু চোখ তুলে তাকানোর।

অয়ন কিছুটা দুষ্টু আর চঞ্চল স্বভাবের হলেও প্রচন্ড দায়িত্বশীল। কোনো দায়িত্ব যখন তার কাঁধে আসবে তখন সেটা পালন করে তবেই থামবে।

৫.

পিঠে আলতো হাতের ছোঁয়া পেতেই পিছন ফিরে তাকাল আল-আমিন। সে দেখল, শহুরে স্কুলড্রেস পরা আর কাঁধে ব্যাগ ঝুলানো একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল আল-আমিন। স্কুলড্রেস পরা ছেলেটার প্রশ্ন শুনতেই সংবিৎ ফিরে পেল সে।

— 'ভাইয়া, তোমার নাম কী?' প্রশ্ন করল অয়ন।

— 'ভাই, আমারে কইতাছেন?' জলদি দু'হাতে চোখ মুছে, পালটা প্রশ্ন করল আল-আমিন।

— 'হ্যাঁ, ভাইয়া।'

— 'ভাই, আমার নাম আল-আমিন।' অনেকটা উৎসাহ নিয়েই জবাব দিল ছেলেটা।

— 'ভাইয়া, তোমার কি কিছু হয়েছে? এভাবে এখানে বসে কাঁদছ যে?'

— 'ভাই, আমি গেরাম থেইকা শহরে আইছিলাম একটা চাকরির খোঁজে!'

— 'তুমি কি একাই এসেছে?' আল-আমিনের কথা পুরোপুরি শেষ না হতেই প্রশ্ন করল অয়ন।

— 'না ভাইয়া, আমি আমার বড় ভাইয়ের লগেই শহরে আইছিলাম। কিন্তু বাস থেইকা নামার পর আমি ভিড়ের মধ্যে পইড়া গেলে ভাইরে হারায়া ফেলি।' বলেই সে আবার কেঁদে ফেলল।

— 'তোমার ভাই কি শহরে চাকরি করে?'

— 'হ ভাই, হের মাধ্যমেই চাকরি পাইতে শহরে আইছিলাম। কিন্তু ভিড় কমার পর অনেক খুঁইজাও তারে আর পাই নাই।'

— 'তোমার কি টাকা-পয়সা কিছু আছে?'

— 'না ভাইয়া, আমার তিন হাজারটা টেকা, বাড়ির ঠিকানা আর মোবাইল নাম্বার সব এক জায়গায় আছিল। কিন্তু ভিড় থেইকা বাইর হওয়ার পর দেখলাম সব হারায়া গেছে। আমি এর আগে গিরাম থেইকা বেইর হই নাই কুনোদিন। আইজক্যাই পরথমবার। গিরামের নাম কবার পারমু! কিন্তু আর কিছু না'

— 'বাসের টিকেটটাও নিশ্চয় হারিয়ে গেছে?'

— 'না না, ভাই। টিকেট আমার কাছেই আছে। বাস থেইকা নামার সময় টিকিটটা হাতের ভিতরেই ছিল। হেইডা হারায় নাই।'

— 'দেখি তো টিকেটটা।' অনুসন্ধিৎসু ভঙ্গিতে বলল অয়ন।

হঠাৎ কান্নার আওয়াজ পেয়েই থমকে দাঁড়াল সে!
কান্নার আওয়াজের উৎস খুঁজতে খুঁজতেই অয়ন দেখতে পেল...

আল-আমিন টিকেটটা অয়নের হাতে দিলে অয়ন দেখল, টিকেটে ক্রেতার নাম লেখা আছে 'করিম হোসেন'। সম্ভবত আল-আমিনের বড় ভাই। টিকেটের মূল্য ২০০ টাকা। টিকেট ইস্যুর জায়গায় গতকালের তারিখটি লেখা। সবশেষে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারের জায়গায় নয় অংকের একটা ডিজিট দেওয়া আছে। আর নিচে একটু ডানপাশে স্টেশন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর।

অয়নের মনে পড়লে তার এক বন্ধুর মামা সেন্ট্রাল রোড সংলগ্ন বাস স্টেশনটায় চাকরি করেন। তার কাছ থেকে হয়তো কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। অয়ন আল-আমিনকে নিয়ে স্টেশনের পথে পা বাড়াল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬.

বাস যাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড় আর গ্রীষ্মের ঝলসানো রোদে 'হ-য-ব-র-ল' অবস্থা পুরো স্টেশনে। কোথাও দাঁড়িয়ে দম ফেলবার কোনো সুযোগ নেই। হাঁটার সময় কখনো এর সাথে ধাক্কা লাগছে তো কখনো ওর সাথে। পাশাপাশি সমানতালে বাস ড্রাইভারদের বিরক্তিকর হর্ন তো আছেই। 'মানবজ্যাম' পেরিয়ে কোনোরকমে স্টেশন অফিসে এসে পৌঁছল অয়ন আর আল-আমিন। অয়নের বন্ধুর মামার নাম বলতেই তাকে ডেকে দিলেন অফিসের ক্লার্ক জনৈক ভদ্রলোক।

— 'আরে, অয়ন যে! কেমন আছো তুমি?' অয়নকে এভাবে অফিসে দেখে চমকে গেলেন রিয়াদ সাহেব।
— 'আসসালামু আলাইকুম, মামা। এইতো ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন?'
— 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম, অয়ন। আমিও ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ।' উত্তর দিলেন রিয়াদ সাহেব।
— 'মামা, একটা সমস্যায় পড়েছি। আপনার একটু সাহায্য দরকার।'
— 'হ্যাঁ, বলো। কীভাবে আমি তেমার সাহায্য করতে পারি?'
— 'মামা, সমস্যাটা আসলে আমার না। সমস্যা মূলত এই ছেলেটার।' আল-আমিনের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করল অয়ন।
— 'ও, আচ্ছা আচ্ছা। আমি তো এতক্ষণ খেয়ালই করিনি। কী নাম তোমার?' আল-আমিনকে প্রশ্ন করলেন রিয়াদ সাহেব।
— 'মামা, আমার নাম হইল আল-আমিন।' রিয়াদ সাহেবকে অয়ন 'মামা' বলে ডাকায় আল-আমিনও তাকে 'মামা' বলে সম্বোধন করল।
— 'তা, কী সমস্যায় পড়েছ তুমি?'
— 'মামা, আমি সব খুলে বলছি। কোথাও কি বসে কথা বলা যাবে?' বলল অয়ন।
— 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বসো তোমরা।'

অয়ন আর আল-আমিনের দিকে দুটো চেয়ার ইশারা করলেন রিয়াদ সাহেব। এর মধ্যে আবার চা অর্ডার করতে বললেন ক্লার্ক ভদ্রলোককে। চেয়ার দুটির একটিতে আল-আমিন এবং অপরটিতে অয়ন বসল। রিয়াদ সাহেবও তার চেয়ারে এসে বসলেন।

৭.

— 'এখন বলুন, কীভাবে আমরা তার ভাইয়ের সন্ধান পাব?' ঘটনা বিস্তারিত বলার পর মামাকে প্রশ্ন করল অয়ন।
— 'হুম, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, গ্রামের নাম কী জানি বললা?' আল-আমিনকে প্রশ্ন করলেন মামা। গ্রামের নাম শুনে গুগলে সার্চ দিলেন। অয়ন, আল-আমিন কৌতুহলী হয়ে মামার কর্মকাণ্ড দেখছেন। কিন্তু গুগল সার্চে কিছু আসল না। খুব ছোট গ্রাম মনে হয়। কিছুটা চিন্তিত দেখা গেল মামাকে।
— 'আচ্ছা, বাসের টিকেটটা আমাকে একটু দাও তো।' অয়নকে বলল মামা।
— 'এই নিন, মামা।' টিকেটটা এগিয়ে দিল অয়ন।
ইতিমধ্যেই অফিস ক্লার্ক এসে তিন কাপ চা দিয়ে গেল। অয়ন আর আল-আমিনের দিকে চা এগিয়ে দিয়ে রিয়াদ সাহেব অবশিষ্ট কাপটি নিলেন।
চা পর্ব শেষে অয়নদের বসতে বলে টিকেটটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন রিয়াদ সাহেব। দুই মিনিট পর ফিরে এলেন একটা কাগজ নিয়ে।
— 'মামা, কিছু কি জানতে পেরেছেন?' রিয়াদ সাহেব তার চেয়ারে বসতেই প্রশ্ন করল অয়ন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

— 'হ্যাঁ, অয়ন। টিকেটের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিয়ে কম্পিউটার থেকে টিকেট ক্রেতার প্রয়োজনীয় সকল তথ্য বের করা গেছে।' অয়নের দিকে কাগজটা এগিয়ে দিলেন রিয়াদ সাহেব।

অয়ন দেখল, কাগজটিতে আল-আমিনের ভাইয়ের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বারসহ প্রয়োজনীয় সব তথ্য দেওয়া আছে।

— 'মামা, কাগজে থাকা নাম্বারটাতে কি কল করে দেখবেন?'

— 'আমিও একই কথা ভাবছিলাম, অয়ন। নাম্বারটাতে কল দিলে আল-আমিনের ভাই করিমের কোনো খোঁজ হয়তো পাওয়া যেতে পারে।'

রিয়াদ সাহেব তার মোবাইল থেকে নাম্বারটিতে কল দিলেন। প্রথমবার কল রিসিভ না হলেও, দ্বিতীয়বার কল রিসিভ করল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এক তরুণ।

— 'হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আপনি কি করিম হোসেন, আল-আমিনের বড় ভাই?' প্রশ্ন ছুড়লেন রিয়াদ সাহেব।

— 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই করিম হোসেন। আল-আমিনের বড় ভাই। আল-আমিন কি আপনার কাছে আছে?' উত্তেজিত করিম।

— 'হ্যাঁ, সে এখন আমার কাছেই আছে। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। যে বাস স্টেশনে আপনারা নেমেছিলেন, শীঘ্রই তার অফিসে চলে আসুন।'

— 'আচ্ছা, আমি জলদি আসছি। আসসালামু আলাইকুম।'

— 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম।'

সালামের জবাব পেয়েই ফোন কেটে দিয়ে স্টেশন অফিসের দিকে দ্রুত রওনা দিল করিম হোসেন।

৮.

আল-আমিনকে দেখতেই জড়িয়ে ধরল করিম। আল-আমিনও করিমকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। দুই ভাইয়ের এমন ভালোবাসা দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে গেলেন অফিসের সকল কর্মকর্তা।

স্টেশন মাস্টার করিম হোসেনকে বললেন,

— 'দেখো করিম, বাস, লঞ্চ, ট্রেন এসব যানবাহনে ভ্রমণ করার সময় খুব সাবধান! বিশেষ করে তোমার সাথে যখন ছোট কেউ থাকবে। আর হ্যাঁ, আজকের ঘটনা থেকে শিক্ষা নাও, পরবর্তীতে যাতে এমন ভুল আর না হয়।'

— 'জি, স্যার। দুআ করবেন।' জবাব দিল করিম হোসেন।

— 'আর হ্যাঁ, অয়ন, তোমার মহৎ কাজের জন্য তোমাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ।' বললেন স্টেশন মাস্টার।

— 'স্যার, আপনাকেও ধন্যবাদ।'

আল-আমিনকে কাছে ডেকে তার সাথে কোলাকুলি করল অয়ন। পকেটে থাকা বেতনের টাকাগুলো আল-আমিনের হাতে গুঁজে দিল সে। বলল, এগুলো দিয়ে কিছু কিনে খেয়ো। আল-আমিন প্রথমে না করলেও, অয়নের জেদে টাকাটা নিতেই হলো তাকে।

অয়ন ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখল, স্কুল শুরুর আর বেশি দেরি নেই। অর্থাৎ, আজকের কোচিংটাও মিস। জলদি স্কুলের পথে হাঁটা দিল অয়ন।

৯.

পুরো ঘটনা শোনার পর সজীব প্রশ্ন করল,

— 'তাই বলে তুই সব টাকা দিয়ে দিবি?'

— 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন তুই বেতন দিবি কীভাবে?' প্রশ্ন বাকিদেরও।

— 'কিছু বুঝতে পারছি না রে!' ভ্রূযুগল কুঞ্চিত অয়নের।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

— ‘কিছু তো একটা করতে হবে। এভাবে চুপ করে বসে থাকলে কোনো লাভই হবে না।’ অয়নকে শান্তনা দিল আবীর।

এরই মাঝে মাহীর হঠাৎ একটি আয়াতের কথা মনে পড়ল। আজ সকাল বেলা হুজুর যখন বাসায় পড়াতে আসেন, তখন এই আয়াতটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। আয়াতটি হলো-

‘তোমরা উত্তম কাজের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অগ্রসর হও।’ (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৪৮)

আয়াতটি মনে পড়তেই একটি বুদ্ধি চলে আসলো মাহীর মাথায়। কানে কানে বাকিদের পুরো আইডিয়াটা খুলে বলল সে।

— ‘আরে, দারুণ আইডিয়া তো! এত সুন্দর একটা বুদ্ধি কীভাবে এল তোর মাথায়!?’ বিস্মিত সজীব।

মাহী বলল,

— ‘আরে, কী যে বলিস! এমন শত শত আইডিয়া আমি সেকেন্ডে সেকেন্ডে বের করে দিতে পারব।’

— ‘বেশি অহংকার করিস না, মাহী। মনের ভেতর অণু পরিমাণ অহংকার থাকলেও কিন্তু জান্নাতে যেতে পারবি না।’ বলল ইমাদ।

— ‘স্যরি স্যরি, একটু মজা করছিলাম আরকি। কিছু মনে করিস না প্লিজ!’ হাসিমুখে জবাব দিল মাহী।

— ‘যাক সে কথা। এবার সবাই আসল কথায় মনোযোগ দে।’ আদেশের সুর আবীরের।

— ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, প্ল্যান অনুযায়ী সজীব, রকীব আর ইশরাক পুরো ক্লাসকে ঘটনাটা খুলে বলবি। অয়ন যেহেতু একটা ভালো কাজ করতে গিয়ে বিপদে পড়েছে, সেহেতু তাকে সাহায্য করাটা বন্ধু হিসেবে আমাদের দায়িত্ব। অয়নের বেতনের ফি’টা আমরা সবাই মিলে দেব। যে যতটুকু পারে ততটুকু যেন সাহায্য করে। এরপর ইমাদ আর আবীর যাবে টাকা তুলতে। টাকা উঠানো শেষে সেটা জমা থাকবে অয়নের কাছে।’ সবাইকে প্ল্যানটা আরও ভালোভাবে বুঝিয়ে দিল মাহী।

সময় তখন ১২ টা ১০ মিনিট। আর মাত্র ২০ মিনিট পরই শুরু হবে ক্লাস। যা করার এই অল্প সময়ের ভিতরেই করে ফেলতে হবে। যেই ভাবা সেই কাজ। দ্রুতই কাজে নেমে পড়ল অয়নের বন্ধুরা। প্রথম দিকে তেমন একটা সাড়া পাওয়া না গেলেও শেষের দিকে সবাই সাহায্য করতে থাকে। ইমাদ আর আবীর টাকাগুলো গুনে দেখল মোট ৮’শ টাকা হয়েছে।

অয়ন বলল,

— ‘বেতনের ফি এক হাজার টাকা। কিন্তু এখানে তো দুইশ টাকা কম।’

— ‘হুম, এখন কারও কাছেই তো এত টাকা নেই। থাকলেও সেটা আমাদের দিয়ে দিলে, যে দেবে সেও হয়তো বেতন দিতে পারবে না।’ চিন্তিত ইমাদ।

— ‘এখন উপায়?’ হতাশ অয়ন।

— ‘কী রে মাহী, তোর মাথা না বুদ্ধির জাহাজ। এবার সমাধান বের কর।’ মাহীর উদ্দেশ্যে টিপ্পনী কাটল আবীর।

— ‘ঠিক আছে, ঠিক আছে। একটু সময় তো

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লাগবে না কি?' উত্তর দিল মাহী।
রকীব বলল,
— 'ক্লাস শুরু হতে তো বেশি দেরি নেই। তিন মিনিট পরই কিন্তু ক্লাস শুরু হবে।'
— 'আচ্ছা আচ্ছা, বিষয়টা নিয়ে আর বেশি টেনশন করিস না। এতটুকু কাজ যখন হয়েছে বাকিটুকুও হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।' আশ্বাস দিল সজীব।

১০.

নাসির স্যারের মেজাজটা আজ খুবই ফুরফুরে। সকালে তার এক বন্ধু তাকে কল করেন। বন্ধুটি আর কেউ নন, সেন্ট্রাল বাসষ্ট্যান্ডের ষ্টেশন মাস্টার জনাব রফিক সাহেব। স্যার তার কাছ থেকে জানতে পারেন, তারই স্কুলের এক শিক্ষার্থীর এক মহৎ কাজের ঘটনা। ছাত্রটি কীভাবে একটি হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে তার ভাইয়ের কাছে ফেরত আনলো, তার পুরো বর্ণনা শুনলেন বন্ধু রফিক সাহেবের কাছ থেকে।

ক্লাস শুরুর ঘণ্টা পড়তে আর বেশি দেরি নেই। হাজিরা খাতা, কালো রঙের ডাস্টার আর দুটো মার্কার নিয়ে ক্লাসরুমের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন নাসির স্যার।

নাসির স্যার ক্লাসরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন প্রায় দুই মিনিট হলো। স্যার খেয়াল করলেন, তার ছাত্ররা কোনো একটি বিষয় নিয়ে খুবই ব্যস্ত। রীতিমতো জটলা বেঁধে আছে ক্লাসের পিছন দিকটায়।
— 'আসসালামু আলাইকুম।' ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য জোরে একটি গলা খাঁকারি দিয়ে সালাম দিলেন স্যার।
— 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম, স্যার।' সমস্বরে জবাব দিল ছাত্ররা।
স্যার ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন,
— 'তোমরা কি গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করছ? এভাবে জটলা বেঁধে আছো যে?'
— 'ইয়ে মানে, স্যার, অয়ন একটা সমস্যায় পড়েছে তো, তাই তার সমস্যাটা কীভাবে সমাধান করা যায় তা নিয়েই আলোচনা করছিলাম।' বলল মাহী।
— 'তাই না কি অয়ন, কী সমস্যা হয়েছে তোমার?' অয়নের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়লেন স্যার।
— 'আমি বলছি স্যার, কী হয়েছে।' অয়ন জবাব দিতে কিছুটা ইতস্তত বোধ করায়, সজীব উত্তর দিল।

স্যারকে পুরো ঘটনাটা খুলে বলল সজীব। সজীবের কথা শেষ হতেই মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল নাসির স্যারের। খুশিতে অয়নকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। স্যার বললেন,
— 'কিছুক্ষণ আগেও আমার স্টেশন মাস্টার বন্ধু আমাকে ঘটনাটা সম্পর্কে কল করে জানিয়েছিল। সে বলেছিল, ছাত্রটি আমাদের স্কুলের। কিন্তু ছেলেটি যে আমাদের অয়ন সেটা জানতাম না।'
হঠাৎ মাহী প্রশ্ন করল,
— 'কিন্তু স্যার, এখন বেতনের ব্যাপারটা কীভাবে সমাধান করা যায়?'
মাহীর প্রশ্ন শুনে মুচকি একটা হাসি দিলেন স্যার। তারপর বললেন,
— 'তোমাদের একটা হাদীস বলি শোনো,

'বান্দা যতক্ষণ তার অপর ভাইকে সাহায্য করতে থাকে, ততক্ষণ আল্লাহও তাকে সাহায্য করতে থাকেন।'

(মুসলিম, নাসায়ি ও তিরমিযি)

স্যারের কথা শেষ হতেই পুরো ক্লাস হৈ হুল্লোড় জুড়ে দিল!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছাত্রজীবন সুখের জীবন!

আসাদুল্লাহ আল গালিব

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আচ্ছা, ছাত্রজীবন মানেই কি রাতদিন এক করে পাঠ্যবইয়ে ডুবে থাকা? কিংবা জীবনের সব আনন্দকে বিদায় জানিয়ে একঘেয়েমি পড়াশোনার যিকির তোলা?

না ভাইয়া, ছাত্রজীবন মোটেই এরকম রসকষহীন কোনো ব্যাপার নয়। ছাত্রজীবন অসাধারণ একটি সময়। এর প্রতিটা মুহূর্ত চুটিয়ে উপভোগ করা যায়। তবে ছাত্রজীবনকে উপভোগ্য বানিয়ে তুলতে হলেও কিন্তু কিছু ব্যাপারস্যাপার মেনে চলতেই হয়। নইলে যে আবার উপভোগের ব্যাপারটা উদাসীনতার পর্যায়ে চলে যাবে!

তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গায় তুখোড় হবে। প্রচুর পড়াশোনা করবে, আবার বন্ধুদের সাথে ঘুরতেও যাবে। খেলাধুলা করবে, নিয়ম করে ব্যায়ামও করবে। শরীরের জন্য উপকারী এমন প্রচুর ভালো খাবার খাবে। তুখোড় হতে হলে রোবট হতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই, তাই না!

তোমার রোবটিক ছাত্রজীবনকে 'প্যারা নাই, চিল' টাইপ সুখের জীবনে পরিণত করতে কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। সেগুলো হলো :

১. স্ক্রিন-আসক্তি থেকে চিরস্থায়ী অবসর
২. রাতে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়া
৩. ভোরে জেগে উঠা
৪. পড়াশোনায় কৌশলী হওয়া
৫. নিয়মিত খেলাধুলা বা শরীরচর্চা করা
৬. খাদ্যাভ্যাসের মান-উন্নয়ন

এই ছয়টা বিষয়ে ছোটখাটো একটা লেকচার দিই! অন্তরে গেঁথে নিয়ো। ইন শা আল্লাহ, উপকৃত হবে।

স্মার্টফোনের সাথে অতিরিক্ত সুসম্পর্ক করতে গেলেই জন্ম নেয় 'স্ক্রিন-আসক্তি' নামক এক ইডিয়ট। হ্যাঁ, ইডিয়ট। এই ইডিয়ট তোমার আচার-আচরণ এবং মেজাজের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এমনকি এই স্ক্রিন-আসক্তি তোমার মস্তিষ্কের গঠনও পালটে ফেলতে পারে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, স্ক্রিন-আসক্তির কারণে মস্তিষ্কের আয়তন কমে ছোট হয়ে যায়। এতে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। এ ছাড়া স্ক্রিন-আসক্তির কারণে রাতে ঠিকভাবে ঘুম হয় না। ফলে জন্ম হয় হতাশা, দুশ্চিন্তা, কিচ্ছু ভাল্লাগে না, মেজাজ খিটখিটে ইত্যাদি জনপরিচিত রোগের।

তাই কোনোভাবেই স্ক্রিন-আসক্ত হওয়া যাবে না। প্রয়োজনে অল্প কিছু সময় ব্যবহার করতে পারো। আর যদি ইতোমধ্যে তুমি আসক্তির ফাঁদে পা দিয়ে থাকো, তা হলে আজকেই একে বিদায় করো। স্মার্টফোনের আনস্মার্ট ব্যবহার থেকে অবসর নাও, চিরস্থায়ী অবসর। নো কম্প্রোমাইস!

ছোটকালে একটা কবিতা পড়েছিলাম,

Early to bed
And early to rise
Makes a man healthy
Wealthy and wise.

এই কবিতার কবি কে, জানি না। তবে তিনি সত্য বলেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যারাই ইতিহাস রচনা করেছেন, তাঁদের জীবনী পড়লে দেখবে, তাঁদের অধিকাংশই রাতে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তেন। আমাদের প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাই বলি। তাঁর অভ্যাস ছিল, রাতের শুরুভাগে ঘুমিয়ে যেতেন আর শেষভাগে জেগে উঠতেন এবং সালাত আদায় করতেন।[১]

দ্রুত ঘুমানোর উপকারিতা আধুনিক কালের বিজ্ঞানও স্বীকার করে। বিজ্ঞান বলছে,

[১] বুখারি, ১১৪৬, সহীহ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাদের শরীরে রাত ৯ টা থেকে ১০ টার মধ্যে মেলাটোনিন (Melatonin) নামক একটি হরমোন নিঃসরণ হতে থাকে। মেলাটোনিন কী করে আমাদের? ঘুম আসতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, প্রতিদিন এই সময়ে আমাদের ঘুম পায়। আমাদের শরীরের ফাংশনটা আল্লাহ এভাবেই করেছেন। তিনি রাতকে আমাদের জন্য বিশ্রামের আবরণ বানিয়েছেন।[২]

তা ছাড়া দ্রুত না ঘুমালে ঘুম পরিপূর্ণ হয় না। আর ঘুম পরিপূর্ণ না হলে দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে। দুশ্চিন্তা বাড়লে প্রোডাক্টিভিটি কমে যায়। বিপরীতে বেড়ে যায় হতাশা। আর হতাশার পরের ধাপ তো তুমি জানোই। আত্মহত্যা প্রবণতা।

ঘুমের ঘাটতি হলে ধীরে ধীরে রক্তের মধ্যে গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে ডায়াবেটিস, স্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

তাই, দ্রুত ঘুমানোর অভ্যাস গড়ে তোলো। এর জন্য স্ক্রিন-আসক্তিকে বিদায় করা জরুরি। কেননা, স্মার্টফোন থেকে যে নীল রশ্মি (Blue Ray) আসে, এটা আমাদের মস্তিষ্কে মেলানোপসিন (Melanopsin) নামক হরমোন নিঃসরণ করে। এটা মেলাটোনিন এর ঠিক বিপরীত। মেলাটোনিন ঘুম আসতে সাহায্য করে, আর মেলানোপসিন ঘুম তাড়াতে সাহায্য করে। অতএব, দ্রুত ঘুমাতে হলে স্ক্রিন-আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি।

ভোরে জেগে উঠা

বিজ্ঞান বলছে, ভোর চারটা থেকে সাড়ে চারটার দিকে আমাদের শরীরে কর্টিসল (Cortisol) লেভেল বাড়তে থাকে। কর্টিসল লেভেল বাড়া মানেই হচ্ছে, ওই সময় আমাদের উচিত ঘুম থেকে উঠে একটিভ হয়ে যাওয়া।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই সময়টা ফজরের আশপাশ। অর্থাৎ, ফজর ঘনিয়ে এলে তোমার শরীর তোমাকে এলার্ম দেবে যেন তুমি জেগে উঠো। কী অসাধারণ বডি ফাংশন! সুবহানাল্লাহ! তুমি ফজরে জেগে উঠার অভ্যাস রপ্ত করো। ফজরের সালাতে মাসজিদে জামাআতে শরিক হও। তা হলে তুমি আল্লাহর যিম্মায় চলে যাবে।[৩]

মাঝেমধ্যে ফজরের একটু আগে উঠো। অল্প সময় কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ) আদায় করো। হোক তা মাত্র দুই রাকাআত। এই সময় আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, 'কে আছে এমন, আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দেব...।'[৪] আল্লাহর কাছে চাও। একজন ছাত্র হিসেবে আল্লাহর কাছে অনেক কিছু চাওয়ার আছে তোমার।

এই ফায়দাগুলো পেতে হলে অবশ্যই ভোরে জেগে উঠার অভ্যাস করতে হবে। আর ভোরে জেগে উঠার জন্য অবশ্যই রাতে দ্রুত ঘুমিয়ে যেতে হবে।

পড়াশোনায় কৌশলী হওয়া

ছাত্রজীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, পড়াশোনায় কৌশলী হওয়া। দিনের সবচেয়ে প্রোডাক্টিভ সময়কে পড়াশোনার জন্য বাছাই করা। কিন্তু দিনের মধ্যে সবচেয়ে প্রোডাক্টিভ সময় কখন?

ফজরের পর। ইসলাম ফজর-পরবর্তী এই সময়টাকে অনেক গুরুত্ব দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে

[২] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৪৭।

[৩] ইবনু মাজাহ, ৩৯৪৬, সহীহ।
[৪] বুখারি, ১১৪৫, সহীহ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুআ করেছেন, যেন তিনি তাঁর উম্মাহকে এই সময়ে বারাকাহ দান করেন।[৫]

বিজ্ঞানও বলে, ভোর ৪ টা থেকে সকাল ৮/৯ টা পর্যন্ত আমাদের প্রোডাক্টিভিটি সবচেয়ে বেশি থাকে। এই সময়ে তুমি এক ঘণ্টায় যা পড়তে পারবে, দিনের বাকি সময়ে সেই একই পড়া পড়তে পাঁচ ঘণ্টা লাগবে। তার মানে, তুমি যদি ভোরে ৩/৪ ঘণ্টা পড়ো, তা হলে সারাদিনে ১৬/১৭ ঘণ্টা পড়লে যেই উপকার হবে সেই উপকার পেয়ে যাবে।

তুমি কৌশলী হও। প্রোডাক্টিভ হও। ফজরের পরপরই পড়তে বসো। নিয়মিত একটু একটু করে পড়লেও সপ্তাহ বা মাস শেষে দেখবে, পড়াশোনা অনেক এগিয়ে গেছে। ফজরের পর জেগে থাকতে একটু সমস্যা হতে পারে প্রথম কয়েকদিন। মাথা ঝিম ঝিম করতে পারে। এরকম করলে বাহির থেকে একটু ঘুরে আসবে। চা খাবে। কিছুদিন গেলেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

নিয়মিত খেলাধুলা বা শরীরচর্চা করা

মাঝেমধ্যে বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করবে। এতে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকবে। চাইলে খালি হাতের সাধারণ ব্যায়ামগুলো করতে পারো। যেমন- হাঁটা, জগিং, বুকডন (পুশআপ), দড়ি খেলা, সাঁতার ইত্যাদি। নিজের সক্ষমতা অনুযায়ী। খেলাধুলা বা শরীরচর্চার জন্য সবচেয়ে ভালো সময় হলো বিকেল বেলা। এ সময় শরীরের মাসল একটিভ থাকে।

নিজেকে ফিট রাখার জন্য শরীরচর্চার বিকল্প নেই। ইসলামেও শরীর ফিট রাখার ব্যাপারে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

‘(দেহমনে) শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিন অপেক্ষা বেশি প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে...।’[৬]

শরীর ফিট থাকলে মন ফুরফুরা থাকে। তখন পড়াশোনায় সহজেই মন বসে। আবার খেলাধুলা বা ব্যায়ামের মাধ্যমে পড়াশোনার একঘেয়েমি ভাবটাও কেটে যায়।

খাদ্যাভ্যাসের মান-উন্নয়ন

শরীর ফিট রাখার জন্য শরীরচর্চার পাশাপাশি ভালো খাবার খাওয়াও জরুরি। ফাস্ট ফুড নামক অখাদ্য খাওয়ার অভ্যাস থাকলে তা বাদ দিতে হবে। পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। বেশি বেশি শাকসবজি খেতে হবে। এ ছাড়া দুধ, ডিম, মাছ, কিশমিশ, বাদাম, কলা, মধু, কালোজিরা, গাজর, মৌসুমি ফলমূল ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস করতে পারো। এই খাবারগুলো সহজলভ্য এবং বেশ উপকারী। আর পানি খেতে হবে প্রচুর পরিমাণ।

এই ছয়টি বিষয় আয়ত্ত করতে পারলে তোমার ছাত্রজীবনও হয়ে উঠবে অসাধারণ, ইনশাআল্লাহ। তবে একটা বিষয় মাথায় রাখবে, সবগুলো অভ্যাস একদিনে আয়ত্ত হবে না। প্রতিদিন একটু একটু করে মান-উন্নয়ন করতে হবে। ইনশাআল্লাহ, একদিন তুমিও বলবে— মেনে চললে নিয়ম, ছাত্রজীবন সত্যিই সুখের জীবন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবাইকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।[৭]

---

[৫] সুনানু আবী দাউদ, ২৬০৬, সহীহ।

[৬] রিয়াদুস সালিহীন, ৬/১০২।

[৭] পুরো লেখার বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো ডা. নাবিল এর *‘২৪ ঘণ্টা সময়কে সবচেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগানোর কৌশল’* শিরোনামের ভিডিও থেকে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১

নদীর পাড় ধরে হাঁটছি। উদ্দেশ্যহীন হাঁটা। সন্ধ্যা বেলার এই মনোরম সময়টা নিজেকে দেওয়ার জন্য খুবই উপযুক্ত। দিনের প্রখর রোদের ঝলকানি শেষে এ সময়টা ভালো লাগার মতো। আমার জীবন একটি আদর্শ বিরক্তিকর এবং কষ্টের জীবনের উদাহরণ। কষ্টের কারণটা বলতে পারব। কিন্তু এখন না, যথাসময়েই বলব। বিরক্তির নির্দিষ্ট কারণ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, বলতে পারব না। তবে, আমি শুধু জানি, আমি আমার জীবনের প্রতি বিরক্ত। মাঝে মাঝে একঘেয়েমিপূর্ণ এক রুটিনে বাঁধা জীবন থেকে পালাতে ইচ্ছা করে। কিন্তু পালিয়ে কোথায় যাব?

এখন রাত আটটা। আমি দাড়িয়ে আছি কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের ছয় নং প্ল্যাটফর্মে। স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই চিত্রা এক্সপ্রেস খুলনার উদ্দেশ্যে ছাড়বে। উঠে বসলে হয়। রাতের ট্রেন ভ্রমণ ভালো লাগার কথা। অন্তত বিকেলের ঘটনাটা কিছুক্ষণ ভুলে থাকা যাবে।

২.

‘শুভ, তোর ভাইয়া এসেছে?’

‘আসেনাই, আম্মু।’

দিলরুবা বেগমের টেনশন বেড়েই চলেছে। তাঁর বড় ছেলে অভ্রনীল বের হয়েছে বিকাল চারটায়। এখন রাত ন’টা। কোনো কাজে তো যায়নি। বলে গিয়েছিল, শুধু হাঁটতে যাচ্ছে। পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী তার হন্টন প্রক্রিয়া চলছে? এ কেমন হাঁটা? ইদানীং অভ্রনীল কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে। মায়ের কাছে প্রায়ই ওর বিষণ্ণ সময়গুলোর কথা বলে। হঠাৎ এমন অদ্ভুত বিষণ্ণতা ওকে আক্রমণের কারণ খুঁজে পান না দিলরুবা বেগম।

৩.

‘বস, কমলাপুর থেকে ট্রেনে উঠেছে।’

‘কোন ট্রেন?’

‘চিত্রা এক্সপ্রেস।’

‘এ ট্রেন তো খুলনা যায়।’

‘জি, বস।’

‘উঠে বোস। প্রতি মুহূর্তের খবর পাই টু পাই চাই।’

৪.

আজ বৃহস্পতিবার। ট্রেনে জায়গা পাওয়া মুশকিল। বিশাল ট্রেন। তবে, জয়দেবপুর আসার পর অনেক জায়গা খালি হয়ে গিয়েছে। বসলাম আয়েশ করে। হঠাৎ কামরার লাইট অফ। ব্যাপার কী? সে যাই হোক, গুরুতর কিছু নয়। আমার জন্য বরং ভালোই। আলো আঁধারির পরিবেশ প্রিয় আমার। ‘আয়েশ করে’ চিন্তা করার জন্য এ পরিবেশ খুবই উপাদেয়। একটু ঘুম ঘুম ভাব চলে এসেছে। রাতে তো ভালো ঘুম হয় না। কোথায় যাচ্ছি জানা নেই। অবশ্য বিষয়টা এমন না। এটা খুলনা যাবে তা তো জানিই। একদম শেষ স্টেশনে নেমে পড়ব। নেমে কী করব? তা দেখা যাবে।

৫.

দিলরুবা বেগম এসে বসলেন স্বামীর কাছে। রাতের খাবারে বসার কথা, কিন্তু অভ্রনীলের আব্বু দেরি করছেন। তিনি মনযোগ দিয়ে একটি বই পড়ছেন। নাম, ‘সাঁতার শেখার একশত এক উপায়’। জয়নাল সাহেব সাঁতার জানেন না। এটি তার খুবই চিন্তার কারণ। চেষ্টা যে করেননি তা অবশ্য না। কিন্তু কোনোভাবেই সাঁতার আয়ত্ত

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করতে পারছেন না। জীবনে একটিই চাওয়া, মরার আগে তিনি আধঘণ্টা হলেও পানিতে মাঁছের মতো সাতার কাটতে চান।

'এই, তুমি কী করছ?'

'আহহা, দিলে তো মনযোগটা নষ্ট করে। আচ্ছা শোনো দিলরুবা, মনে হচ্ছে এবার সাতার শেখা হয়েই যাবে।'

'রাখো তো। সাতার শিখতে পানিতে চুপনি খেতে হয়। বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে সাতার শেখা যায় না।'

'আমি শিখে দেখাব। চ্যালেঞ্জ!'

'অভ্রনীল এখনো আসেনি।'

'ভালো কথা। তাতে কী সমস্যা?'

'কোনো সমস্যা নয়?'

'সমস্যা নাকি? আমি তো কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না।'

'জনাব, কোথায়, কবে, কোন কাজে সমস্যা নামক বস্তুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়েছে বলতে পারেন?'

'না, পারি না। এখন যাও, আমার গবেষণায় ডিস্টার্ব করবে না।'

'ভাত খাবে না?'

'খাব, অবশ্যই খাব, আলবৎ খাব। তবে এখন না। Go, take dinner and then sleep.'

৬.

ঝাঁকি দিয়ে ট্রেন বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপার কী?

'কী হইছে ভাই?'

'ভাই, ক্রসিং।'

আধো ঘুমে থাকার কারণে হালকা ঝাঁকিকেই বেশি ঝাঁকি মনে হলো। ঘুমাবার কথা না তো আমার! যেতে যেতে 'চিন্তা' করব দেখে ট্রেনে উঠা। অথচ ঘুমাচ্ছি। ট্রেন থেমেছে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মধ্যখানে। জানালা দিয়ে বাহিরে তাকিয়ে অবাক হলাম। জ্যোৎস্না রাত আজ। সাহিত্যের ভাষায় 'চান্নিপসর রাইত'। চাঁদ রাতগুলো এত সুন্দর! আল্লাহ এ চাঁদটাকে কত সুন্দর করেই না সৃষ্টি করেছেন! অসম্ভব ভালো লাগা কাজ করছে। ভালো লাগা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে জোনাকি পোকার ঝাঁক। দিগন্তবিস্তৃত মাঠের স্থলে এবং অন্তরীক্ষে জ্যোৎস্না এবং জোনাকির খেলা দেখছি। সুন্দর। অতি সুন্দর। এ সৌন্দর্য না দেখলে কাউকে বোঝানো দুরূহ কাজ। বিকেলের ঘটনার রেশটুকু আর মনে রইল না।

৭.

'কী খবর?'

'বস, ক্রসিং এ আছি। টাঙ্গাইলের আগে।'

'ওদিকে সবাইকে রেডি থাকতে বলা হয়েছে?'
'বলিনাই। এখনই বলতেছি।'

'হ্যাঁ, খুবই সাবধানে দ্রুততার সাথে কাজ করতে হবে। কোনোভাবেই যেন হাতছাড়া হয়ে না যায়। তা হলে সব শেষ।'

'জি, বস। সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি আমরা।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৮.

দিলরুবা ঘুমিয়ে পড়েছেন। অভ্রনীল ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে, সে খুলনায় তার এক বন্ধুর বাসায় যাচ্ছে। টেনশনমুক্ত হলেন অনেকটা। রাত গভীর হচ্ছে। জয়নাল সাহেবও তাঁর সাতার শীর্ষক গবেষণা-কর্মের গভীরে প্রবেশ করছেন। ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে চা, কফি নিয়ে আয়েশ করে বসেছেন। তিনি সাতার শিখতে বদ্ধপরিকর।

‘বাবা, ১২:৪৫ বাজে, ঘুমাবে না?’ অভ্রনীলের ছোট ভাই শুভ জিজ্ঞাসা করল।

‘Hey, who gave you permision to enter my libray?

‘আচ্ছা আচ্ছা, দুঃখিত!’

‘হুম, কথা বোলো না। যাও।’

‘বাবা, একটা ক...’

‘আমি বলেছি যাও।’

৯.

রাত আড়াইটা। খুলনায় নেমেছি। বৈচিত্রের সন্ধানে এসেছিলাম। কিন্তু এ কেমন ‘বৈচিত্রের’ মধ্যে ঢুকে গেলাম বুঝতে পারছি না। হায় খোদা! আমার দু’চোখ বন্ধ। একটি মাইক্রোতে আমাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে ট্রেনে উঠলেও জানা ছিল খুলনায় নামব। কিন্তু এখন যে কোথায় যাচ্ছি তা একেবারেই বুঝতে পারছি না। এরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে? মেরে ফেলবে না কি? কোনো এক খোলা প্রান্তরে নিয়ে ঠা..স করে গুলি চালিয়ে পালাবে?

এটা অবশ্য হওয়ার কথা নয়। এরকমভাবে মেরে ফেলার মতো কিছু তো করিনি। কোনো উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য হাসিল করতেই কিডন্যাপ করেছে। কী আর করবে, কালকে বাসায় ফোন দিয়ে মোটা এমাউন্টের টাকা চাইবে। সে যাই হোক, আমি ঘুমাব এখন। চোখে রাজ্যের ঘুম। একটু নাক টানতে পারলে মন্দ হয় না। দুইপাশে যারা বসে আছে ওদের চমকে দেওয়া যাবে। আমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে অথচ আমি ঘুমাচ্ছি নাক ডেকে!

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

বিজ্ঞান মামার বকবকানি

বর্ষাকাল অপেক্ষা শীতকালে ভেজা কাপড় দ্রুত শুকায় কেন?

শীতকালে বর্ষাকাল অপেক্ষা তাপমাত্রা কম হওয়া সত্ত্বেও বাষ্পায়ন দ্রুত হয় বলে কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায়। বাষ্পায়ন নির্ভর করে আপেক্ষিক আর্দ্রতার ওপর। বর্ষাকালে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে। অন্যদিকে শীতকালে বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকে। এ কারণে বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম থাকে। ফলে ভেজা কাপড় থেকে বাষ্পায়ন দ্রুত হয়। একই কারণে শীতকালে আমরা ঠোঁটে ভ্যাসলিন লাগিয়ে থাকি। আমাদের ঠোঁটের ত্বক পাতলা, তাই বারবার শুকিয়ে যায়, ফেঁটে যায়। তবে তুমি চাইলে ভ্যাসলিন নাও লাগাতে পারো! না মানে, সে ক্ষেত্রে তুমি হয়তো মেরিল লাগাবে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আয়না

আনিকা তুবা

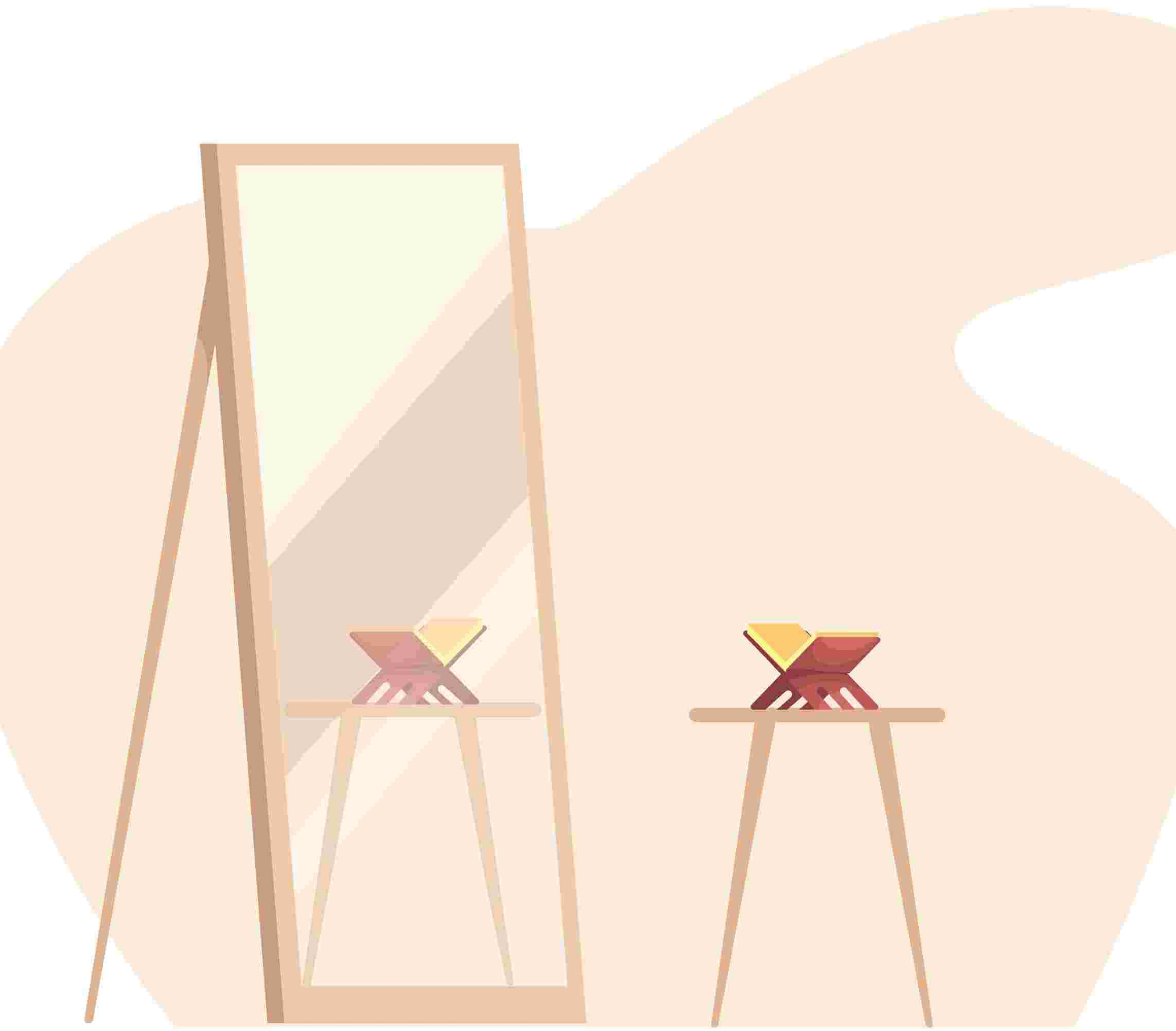

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আশা আর রাহী দুই বোন। যদিও দুজনকে পাশাপাশি দেখলে চট করে বোঝা যায় না। আশা অসম্ভব সুন্দরী। গায়ের উজ্জ্বল রং ঠিকরে বেরোচ্ছে। বড় বড় চোখ, ঘন কালো চুল। যে কেউ এক দেখায় ওকে পছন্দ করে ফেলবে। রাহীর চেহারা সাদামাটা। চাপা গায়ের রং, চেহারাতে তেমন লাবণ্য নেই, মুখের গঠনও মনে রাখার মতো কিছু না। তবে সবমিলিয়ে একটা মায়াবী ভাব আছে। স্বভাবেও দুজন দুই মেরুর বাসিন্দা। বড় বোন আশা নদীর মতো শান্ত, স্থির। পড়াশোনা ছাড়া আর কোনোদিকেই মনোযোগ নেই। ক্লাসের সময়টুকু বাদে সারাদিন এ বই সে বই পড়ে দিব্যি সময় কাটিয়ে দেয়। আর রাহী ঠিক তার উলটো। একেবারে ঝড়ের মতোই উত্তাল, বেপরোয়া। পড়াশোনার ধারে কাছে তাকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তার প্রধান কাজ হলো আয়না দেখা। দিনের মধ্যে কমপক্ষে বিশ-তিরিশবার নিজের চেহারা দেখা চাই। শুধু চেহারা দেখলেও কথা ছিল। সারাক্ষণই ছুটছে। কখনো বন্ধুদের আড্ডায়, কখনো ভার্চুয়াল জগতে, কখনো মেইক আপ, কখনো শপিং।

কাজেকর্মে অমিল হলে কী হবে, দুই বোনের মধ্যে দারুণ ভাব। বাবা আফজাল সাহেব দুই মেয়ের মাঝে কোনোদিন তারতম্য করেননি। মা-মরা মেয়ে দুটোর জন্য তার স্নেহের কমতি নেই। অতি আদরেই কি না কে জানে, মেয়েদের মধ্যে বাবার প্রতি কোনো ভয় তৈরি হয়নি। শাসন কী জিনিস ওরা চোখেই দেখেনি কখনো। এর ফল হলো, অল্প আঘাতও ওদের সহ্য হয় না। ক্লাসের টিচার বকা দিলে কেঁদে বুক ভাসায়। ভাগ্য ভালো যে, ওদের ক্লাসে স্যার-ম্যাডামরা কাউকেই তেমন বকাবাজি করেন না।

রাহী কলেজে উঠার পর থেকে ক্লাসেও সেজেগুজে যায়। মাঝেসাঝে সে সাজকে বেশ উগ্রই বলা চলে। আফজাল সাহেবের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়েছে, তারা ছোট থাকতে এভাবে ক্লাসে যাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না! আশা-রাহীর মা-ও নিজেকে পরিপাটি রাখতে খুব ভালোবাসতেন, তবু তিনি মার্জিত পোশাকের বাইরে কিছু পরতেন না। স্ত্রী গত হওয়ার পর থেকে দুই মেয়েকে তিনি একইভাবে বড় করেছেন। কই, আশা তো এমন হয়নি! রাহীটা এত অন্য রকম হয়ে গেল কেন বুঝে পান না তিনি। কিন্তু বাড়ন্ত মেয়েকে লজ্জায় কিছু বলতেও পারেন না। তা ছাড়া মেয়েদেরকে ছোট থেকেই সবসময় ইচ্ছামতো চলতে দিয়েছেন, এখন এসে সে স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। সেদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন, রাহী কয়েকজন ছেলে বন্ধুর সাথে গাড়ি করে বের হয়ে গেল। যাওয়ার আগে বলেছিল, আজ একটা বার্থডে পার্টি আছে পাপা। তিনিও বরাবরের মতো সায় দিয়েছেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে উদ্বেগ তাকে ছেঁকে ধরল। মেয়েটা ক্রমেই লাগামছাড়া হয়ে উঠছে। কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি, তবু বাবার মন কন্যার বিপদের আশঙ্কায় কেমন দুরুদুরু করতে লাগল।

২.

দু বোন কোথাও ঘুরতে গেলে সবাই যে আশাকেই ঘুরে ঘুরে দেখে, এটা রাহীর নজর এড়ায় না। এত সুন্দরী কেন আশা? বড় বোনকে মাঝে মাঝে খুব হিংসা হয় ওর। ইশ, সে-ও যদি এত সুন্দরী হতে পারত! আজকাল অবশ্য চেষ্টার কোনো কমতি রাখেনি। আগেও সাজগোজ করত, ইদানিং আরও বেড়েছে। সামনা-সামনি আশার মতো প্রশংসা না পেলেও সোশ্যাল মিডিয়াতে ওর বিরাট ফ্যানবেইজ। টিকটক আর ইন্সটাগ্রামের সুবাদে এখন ওর লাখ লাখ ফলোয়ার। হাজারো মেয়ে ওর কাছে মেইক-আপ টিপস চায়। কোথায় কোন মেইক-আপ করতে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হবে, কোন জামার সাথে কোন লুকটা মানাবে, ইন্সটাগ্রামে কোন ফিল্টার দিয়ে ছবি এডিট করতে হবে সব তার নখদর্পনে। কত ছেলে ওর জন্য পাগল! এক ডাকে মরতে রাজি। ব্যাপারটা রাহী বেশ উপভোগ করে। হাজার হোক, প্রশংসা পেতে কার না ভালো লাগে! আশা এমনিতে যতই প্রশংসা পাক না কেন, ইন্সটাগ্রামে ওর এত ফলোয়ার নেই, এটা ভাবলে চেহারা নিয়ে রাহীর কষ্ট কিছুটা হলেও কমে।

কত ছেলে ওর জন্য পাগল! এক ডাকে মরতে রাজি

লাইকের সংখ্যার সাথে সাথে রাহীর লুকস নেওয়ার পরিমাণও দিন দিন বাড়ছে। একদিন পার্টি লুক তো আরেকদিন ভ্যাম্পায়ার লুক! সেদিন একটা ওয়েস্টার্ন লুক নেওয়ার জন্য পার্লার থেকে মাথার একপাশের চুল চেছে ফেলল। অন্যপাশের চুল করে ফেলল উজ্জ্বল নীল। চোখ-ধাঁধানো নীল চুল, গায়ে ফ্যাশন কোট, ঠোঁটে ফেইক রিং লাগিয়ে যখন ভিডিও ছাড়ল, সবাই খুব বাহবা দিচ্ছিল। ঠিক এমন সময়ই পাপা ঘরে ঢুকে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। রেগে গেলেও পাপা চিৎকার চেচামেচি করেন না। কিন্তু মেজাজ যে খারাপ হয়েছে রাহী কি তা বোঝেনি! খাবার টেবিলে ঠিক মেজাজ বেরিয়ে এল। পাপা রাহীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আজকাল খুব ঘোরাঘুরি হচ্ছে। কাল যে ছেলেগুলোকে দেখলাম, ভালো ফ্যামিলির ছেলে বলে মনে হলো না।

অন্যদিন হলে হয়তো রাহীও হাসতে হাসতে বলতো, হ্যাঁ বাবা, ওরা সবগুলা এক একটা বদ। কিন্তু এই মুহূর্তে রাহীর মেজাজও চড়ে আছে। বাবা সবসময় ওর পিছেই লাগে। কই, আশার বান্ধবীদের নিয়ে তো কখনো কিছু বলে না? ধুম করে বলে বসল, আমি দেখতে খারাপ দেখেই আমার বন্ধুদের পিছে লেগেছ তুমি। আশা ফর্সা তাই ওর কোনো দোষ নাই, না? যত দোষ খালি আমার? আমার বন্ধুরা খারাপ আর ওর বন্ধুরা খু-উ-ব ভালো?

আফজাল সাহেব নির্বাক হয়ে গেলেন। তার ছোট মেয়েটা একটু একরোখা তিনি জানেন। কিন্তু এভাবে তাকে যা-তা বলবে এতটাও আশা ছিল না। কিছু বলার আগেই রাহী এক ঝটকায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গটগট করে নিজের ঘরে গিয়ে ধড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আফজাল সাহেব কিছুক্ষণ তড়িতাহতের মতো বসে রইলেন। এরপর মেয়ের ক্ষুধার কথা ভেবে আর বসে থাকতে পারলেন না। সোজা মেয়ের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আশাও বাবার পিছু পিছু দাঁড়াল।
রাহী মা, খেতে আয়!
– না, আমি খাব না। ভেতর থেকে রাহীর বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল। এর পরপরই কান্নার আওয়াজ।

আমি কি তোকে বন্ধুদের সাথে মিশতে মানা করেছি?
রাহী কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে কী বলল বাইরে থেকে তেমন বোঝা গেল না। আশা একটু রাগ হয়েই বলল, রাহী, তুই কোনো কিছু শোনার অবস্থায় নেই। তুই বের হ। আগে খেয়ে নে, বাবা তোর জন্য না খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

রাহী দরজা খুলল না। আশা নরম হয়ে বললেও হয়তোবা দরজা খুলত। কিন্তু আজ আশাও তাকে কথা শোনাচ্ছে! তার মনে হলো, পৃথিবীর কেউ তাকে ভালোবাসে না। কেউ তার আপন না। মৃত মায়ের কথা ভেবে ভেবে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে খানিকক্ষণ কাঁদল সে, এরপর উঠে গিয়ে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দাঁড়াল আয়নার সামনে। সাজতে শুরু করল। কাজল লেপ্টে চোখের চারপাশে ছড়িয়ে আছে, ঠোঁটে কান্নার মতো এক চিলতে হাসি, কপালে মোটা সিঁদুর। ছবির ক্যাপশন দিলো 'পারু'। সেই ছবিতে আধা ঘণ্টার মধ্যে দেড় লক্ষ লাইক পড়ল। রাহীর মনও আনন্দে নেচে উঠল। মনে মনে নিজেকে একটু ধমকে বলল, ইশ, কেন যে পাপাকে উলটাপালটা কথা বলে এত হার্ট করলাম! কাল সকালে উঠেই 'স্যরি' বলব।

৩.

আশা মা, রাহী মা, জলদি রেডি হ। আমি পনেরো মিনিট পরেই বেরোব।

রাহী ফট করে বলে বসল, বাবা, পনেরো মিনিটে পারব না। আধ ঘণ্টা লাগবে।
আশা চোখ কটমট করে তাকাল বোনের দিকে। ইশারায় চুপ করতে বলল।

ওদের বড় ফুপা ইন্তেকাল করেছেন কিছুদিন হলো। আজ সে উপলক্ষে দুআ-কালামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাবার মন রাখতে ওদেরও সঙ্গে যেতে হবে।
- মরাবাড়িতেও তোর সাজগোজ করা লাগবে?
ইশ আশা, কী যে বলিস না তুই! মরাবাড়িতেই তো এক্সট্রা কেয়ারফুলি সাজতে হবে!
- কী সাজবি শুনি?
একটা স্যাড অ্যান্ড সোবার লুক, ইউ নো! নাথিং মাচ। আয় না, তোকেও সাজিয়ে দিই। একদম হালকা করে...
- না বাবা, তুই-ই সাজ। আমার অত লাগবে না।
'যাহ, ঢং' বলে ব্যস্ত হাতে নিজেকে একটু সাজিয়ে নিল রাহী। মনে মনে খুব তারিফ করল নিজের। ও খেয়াল করেছে, সাজলে লোকে ওর প্রশংসা করবেই করবে।

ফুপুর বাসায় অনেক লোক গমগম করছে। পুরুষরা বেশিরভাগ ছাদে আর নিচে চলে গেছে। একজন হুজুর মাইকে সবাইকে দুআ পড়ার কথা অনুরোধ করছেন, নিজেও তিলাওয়াত আর দুআ-দরুদ পড়ছেন। আশার দিকে আড়চোখে তাকাল রাহী। দেখল, আশা ওর আঙুলের ভাঁজ ধরে ধরে মুখ বিড়বিড় করছে। কেমন করে যে আশা সবখানে খাপ খাইয়ে যায় রাহী ঠিক বুঝতে পারে না। রাহীর উশখুশ লাগছে। আগরবাতির গন্ধে বমি পাচ্ছে ওর। আশাটা একটু কথা বললেও হতো। মানুষের ভারি নিঃশ্বাস আর কিছুক্ষণ পর পর মহিলাদের কান্নায় বাতাসটা গুমোট হয়ে আছে।

টুপ করে মহিলাদের ভিড় ছেড়ে উঠে পড়ল রাহী। এরকম দমবন্ধ পরিবেশে কতক্ষণ বসে থাকা যায়। এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একেবারে কোণার বেডরুমটায় চলে এল। এই ঘরটায় লোকজন অপেক্ষাকৃত কম। পাশেই লাগোয়া বারান্দা, ঠান্ডা বাতাসে জানালার পর্দা উড়ছে। মাঝ বরাবর একটা খাট। সেদিকে তাকিয়ে রাহীর চোখ আটকে গেল।

বিদেশি পুতুলের মতো একটা মেয়ে! কত বয়স হবে? ওদের সমানই বোধ হয়। কিন্তু এত সুন্দর! এত ভয়ংকর সুন্দর কোনো মানুষ হতে পারে! রাহীর মনে হচ্ছিল কিছুক্ষণের জন্য ওর শ্বাস আটকে গেছে। একমনে তিলাওয়াত করছে মেয়েটা। কী অপূর্ব সেই তিলাওয়াত! হুজুরদের কুরআন পড়াও তো এতক্ষণ শুনল। কেমন যেন মরামার্কা। এই মেয়েটার পড়ায় এক অদ্ভুত জীবন্ত সুর। একেবারে অন্তরে গিয়ে নাড়া দিচ্ছে। রাহীর হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠল।

মেয়েটার সৌন্দর্যে একটা অপার্থিব ব্যাপার আছে। সাদা সুতির একটা কামিজেও কী যে মানিয়েছে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মেয়েটাকে! মাথায় বড় ওড়না। খালি মুখ আর হাতের কবজি দেখা যাচ্ছে। রাহী অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মেয়েটার যেন কোনো হুঁশ নেই। একনাগাড়ে পড়ছে তো পড়ছেই। হঠাৎ রাহীর চাচাতো ভাই তমাল ঘরে ঢুকল। কী রে রাহি, তুই কখন আসলি! তোকে তো দেখিই নাই! কই ছিলি?

তমালের আওয়াজে খাটে বসা মেয়েটা এক ঝটকায় মুখের ওপর ওড়না টেনে নিল। এরপর এক মুহূর্তেরও কম সময়ে কুরআনটা বন্ধ করে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

কীরে, কী হলো তোর? কথা বলিস না কেন?

তমালের ডাকে সংবিৎ ফিরে পেল রাহী।
ছাদে যাবি?
মাথা কাৎ করে সায় জানাল সে। কিন্তু ছাদে গিয়েও মাথায় ঘুরতে থাকল খাটে বসা মেয়েটার কথা।

ঐ রুমের মেয়েটা কে রে?
- কে?
ঐ যে, খাটে বসে কুরআন পড়ছে। আগে কখনো দেখি নাই ওকে।
- ও আচ্ছা! বিভার কথা বলছিস! ও ফুপার মামাতো ভাইয়ের মেয়ে। হেব্বি সুন্দরী!
হুম, সেই রকম সুন্দরী! ওর একটা ভিডিও ইন্সটায় দিলে মিনিটে ওয়ান মিলিয়ন ভিউস পড়ত!
- ও ইন্সটা ইউজ করে না। একদম অন্য রকম মেয়ে।
চাপা মারিস না, ইন্সটা ছাড়া কেউ আছে? বাট ওয়েট ওয়েট, তুই দেখতেসি খুব ইন্টারেস্টেড!
- আরে না! বললাম না ও অন্যরকম। কোনো ছেলের দিকে ঘুরেও তাকায় না.. ওরা লাস্ট উইক কানাডা থেকে আসছে ফুপার ডেথ নিউজ শুনে..
তাই নাকি? কানাডার মেয়ে এমন হয় তোরে বলসে..
- আল্লাহর কসম! আমাকে রূপম বলসে, তোর বিশ্বাস না হইলে ওরে জিজ্ঞেস কর।

এটা-সেটা কথায় সন্ধ্যাটা ভালোই পার হয়ে গেল। শুধু সবকিছুর ভেতর রাহীর মাথায় ঘুরেফিরে একটা চিত্রই বারবার ভেসে উঠছে। পরীর মতো একটা মেয়ে হুড়মুড় করে মুখের ওপর ওড়না টেনে নিচ্ছে.. আচ্ছা, এত সুন্দরী হয়েও কেউ কেন নিজেকে ঢেকে রাখতে চায়?

আচ্ছা, এত সুন্দরী হয়েও কেউ কেন নিজেকে ঢেকে রাখতে চায়?

৪.

আশা, তুই দেখসিলি মেয়েটাকে?
- বললাম তো দেখি নাই। এই নিয়ে একশ বার জিজ্ঞেস করসিস একই কথা।
তুই যে কী না! সেদিন লিভিং রুম থেকে বেরই হইলি না।
- দুআ-কালাম রেখে তোর মতো ছাদে গিয়ে দাঁড়ায় থাকব না কি?
রাখ তোর দুআ, বিরাট হুজুরনি আসছে! এই আপু, তুই যা না একবার ফুপুর বাসায়। ঐ মেয়েটাকে একবার দেখবি। (আবদারের সময় হলে রাহী ওর বোনকে আপু বলে সম্বোধন করে।)
- না ভাই, অত শখ নাই। তোর মুখে শুনেই বুঝতে পারসি মিস ইউনিভার্স কুরআন পড়তেসিল। তোর ইচ্ছা হইলে তুই যা।
ধুর, তুই না কোনো কাজেরই না।
- ঐ মেয়েকে দিয়ে আমার কাজটা কী শুনি? পর্দা শিখব?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরে না, একটু দেখতি কত সুন্দর! এত সুন্দর দেখলেও চোখের পুণ্য হয়।

এমন টিচারের ভঙ্গীতে রাহী কথাটা বলল যে, আশা তো বটেই, রাহী নিজেও খিলখিল করে হাসতে লাগল।
হাসতে হাসতেই আশা বলল, তুই পুণ্য কর। আমার দরকার নাই।

বিভা মেয়েটা রাহীকে প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিভার রূপ বেশি বিমোহিত করেছে, নাকি ওর আচরণ এটা নিয়ে সন্দেহ আছে।

রাহী সবকিছুতেই সাজগোজের একটা বাহানা খোঁজে। ও ঠিক করল, একদিন বিভার মতো সাজবে। সাদা সুতির জামা। কারুকাজহীন। সাথে লম্বা ওড়না দিয়ে মাথা ঢাকা থাকবে। মুখে কোনো মেইক-আপ থাকবে না। সদ্য ওযু করে আসা পবিত্র-পবিত্র একটা আভা থাকবে। ব্যস এটুকুই। একদম সিম্পল লুক।

দুদিন পরেই সুযোগ এসে গেল। আজ টিকটকে ট্রেন্ডিং হচ্ছে সিম্পল মিনিমালিস্ট লুক। আজকেই বিভার লুকটা নিতে হবে। আয়নার সামনে দাঁড়াল রাহী। ঝটপট ওড়নাটা দিয়ে মাথায় হিজাবের মতো পরে নিল। হালকা মেইক-আপ করা ওর বরাবরের অভ্যাস। কিন্তু আজ ভীষণ কষ্টে নিজেকে সংবরণ করল। এই লুকটায় ওকে ন্যাচারাল থাকতেই হবে।

হ্যাশট্যাগ মিনিমালিস্ট লুক।
হ্যাশট্যাগ বি ন্যাচারাল।

মুহূর্তের মধ্যে লাইক আর কমেন্টের বন্যা বয়ে গেল।

৫.

'এই কালা **, পর্দা করে টিকটক করিস, লজ্জা লাগে না!'
'পেত্নীর মতো লাগতেসে তোমারে!'
'আপু, ন্যাচারাল লুকে তোমাকে একদম ভালো লাগে না!'
'ময়দা সুন্দরী!'
'এতদিন মেইক-আপ দিয়ে ভূতনী সুন্দরী সাজছিল!'
'বাসর রাতে জামাই দেখলে পালাইব!'
'অ্যামাজনের বান্দর!'

বাসর রাতে
জামাই দেখলে পালাইব!
অ্যামাজনের বান্দর!

প্রথম কয়েকটা নেগেটিভ কমেন্ট দেখে রাহীর মন খারাপ লাগছিল। এত জঘন্য কথা ওকে কেউ বলেনি। কিন্তু আস্তে আস্তে মন খারাপের বদলে রাগ হচ্ছে। রাগে ও লাইভ করতে বসল।

'তোমরা কি মনে করো, মানুষকে যা খুশি তাই বলবা? না, আমি তোমাদের কোনো কমেন্ট পড়ব না। হাউ টু-ফেইসড পিপল ইউ আর! সারাক্ষণ কমেন্ট করো, আমি কত সুন্দর। আমার থেকে মেইক-আপ টিপস নেওয়ার জন্য চাপাচাপি করো। আর এখন একটা লুক পছন্দ হয় নাই বলে আমাকে টিজ করছো! আমার চেহারা নিয়ে ফান করছো! তোমাদেরকেও কিছু দেখানোর ইচ্ছা নাই আমার। গেট লস্ট ফ্রম হিয়ার..'

রাহী ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। জেদের বশে ঠিক করল, এখন থেকে এভাবে হিজাব করে ও আরও দশটা ভিডিও বানাবে। প্রতিদিন নতুন নতুন ওড়না পরে ভিডিও ছাড়া শুরু করল রাহী।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফলোয়াররা এই পোশাকে রাহীকে দেখে অভ্যস্ত না। এক সপ্তাহের ব্যবধানে রাহী পঞ্চাশ হাজার ফলোয়ার হারাল। অবাক হয়ে লক্ষ করল, যে ছেলেরা ওর নামে পাগল ছিল ওরাই এখন ওর ভিডিওর পরিবর্তে অন্য মেয়েদের ভিডিওতে লাইক দিচ্ছে। অথচ ও এখনো আগের মতোই আছে। একই মানুষ। মানুষ যে ওকে না, ওর সুন্দর সাজকেই ভালোবাসে বুঝতে আর বাকি রইল না।

কিন্তু মানুষকে এর উপযুক্ত জবাব ও দিয়েই ছাড়বে। ভীষণ জেদ রাহীর। প্রতিজ্ঞা করল, এখন থেকে ওড়না মাথায় দিয়েই সে সবখানে যাবে।

মনে হয়, আয়নাটাও ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

৬.

আয়নার সামনে দাঁড়ালেও আজকাল রাহীর চাপা ব্যথা অনুভব করে। মনে হয়, আয়নাটাও ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। মেইক-আপ প্রডাক্টগুলো ওকে নিয়ে টিটকিরি মারছে। পুরো পৃথিবীর সবাই ওর স্বাভাবিক প্রসাধনহীন চেহারার দিকে আঙ্গুল তুলে আজেবাজে কথা শোনাচ্ছে। বিভীষিকার মতো অনুভূতি হয় ওর।

আশা, একটা কথা বল তো। আমি যদি আরেকটু সুন্দর হতাম, তাহলে কি আজকে আমাকে নিয়ে এত হাসাহাসি করা হতো?

আশা চুপ করে থাকে। প্রাণের চেয়েও আপন বোনটাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা ওর জানা নেই। রাহী এমন একটা জগৎ নিয়ে অস্থির হয়ে আছে, যেখানে সবকিছুই মেকি। এখানে কেউ কারও পরোয়া করে না। কেউ কাউকে ভালোবাসে না। এই বাস্তবতাটা ও রাহীকে কীভাবে বোঝাবে?

আশার নীরবতাকে রাহীর অসহ্য বোধ হয়। দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে, কথা না বললে আমার ঘরে বসে থাকার প্রয়োজন নেই। আশা ধীরে দরজা ঠেলে বেরিয়ে যায়।

রাহী এতক্ষণ বহুকষ্টে কান্না চেপে রেখেছিল। বড় বোন বের হওয়ার পর প্রাণপণ কাঁদতে থাকে। ছোট বোনের কান্নার শব্দে আশারও বুক ভারী হয়ে আসে। যদি চেহারা বিনিময় করার কোনো সিস্টেম থাকত, তা হলে সে তার একমাত্র বোনটাকে অনায়াসে নিজের চেহারা দিয়ে দিত। কিন্তু এমন কোনো সিস্টেম পৃথিবীতে নেই। অবুঝ মেয়েটাকে ও কী দিয়ে সান্ত্বনা দিবে!

বাবাকে রাহীর কাছে পাঠায় আশা। আফজাল সাহেবও মেয়ের কষ্ট দেখতে দেখতে মুষড়ে পড়েছেন। এমন প্রাণচঞ্চল মেয়ে নিজেকে নিয়ে এত কষ্ট পাচ্ছে মেনে নেওয়া যায় না। রাহীর মাথায় আলতো করে হাত রাখেন তিনি। মন খারাপ করিস না রে, মা। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুই ঠিক হয় না। টিকটক আর ইন্সটাগ্রামে রাহীর র‍্যাংকিং কমতে থাকে। সারাবছর টপ ভিউ পাওয়া সত্ত্বেও এই অল্প কয়দিনের লো ভিউয়ের জন্য বছরের সেরা পাঁচ ইয়াং মেইক-আপ আর্টিস্টদের তালিকা থেকে তার নাম বাদ পড়ে যায়। কেউ ওকে ভালোবাসে না। কেউ ওকে প্রশংসা করে না। রাহীর ইচ্ছা করে, আত্মহত্যা করবে। বিভার মতো ও কোনোদিন হতে পারবে না।

একটা মেয়ের জীবনে তাকে সুন্দর লাগছে শুনতে পারাটা যে কী অসামান্য আনন্দের, সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হলে তা কেউ জানবে না। ছোটবেলা থেকে কেউ ওকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়নি। কেউ আগ বাড়িয়ে সুন্দর বলেনি। দিনের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পর দিন মেইক-আপ টিউটোরিয়াল ঘেটে, নিজে নিজে মেইক-আপ শিখে, বহু কষ্ট আর সাধনা করে ও আজ এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। ভার্চুয়াল জগতে সবাই ওর রূপের প্রশংসা করত। ওকে ঘিরে কত আলোচনা চলত। ও ছিল হাজারো কৌতুহলের কেন্দ্রবিন্দু। এত বছরের সাধ শেষ পর্যন্ত পূরণ হয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে সব হারিয়ে গেল। সবাই পর হয়ে গেল। ইশ, একটু সুন্দর যদি হতে পারত সে! আর একটু বেশি সুন্দর!

৭.

রাহী নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছে। ওর কিছুই ভালো লাগে না। কারও সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। সারাদিন চুপচাপ নিজের ঘরে পড়ে থাকে। জীবনের হিসাব মেলাতে গিয়ে নিজেকে উদভ্রান্তের মতো লাগে ওর।

আশা কী একটা কাজে বাইরে গিয়েছিল। বাসায় ফিরে রাহীকে বলল, তোর জন্য একটা গিফট আছে। দেখবি?

র‍্যাপিং পেপারে মুড়ানো একটা চারকোণা বাক্স এগিয়ে দিল ওর দিকে।

কাগজটা খুলে রাহী দেখল, একটা আয়না। বলল, নিয়ে যা, আমার লাগবে না।
- কেন, তোর ভালো লাগেনি?
হুম, সুন্দর।

- আয়নায় তাকিয়ে দ্যাখ রাহী, আজকে তোকে খুব সুন্দর লাগছে!

এই বলেই আশা বেরিয়ে গেল।

দীর্ঘ দশ দিন পর আয়নার দিকে তাকায় রাহী। দীর্ঘ দশ দিন! ভাবা যায়!

অল্প কয়দিনেই চোখের নিচে কালি পড়েছে। গাল দুটো ভেঙে চেহারা নষ্ট হয়ে গেছে। মুখে কোনো প্রসাধন নেই। একটু কাজল লাগাতেও আজকাল ইচ্ছা করে না। কিন্তু আয়নার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হলো, ও বিভাকে দেখতে পাচ্ছে। কী পবিত্র একটা চেহারা। কী অপূর্ব সেই চেহারার জ্যোতি। পটে আঁকা ছবির মতো সুন্দর! অবাক হয়ে ভাবল রাহী, এত সুন্দর! তবে কেন ছেলেদের সামনে মুখ পর্যন্ত দেখায় না মেয়েটা? ওর কি নিজের প্রশংসা শোনার ইচ্ছা হয় না?

ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবল রাহী। ওর মনে জমে থাকা অজস্র প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেল এতদিন পর। মুখের ওপর ওড়না চেপে চকিতে দেয়ালের দিকে ফিরে যাওয়ার দৃশ্যটা আবার মনে পড়ে গেল ওর।

বিভার মতো একটা বড় ওড়না জড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় রাহী। বৈশাখের আকাশে কালো মেঘ জমেছে। ঝড় হবে বোধ হয়।

কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও যা করবে বলে ভাবেনি, আজ সেটাই করে রাহী। বৃষ্টির প্রথম ফোঁটার সাথে সাথে সে-ও টুপ করে তার অ্যাকাউন্টটা ডিলিট করে দেয়। আজ বহুদিন পর তার খুব ভালো লাগছে। পাখির মতো হালকা লাগছে নিজেকে।

চোখেমুখে বৃষ্টির পানি মাখতে মাখতে রাহী ভাবে, ঝড় হয় হোক, বৃষ্টি নামুক। সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক। ফেলে আসা পথ সে আর কখনো মাড়াবে না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘাম ঝরানোর দিনে

মুহাম্মাদ সিদ্দিকুর রহমান, মেডিকেল শিক্ষার্থী

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেদিন লেকচার ক্লাসে কামরুল স্যার বেশ ভারী ভারী টপিকে কথাবার্তা বলছিলেন। সকাল থেকে ক্লাস শুরু হয়ে দুপুর গড়িয়ে যাওয়ায় পেছনের সারিতে বসে আমরা কয়েকজন খুব ঝিমুচ্ছিলাম। পাশের বেঞ্চে আলামিন তো ঘুমিয়েই গেছে!
স্যার ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। আফসোসের সুরে আমাদেরকে নসিহত করার উদ্দেশ্যে নিজের প্রতিদিনকার রুটিনটা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন পঞ্চাশোর্ধ জেন্টলম্যান ডা. কামরুল স্যার..

ফজরের আগে উঠে কিছু সময় ইবাদাতের পর ফজরের সালাত আদায় করেই রমনা পার্কের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান তিনি। এরপর পার্কে কমপক্ষে দুইটা চক্কর দিয়ে বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা সেরেই বেরিয়ে পড়েন নিজের কর্মস্থল হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। হাসপাতালে এসে তো বসার সময় নেই.. রোগীদের ওয়ার্ডে রাউন্ড দিতে হয়। রাউন্ড শেষ করেই দৌড়ে চলে আসেন লেকচার গ্যালারিতে, আমাদের ক্লাস নিতে।
ক্লাস শেষ করে আবার বেরিয়ে পড়েন নিজের চেম্বারের উদ্দেশ্যে। রাত অবধি রোগী দেখে বাসায় ফিরবেন। তবে রাতের শিডিউলটা খুব দ্রুতই শেষ করেন স্যার। সাড়ে দশটার মধ্যেই রাতের খাবারসহ সবকিছু ক্লোজ করে বিছানায় চলে যান, এরপর আবার শেষ রাতে উঠা।
এত এত পরিশ্রমের পরেও তার চোখে ক্লান্তির ছিটেফোঁটাটুকুও নেই, আর আমরা এই বয়সেই..

স্যারের সাথে সাথে নিজেদের দুর্দশার কথা চিন্তা করে আমার নিজেরও আফসোস হচ্ছিল। পাশের বেঞ্চে আলামিন তখনো ঘুমোচ্ছে, পেট বরাবর হালকা গুঁতো দিয়ে ব্যাটাকে জাগিয়ে দিলাম।
বন্ধুরা! তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের মতো এত অলস নও, বরং কামরুল স্যারের মতোই কর্মচঞ্চল। তবে মাঝেমধ্যে হয়তো কিছুটা আলসেমি চলেই আসে, না কি?
আচ্ছা, ভালো কথা! কামরুল স্যারের এই কর্মচাঞ্চল্যের পেছনে তোমরা কী কী বিষয় অনুধাবন করতে পেরেছ? আমি তিনটি বিষয় আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি-
১. শরীরচর্চা
২. পর্যাপ্ত ঘুম
৩. পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ

স্বাস্থ্যকর লাইফস্টাইল পেতে হলে এই তিনটি মূলনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর আমাদের ছোট পরিসরে আজকের আলোচনার টপিক হলো- শরীরচর্চা।

শরীরচর্চা মানেই কিন্তু জিমে ভর্তি হয়ে ভারোত্তোলন করে নিজেকে ‘সিক্স প্যাক হিরো’ বানিয়ে ফেলা নয়। বরং সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য প্রতিদিনই কিছু না কিছু শারীরিক মুভমেন্ট করা প্রয়োজন। আমি সে আলোকেই তোমাদের সামনে কিছু কথা বলে যাই..

প্রথমত, আমরা জেনে নিই শরীরচর্চা আসলে কেন দরকার? এর উপকারিতা কতটুকু?
এক কথায় বলতে গেলে শারীরিকভাবে তো বটেই মানসিকভাবে সুস্থ এবং সুখী জীবনযাপনের জন্য নিয়মিত শরীরচর্চার বিকল্প নেই।

শারীরিক সুস্থতা :

১. ওজন কমাবে। অতিরিক্ত ওজন একাই অনেকগুলো রোগের ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। তাই নিশ্চিতভাবেই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা মানে অনেকগুলো সমস্যা থেকে বেঁচে যাওয়া।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের সুস্থতার জন্য জরুরি, এমনকি হজমের জন্যেও সহায়ক।
৩. হাড় ও পেশী সুগঠিত ও সক্রিয় করার মাধ্যমে শরীরকে করে প্রো-একটিভ।
৪. ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, এমনকি ক্যানসারের মতো সমস্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

মানসিক সুস্থতা :

১. সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে, পরিমিত ব্যায়াম মস্তিষ্কের নিউরন সংখ্যা বৃদ্ধি করে!
২. ব্যায়ামের সময় ডোপামিন, সেরেটোনিন, এনডোরফিন হরমোনগুলো বেশি বেশি নিঃসরণ হয়। এগুলো মানসিক প্রশান্তির জন্য সহায়ক।
৩. শরীর ও মন ফুরফুরে থাকার কারণে নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন ঘুম সহজ হয়। আর অনিদ্রা.. দৌড়ে পালায়!

এখন, কী ধরনের ব্যায়াম করা যেতে পারে সে বিষয়ে কিছু কথা বলি। তোমরা যারা লেখাটি পড়ছ, বেশিরভাগই কিশোর বয়সের। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, যেকোনো কাজই আমাদের সামর্থ্য এবং সীমাবদ্ধতা খেয়াল রেখেই করা উচিত। প্রয়োজনের তুলনায় কম যেমন ভালো নয়, আবার অতিরিক্ত কোনো কিছুও ভালো নয়।

ধরো, তোমার অতিরিক্ত ওজন। এখন এটা কমানোর প্ল্যান তোমার। সে ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হয় একজন ট্রেইনারের গাইডলাইনে থেকে ডায়েট চার্ট মেইনটেন করে উপযোগী ব্যায়ামগুলো করা। জিমে ভর্তি হতে পারো।

আবার কারও শখ বডি বিল্ডিং.. শখ থাকা ভালো, সেটা সমস্যা না। তবে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে শখের পেছনে যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য না থাকে। হাল আমলের ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকলে এ ধরনের কাজে না নামাই ভালো।

আর এদিকে যারা আমার মতো অলস.. আলসেমি কাটানো দরকার, শরীরটাকে একটু একটিভ করা দরকার। এরকম যারা আছো তাদের জন্য কিছু পরামর্শ :

১. নিয়মিত ফরয সালাতগুলো মাসজিদে জামাআতে আদায় করা (ছেলেরা), তাহাজ্জুদের সালাতকে নিয়মিত রুটিনের অংশ করার চেষ্টা করা (ছেলেমেয়ে উভয়েই)।
২. প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে অন্ততপক্ষে ৩০ মিনিট হাঁটা। সকালে ফজরের পরের সময়টাই বেশি উপযুক্ত।
যেমন-তেমনভাবে হাঁটলে হবে না, ঘাম ঝরাতে হবে।

[বোনেরা বাড়ির ভেতরে থেকে পর্দা মেইনটেন করে যতটুকু সম্ভব হাঁটাচলা করতে পারে। বিশেষ করে যেসকল বোন পুরোপুরি নিকাব করে তাদের জন্য একটি বিশেষ পরামর্শ- দিনের কিছু সময় (পর্দার অধীনে থেকেই) হাত-মুখে কিছুটা রোদ লাগানো প্রয়োজন। কারণ, আমরা জানি হালকা রোদ শরীরে ভাইটামিন ডি তৈরিতে সহায়ক। আর পর্দানশীন বোনদের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই শরীরে ভাইটামিন ডি এর ঘাটতিজনিত সমস্যা দেখা যায়। তবে এর জন্য বাইরে যাওয়া আবশ্যক নয়, ঘরের মধ্যে থেকেই স্বাভাবিক আলো-বাতাস শরীরে কিছুটা লাগতে দিলেই হবে ইনশাআল্লাহ।]

৩. ছেলেদের জন্য সাইক্লিং, সাঁতার এসব অনেক অপশন রয়েছে। আর বিকেলবেলা পাড়ার ছেলেরা একসাথে ক্রিকেট-ফুটবল নিয়ে মেতে থাকার সুযোগ তো মিস করাই যাবে না!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪. অসংখ্য ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ রয়েছে যেগুলো বিনা খরচে ঘরে থেকেই করা সম্ভব। দড়ি লাফ, পুশ আপ (বুকডন), স্কোয়াট.. ইত্যাদি।
আরেকদিন সময় করে এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে আজকে কিছু কথা বলে নিই।

* ব্যায়াম করার মাঝে গ্যাপ দিতে হবে। প্রতিদিন ব্যায়াম করা যাবে না। অর্থাৎ ধরো, তুমি একদিন ব্যায়াম করলে পরের দিন রেস্ট নিলে।
* একদম শুরুর দিনেই খুব বেশি ব্যায়াম করবে না। আস্তে আস্তে বায়্যাম করার সময় বাড়াবে।
* ভরাপেটে খাবার একদম পরপর ব্যায়াম করবে না। আবার একদম খালি পেটেও ব্যায়াম করবে না। হালকা কিছু খেয়ে নিয়ে ব্যায়াম করতে পারো।
* ব্যায়াম করার আগে হালকা স্ট্রেচিং করে নিতে হবে। ব্যায়ামের মাঝে মাঝে ৩০ সেকেন্ড বা ১ মিনিট করে বিশ্রাম নেবে।
* ব্যায়াম করার সময় সতর যেন ঢাকা থাকে সেটা নিশ্চিত করবে। হাফপ্যান্ট পরে ব্যায়াম করবে না। মিউজিক আছে এমন গান শুনতে শুনতে বায়্যাম করবে না।

বুকডন দেবার নিয়ম-
https://tinyurl.com/248nadsb
স্ট্রেচিং করার নিয়ম-
https://tinyurl.com/4e7rbeae
স্কোয়াট এর নিয়ম-
https://tinyurl.com/2p863ey3
প্ল্যাংক এর নিয়ম-
https://tinyurl.com/mrrrjyu9

এগুলোর কোনো কোনোটাতে মিউজিক আছে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। মিউজিক বন্ধ রেখে শুনে নিয়ো।

প্রথমদিনেই নিজের শরীরের ওপর প্রেসার দেবে না। এমন করলে শরীরের ক্ষতি হবে। আস্তে আস্তে সময় বাড়াও। প্রথম দিন ৩টা পুশআপ দাও, তারপর আস্তে আস্তে বাড়াও। স্কোয়াটের ব্যাপারেও তাই করতে পারো। প্ল্যাংকের ক্ষেত্রেও তাই। প্রথমে ২০ সেকেন্ড বা ৩০ সেকেন্ড করো। এরপর আস্তে আস্তে সময় বাড়াও। এগুলো নিয়ে আমরা পরের সংখ্যাগুলোতে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। ব্যায়ামের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমসা হলো, ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারা। কয়েকদিন ব্যায়াম করলাম-শরীরে কোনো পরিবর্তন আসলো না- হতাশ হয়ে বন্ধ করে দিলাম ব্যায়াম করা বা একদিন ব্যায়াম করলাম- তারপর আর ১০ দিন খবর নেই এমন যেন না হয়। ৫ মিনিট করে হলেও রেগুলার ব্যায়াম করতে থাকো ইনশাআল্লাহ। কিছুদিন পরেই ফলাফল দেখতে পারবে ইনশাআল্লাহ!

হতে পারে ইবাদাত!

ফিটনেস ধরে রাখা ও যুদ্ধের কৌশল হিসেবে সাহাবিদের মধ্যে তির নিক্ষেপ, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা হতো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ঘটনা তো নিশ্চয়ই জানো- তিনি একবার এক কুস্তিগীরের সাথে চ্যালেঞ্জ করে জিতে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সেই কুস্তিগীর ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, আল্লাহু আকবার!
কেউ কি বলতে পারো, সেই কুস্তিগীরের নাম? সঠিক উত্তর খুঁজে নাও এবারের সংখ্যারই কোনো এক পৃষ্ঠায়।

তোমাদের নিয়ত যদি থাকে ফিটনেস ঠিক রাখার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাতে আরও নিবিষ্ট হওয়া, ন্যায়ের পথে অটল থাকার হিম্মত অর্জন করা.. তা হলে এর পেছনে তোমার প্রচেষ্টাকে আল্লাহ চাইলে তো ইবাদাত হিসেবেও কবুল করতে পারেন, তাই না? ইনশাআল্লাহ!

আরেকটা বিষয়- এক্সারসাইজের জন্য ছোট ছোট গ্রুপ করে বা খেলার মাঠে খেলার ফাঁকে ভাই, বন্ধুদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াতি কাজ করার একটা সুযোগ তৈরি করতে যদি পারো.. যদি একটা সুন্দর দ্বীনি সার্কেল তৈরি করতে পারো- তা হলে তো সেরের ওপর সোয়া সের!

বন্ধুর হাত ধরে আসরের সালাত, খেলেটেলে গায়ে ধুলো মেখে মাগরিবের সময় আবার ওকে টেনে নিয়ে মাসজিদের ওযুখানায় যাওয়া, এরপর একসাথে রবের সামনে মাথা নত করে সিজদায় পড়ে যাওয়ার চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে!

অনেক কথা বলে ফেললাম, এবার আমি যাই। আমার ঘুমকাতুরে বন্ধু আলামিন বলছিল আজ একসাথে সাইক্লিংয়ে বের হবে। সাইকেলটা ঘষামাজা করি গিয়ে, আল্লাহ হাফিয!

(অ)সাধারণ জ্ঞান!

~ উসমান ইবনু আফফান (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর উপাধি ছিল – **যুন-নূরাইন (দুই নূরের অধিকারী)**

~ ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন – **বিলাল ইবনু রাবাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু)**

~ আত্মহত্যার হার সবথেকে বেশি – **গ্রিনল্যান্ডে**

~ সালাতের ফরয – **১৪টি (বাইরে ৭, ভেতরে ৭)**

~ হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর উপাধি ছিল – **আসাদুল্লাহ (আল্লাহর সিংহ)**

~ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধ – **বদরের যুদ্ধ (১৭ই রমাদান, ২রা হিজরি)**

~ বদরের যুদ্ধে মুমিনদের সৈন্যসংখ্যা ছিল – **৩১৩ জন**

~ বাঁশের কেল্লা গড়ে তুলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েন – **সৈয়দ মীর নিসার আলি তিতুমীর (রহিমাহুল্লাহ)**

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লেখালেখি নিয়ে লেখালেখি

মুহাম্মাদ নাফিস নাওয়ার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ষোলোতে লিখতে বলা হয়েছে। ইনবক্সে টুকি দেওয়া ষোলো ভাইয়া উৎসাহ যোগাতে বলেও দিয়েছেন, সেই একটা লেখা না কি হবে আমার। আমি তো জানি, কী সেই আর সুই লেখা দেব আমি। হিহিহি! লেখার টপিক বের করতেই ঘাম বেরোয়, আর সেখানে না কি সেই লেখা আসবে!

যাকগে, এরকম হাবিজাবি হিজিবিজি ভাবতে ভাবতেই আল্লাহর ইচ্ছায় খালি মাথায় টোকা দিল একখানা আইডিয়া। লিখতেই যখন বলা হয়েছে, তখন লেখা নিয়েই কেন কিছু লিখে ফেলি না? তোমরা নিশ্চয়ই অনেকে ষোলোতে তোমাদের লেখা পাঠাতে চাও, হয়তো পাঠাও-ও। কিন্তু কিছু গাইডলাইনের অভাবে হয়তো সেগুলো ম্যাগাজিনের পাতায় উঠে না, আর তোমাদেরও মনটা খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু মন তো খারাপ করা যাবে না কোনোভাবেই। মনকে এখানে কড়া করে বলে দিতে হবে, যাতে করে সে খারাপ না হয় একদমই। কারণ, সে খারাপ হয়ে গেলেই কিন্তু বিপদ! তখন সে কিন্তু আর তোমাকে কাজ করার জন্য তেল সাপ্লাই একদমই বন্ধ করে দেবে। অতএব, নো মন খারাপ। মন খারাপকে না বলি - এই হোক আমাদের স্লোগান। ওকে?

এবার কাজের কথায় আসা যাক। লেখালেখি আসলে একটা আর্ট। আর যেকোনো আর্ট একদিনে রপ্ত হয়ে যাবে, এমনটা তো আর হয় না। এজন্য খাটাখাটনি দরকার, দরকার ইচ্ছে, আগ্রহ আর উৎসাহের বান্ডিল। তাই চলো দেখি মাথার নিউরন সেলগুলোকে খাটিয়ে মেরে কিছু আইডিয়া আমরা বের করে ফেলতে পারি কি না।

পড়ার ক্ষুধা : লেখক যদি হতে চাও পড়ুয়া হও আগে

একদম এক নাম্বারে যেটা আমাদের দরকার সেটা হলো গোগ্রাসে বই পড়বার ক্ষুধা। লেখক যদি হতে চাও, তবে পড়ুয়া হও আগে। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি ইত্যাদি যাই-ই সামনে পাবে, একদম গোগ্রাসে গিলে ফেলবে। এহেম এহেম! অবশ্য আবার উটপাখির মতো যা তা খেয়ে ফেলো না যেন! আমরা গোগ্রাসে তো গিলব অবশ্যই, কিন্তু সেগুলো হবে ভালো ভালো সব বই।

ভালো বই কোনগুলো? ভালো বই বলা যায় সেই বইগুলোকেই, যে বইগুলো থেকে আমরা সত্যবাদিতা, আমানতদারীতা, সোনালি যুগের সোনালি মানুষদের গল্প আর ইসলামের নৈতিকতার নির্মল পাঠ খুঁজে পাই। ভালো বই চিনতে হলে আর চিনে চিনে পড়তে হলে অবশ্যই আমাদের কারও না কারও পরামর্শের দরকার পড়বে। সেক্ষেত্রে তোমার বড় ভাইবোন যারা বই নিয়ে জানেন, যারা ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম পালন করেন, উন্নত চরিত্রের অধিকারী- তাঁদের কাছ থেকে অবশ্যই জেনে নিবে কোন কোন বই তোমার পড়া উচিত আর কোনগুলো উচিত না।

নবি-রাসূলদের সীরাহ, সাহাবিদের জীবনী দিয়ে শুরু করতে পারো পড়া। এরপর অন্য বই ধরতে পারো ইনশাআল্লাহ।

তো যাই হোক, পড়তে হবে একদম বাঘের ক্ষুধা নিয়ে। যে যত বেশি পড়ে, তার লেখার হাত ততই ভালো হতে থাকে। এটা খুব মজার একটা ট্রিকস। পড়ে পড়ে তো সে অনেক কিছু শিখলই, সাথে বোনাস হিসেবে শিখে ফেলল কীভাবে নিজের মনের কথাগুলোকে সুন্দর করে কালির আঁচড়ে গুছিয়ে উপস্থাপন করতে হয়। নামজাদা লেখকরা তাই লেখা শেখার প্রথম সাজেশন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিসেবে বই পড়ার কথাই বলেন।

তা হলে 'বিসমিল্লাহ' বলে পড়ার ভুবনে ডুব দেওয়ার শুরুটা এবার করে দেওয়া যায়, না কি?

কল্পনার চোখে দেখো অদেখা দুনিয়া

আচ্ছা, কখনো কি এমন হয়েছে যে, বইয়ের পাতায় পড়া দৃশ্যগুলো মনের চোখে দেখতে পেয়েছ? কঠিন মনে হলো? আচ্ছা, ভেঙেই বলি না হয়।

ধরো, একটা গল্পের বই। কোনো এক দুর্দান্ত যোদ্ধাপুরুষ, ঘোড়ায় চড়ে তিরবেগে এগিয়ে যাচ্ছে শত্রুর দিকে। কিংবা মনে করো, কোনো এক সাহসী নাবিক, ঝড় উঠা সাগরের উথালপাথাল ঢেউয়ের তোপের মধ্যে শক্ত হাতে সামলে রেখেছে তার ছোট্ট তরী। আবার ধরো, কোনো এক দুঃসাহসী অভিযাত্রী যে কি না দুর্লঙ্ঘ পাহাড় বেয়ে উঠছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে।

এসব যখন পড়ো, তখন কি এই দৃশ্যগুলো তোমাদের চোখের সামনে ভাসে? তোমরা কি কল্পনার চোখে দেখতে পাও যে তারা যুদ্ধ করছে, সমুদ্রে টিকে থাকার লড়াই করছে কিংবা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়ে উঠছে? যদি দেখতে পাও তবে তোমাদের অভিনন্দন। তোমরা সেই কাজটি করতে পেরেছ, লেখালেখির জন্য যেটা বেশ জরুরি বলে আমার কাছে মনে হয়। ইংলিশে যে কাজটাকে বলা 'Visualization'। এই মনের চোখে দেখবার কাজটা একজন লেখক হয়ে উঠবার পথে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

যত ভালোভাবে এই কাজটা করতে পারবে, তত বেশি তোমার মনের ভাব লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারবে। তত বেশি তোমার লেখায় পরিপূর্ণতা আসবে, তোমার লেখা তত বেশি জীবন্ত হয়ে উঠবে। যত বেশি কোনো কিছুকে অনুভব করবে, ফিল করবে, তত বেশি তোমার লেখা পাঠকের কাছে মজা লাগবে। পাঠক তোমার লেখায় স্বাদ পাবে। তখন হবে কী জানো?

বড় বড় লেখকদের এই এক গুণ। তারা নিজেরা যা দেখেন, পাঠককেও তাই দেখাতে পারেন। তারা তাদের লেখাটাকে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলেন যে, পাঠক তখন ঠিক তা-ই দেখতে শুরু করে যা লেখক তাকে দেখাতে চেয়েছেন।

তাই মনের চোখে দেখতে হবে বেশি বেশি। যা লিখবে, ধরো যদি সেটা কোনো কিছুর বর্ণনা হয়, তা হলে সেটাকে কল্পনায় দেখতে চেষ্টা করবে। তুমি সেটাকে কল্পনায় যেভাবে দেখছ, সেভাবেই সেটাকে তোমার লেখায় ফুটিয়ে তুলতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। দেখবে, তোমার লেখা পড়ে অন্যরা তো মজা পাচ্ছেই, তুমি নিজেও মজা পাচ্ছ।

কিন্তু এটা কি একদিনেই হয়ে যাবে? উহু! মোটেই না। প্রথমে পড়তে হবে, পড়ে পড়ে সেসব নিয়ে ভাবতে হবে, মনের চোখে দেখার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে আস্তে আস্তে দেখবে তোমার মনের জগতটাও বড় হবে আর সাথে সাথে বাড়বে সেই জগতটাকে মনের চোখে দেখতে পারার শক্তি। তখন দেখবে তোমার লেখা অন্য রকম হবে। তোমার লেখায় তখন প্রাণ থাকবে, অন্য রকম একটা টেস্ট থাকবে। সুস্বাদু, মজাদার লেখা যাকে বলে আরকি!

তো কি বলো? শুরু হয়ে যাক প্র্যাকটিস, না কি?

পরের পয়েন্ট এ যাই... ও কী! ষোলো ভাইয়া আমার দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে আছ কেন? মারবে নাকি! ও আচ্ছা! মনে পড়েছে আমার জন্য ষোলোতে বরাদ্দ পৃষ্ঠা শেষ। আচ্ছা, ভুল হয়ে গেছে ভাইয়া, আর ভুলব না। মাফ করে দাও। মেরো না। এই আমি মুখে চেইন লাগালাম। সামনের সংখ্যার আগে আর মুখ খুলব না!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইমতিহান

মোঃ সাঈদুল মোস্তফা
আল-কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরীক্ষার মৌসুম আসলেই উস্তাদ বলতেন, 'আল ইমতিহানু ওয়াসিলাতুন, লা গা'য়াহ।' অর্থাৎ, পরীক্ষা জ্ঞান অর্জনের একটি মাধ্যম মাত্র, এটি জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য নয়। তখন আমাদের পরীক্ষা-সর্বস্ব মোহ ও ভয় দুই-ই কেটে যেত। কিন্তু এ পরীক্ষা জিনিসটাই যে আমার জীবনের বড় এক ইমতিহান হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানত!

দাওরায়ে হাদীস পড়ার জন্য গেলাম বড় এক মাদরাসায়। কারণ, বড় প্রতিষ্ঠান থেকে ফারেগ হতে পারলে বড় বড় উস্তাদদের সান্নিধ্য পাওয়া যায়। ঘটনাটি ২০১৩ সালের।

বৃহত্তম দ্বীনী প্রতিষ্ঠান পটিয়ায় তখন দাওরায়ে হাদীস পড়ছি। নতুন এসেছি। কেউ আমাকে চিনে না। আমিও বলতে গেলে ব্যাকবেঞ্চার হয়েই থাকি। দেড় হাজার ছাত্রের একটি ক্লাসে ব্যাকবেঞ্চার থাকাই নিরাপদ। আমরা শুনতাম এসব বড় মাদরাসায় জিনের সন্তানরাও পড়তে আসে। তবে তা ছদ্মবেশেই। উস্তাদরা বিষয়টি জানতেন। তাই মাঝেমধ্যে তাদের নসীহাতে উঠে আসত সেই ছদ্মবেশী ছাত্রভাইদের প্রতি বিশেষ দিক-নির্দেশনা।

বাতাসের সাগরে ডুবে থেকেও যেমন আমরা বাতাসের অস্তিত্বের বিষয়ে বেখবর থাকি, অনেকটাই সেরকম জিন-ছাত্রদের কথা জানলেও তা খুব একটা চিন্তার বিষয় ছিল না। এর একটা কারণ হতে পারে এই যে, যেহেতু তারাও দ্বীন শিখতে এসেছে, কারও অনিষ্ট করার মতো তাদের মধ্যে কেউ থাকবে না। তবে প্রায়ই রাতে ছাদের ওপর হুড়োহুড়ি আর দৌড়ঝাঁপের শব্দ শুনতাম আমরা। আচ্ছা! জিনদের কি না ঘুমালেও চলে? তবে আমরা এসব নিয়ে সত্যিই তেমন গা করতাম না।

ক্লাসে সবসময় মেধাবী হিসেবে আলোচিত হতো পূর্বপরিচিত কিছু মুখ। যারা সেই প্রথম শ্রেণি থেকেই এই মাদ্রাসায় পড়ে আসছে। তারা মাদরাসার জন্য এতই আন্তরিক যে, ঈদে-কুরবানেও মাদরাসার জন্য কাজ করতে থেকে যায়। পড়াশোনাতেও খুব ভালো। উস্তাদরা তাদেরকে নিয়েই বেশি আশাবাদী থাকতেন। প্রতি পরীক্ষায় তাদের রেজাল্টের খোঁজখবর নিতেন।

দুর্ঘটনাটা ঘটল অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায়। সে বছর আমার মধ্যে রাত জেগে কিতাব অধ্যয়ন করার একটা নেশা পেয়ে বসল। এত বড় মাদারাসার বিশাল গ্রন্থাগার। কিতাব নিয়ে বসে পড়লে আযানের শব্দ ছাড়া অন্যকিছুতে ধ্যান ভাঙত না। এক সময় পরীক্ষা চলে এল। অন্যন্য ছাত্ররা উর্দুতে বেশি পারদর্শী হলেও আমি আরবিতে পারদর্শী ছিলাম। তারা উর্দুতেই পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিখত, আমি আরবিতে লিখতাম।

অর্ধ-সাময়িক পরীক্ষার পর আবার ক্লাস শুরু হলো। উস্তাদরা ক্লাসে এসে জানতে চাইলেন কে 'মুমতায আওয়াল' (প্রথম) হয়েছে? বাতাসে আমার নাম উচ্চারিত হলো। অথচ আমি তখনো বসে আছি ব্যাকবেঞ্চে! আমাকে ডেকে সামনে বসানো হলো। অনেকেই অবাক হলো। অনেকেই মারহাবা দিল।

মূল ঘটনা এখনো শুরু হয়নি। আমি ছুটি নিয়ে বাসায় চলে গেলাম। ৪ দিনের ছুটিতে বেশ বিশ্রাম হয়ে গেল। ৪ দিন পর বাসা থেকে মাদরাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গেল। রুমে গিয়ে ব্যাগ রেখে গেলাম ওয়াশরুমে। ওয়াশরুম থেকে ফেরার সময় আমার শরীর ভারী হয়ে আসলো। আমি ভাবলাম ভ্রমণের ক্লান্তি। রুমে এসে শুয়ে পড়তেই প্রচণ্ড মাথাব্যাথা। আমি সবসময় খুব আত্মকেন্দ্রিক। নিজের ভালো-খারাপ কাউকেই বলি না। দাঁতে দাঁত চেপে বিছানায় পড়ে আছি। একসময় আমি জ্ঞান হারালাম না কি ঘুমে তলিয়ে গেলাম জানি না।

ফজরে জাগতেই দেখি মাথাব্যাথা আর নেই। উঠে ওযু করতে গেলাম। দেখি আমি কুলি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করতে পারছি না। মুখে পানি নিতেই তা গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। কোনোরকমে ওযু সেরে সালাতে চলে গেলাম। সালাত শেষে রুমে ফিরতেই রুমমেট কথা বলতে এল। আমাকে দেখে তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম! বলল- তোমার মুখে কী হয়েছে? আমি বললাম- কই! তখন হাতের কাছে ছোট আয়নাটা নিয়ে চেহারা দেখলাম। সাথে সাথে ধুক করে লাফিয়ে উঠল আমার কলিজা। আমার ঠোঁট অনেকটাই ঝুলে পড়েছে। এতক্ষণে আবিষ্কার করলাম আমি ঠিকমতো কথা বলতে পারছি না। ঠোঁটের ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ নেই। আমার ভেতরটা আর্তনাদ করে উঠল।

আমাদের ইবনু মাজাহ পড়াতেন মুফতি মুযাফফর (রহিমাহুল্লাহ) হুজুর। তিনি দারসের পাশাপাশি শারয়ী রুকইয়াহ করতেন। দূর-দূরান্ত থেকে উনার কাছে অনেকেই আসত সমস্যা নিয়ে। ছাত্ররাও যেত। আমরা মাঝেমধ্যে উনার বাসায় যেতাম দ্বীনি আলাপ করতে। আমাকে অল্প অল্প চিনতেন। সকালে আমি উনার কাছে গেলাম। এবং জানালাম আমার কী হয়েছে। রাতে বেশ মাথাব্যাথা করেছিল। ঘুম থেকে উঠে দেখি এই অবস্থা।

উস্তাদ বললেন- তুমি আপাতত একজন ডাক্তারের কাছে যাও। আমি আন্দাজ করতে পারছি কী হয়েছে। এদিকে আমি একটু কাজ করব। বিকেলে ডাক্তার কী বলল আমাকে এসে জানিও। আমি ডাক্তার দেখাতে গেলাম। ডাক্তার বলল, এটা 'বেলস পালসি', মুখের নার্ভ কোনো কারণে আঘাত পেলে এমন ঘটে। উনি মেডিসিন ও থেরাপি দিলেন। আমি বিকেলে আসলাম উস্তাদের কাছে। উস্তাদ বললেন- মাদরাসার কয়েকজন জিন-ছাত্রকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। ওরা খুব চরিত্রবান ও সৎ, ওদেরকে দায়িত্ব দিয়েছি তোমার এই ঘটনার পিছনে তাদের জাতির কেউ দায়ী কি না খোঁজ নিতে। তুমি আপাতত চিকিৎসা নাও। আমিও তোমাকে কিছু পানিপড়া দিচ্ছি, এগুলো পান করিও। কাল সকালে একবার এসো আমার কাছে।

যথারীতি পরদিন সকালে উস্তাদের কাছে গেলে তিনি যা জানালেন তা এরকম-

আমার আকস্মিক ভালো রেজাল্টের কারণে জিন ছাত্রদের একজন খুব রেগে যায়। অন্যান্য জিন ভাইদের সাথে এ নিয়ে সে আলাপও করেছিল। পরে যে রাতে আমি বাড়ি থেকে আসি, ওয়াশরুম থেকে ফেরার পথে ঐ জিনছাত্রসহ আরও কয়েকজন ঐ করিডোর দিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে রাগ আবার উথলে উঠে ছেলেটার। সে আমাকে চড় মারতে আসলে বাকি ছাত্ররা তাকে বাঁধা দেয়। কিন্তু ততক্ষণে তার হাতের ছোঁয়া বা বাতাস লেগে যায় আমার মুখে। এ কারণে নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে।

ঐ ছাত্রকে উপস্থিত করতে না পারলেও বাকিদের মারফত উস্তাদ কড়া করে জানিয়ে দেন, যদি ভবিষয়তে এ ধরনের কোনো অপ-তৎপরতা তিনি দেখেন তা হলে প্রত্যেককেই কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

সুস্থ হতে আমার কয়েক মাস চিকিৎসা, থেরাপীসহ রুকইয়াহ করাতে হয়েছিল নিয়মিত। কিন্তু এরপর থেকে আমি রাত জেগে আর পড়তে পারতাম না। মাথাব্যাথা করত, ভয় পেতাম। সেই পরীক্ষা আমার জীবনে ইমতিহান হয়ে দেখা দিয়েছিল। ভাগ্যিস, চড়টা মারতে পারেনি!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জিন : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

আবদুল্লাহ আল মাহমুদ

তাকমিল, দারুল উলুম হাটহাজারী, প্রতিষ্ঠাতা, রুকইয়াহ সাপোর্ট বিডি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তাআলার

অসংখ্য মাখলুকের মাঝে কিয়ামাতে মূলত দুইটি প্রজাতির ভালোমন্দ কাজের হিসাব নেওয়া হবে। তারা হলো- জিন ও মানুষ।[১]

আমাদের মাঝে যেমন কিছু দুষ্ট লোক আছে, তেমনি জিনদের মাঝেও দুষ্ট জিন আছে। এরা অকারণেই অন্যদের কষ্ট দেয়। আর কখনো মানুষেরা ভুলক্রমে জিনদের কষ্ট দিলে, তখন তারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মানুষদের ক্ষতি করতে চায়।

আমরা জিনদের ক্ষতি থেকে নিরাপদে থাকতে কয়েকটি কাজ করব-

১. প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত সালাতের পর আয়াতুল কুরসি তথা সূরা বাকারাহ-এর ২৫৫নং আয়াত পড়ব একবার। [২]

একইভাবে আমরা যখন ঘুমাতে যাব, তখনো আয়াতুল কুরসি পড়ব। [৩]

২. প্রতিদিন ঘুমের সময় সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস প্রতিটি একবার করে পড়ব। এরপর হাতে দুই হাতের তালুতে ফু দিয়ে চেহারা ও শরীরের ওপর হাত বুলিয়ে নেব, এভাবে ৩বার করব।[৪]

সকাল-সন্ধ্যাতেও এই সুরাগুলো ৩ বার পড়ব। কিন্তু এই সময়ে হাতে ফু দিয়ে শরীর মোছার প্রয়োজন নেই।

৩. এই দুটি দুআ সকাল-সন্ধ্যায় ৩ বার করে পড়ব :

এক.

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

[১] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৬।
[২] সুনানুল কুবরা; নাসায়ী, ৯৮৪৮।
[৩] সহীহ বুখারি, ২৩১১।
[৪] সহীহ বুখারি, ৫০১৭।

অর্থ : আমি আল্লাহ পাকের কল্যাণকর বাক্যাবলীর উসিলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৫]

দুই.

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ

অর্থ : শুরু করছি আল্লাহর নামে; যাঁর নামের সাথে আসমান যমীনে কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।[৬]

এ ছাড়া নতুন কোনো জায়গায় গেলে অথবা গা ছমছমে রাস্তায় একা একা হাটলে তখনো এই দুআগুলো পড়তে পারি।

৪. টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়ব, এরপর টয়লেটে প্রবেশের দুআ পড়ব। দুআটি হলো-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

অর্থ : হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে পুরুষ ও নারী শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই।

এভাবে আস্তে আস্তে প্রতিদিনের অন্যান্য মাসনুন দুআগুলো শিখে নেব এবং পড়ার অভ্যাস করব। আর কিছু না জানলে অন্তত ‘বিসমিল্লাহ’ বলব।

৫. খাবার সময় বিসমিল্লাহ বলব। যদি কোনোদিন বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যাই, তবে যখন মনে পড়বে তখনই এই দুআটা পড়ব

[৫] সুনানু আবী দাউদ, ৩৮৯৮; মুসনাদু আহমাদ, ৮৮৮০; সহীহ ইবনু হিব্বান, ১০২১।
[৬] সুনানু আবী দাউদ, ৫০৮৮; তিরমিযি, ৩৩৮৮।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

بِسْمِ اللّٰهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

অর্থ : খাবারের শুরু এবং শেষ আল্লাহর নামেই করছি।[৭]

এভাবে সব কাজে বিসমিল্লাহ বলার অভ্যাস করব। বিশেষ করে ঘরে প্রবেশের সময়, কাপড় পরিবর্তনের সময়, দরজা-জানালা বন্ধের সময়, অন্ধকারে কোনো কাজ করার সময়, উঁচু থেকে কিছু ফেলার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলব।

আমরা যখন কাজের সময় বিসমিল্লাহ বলি, শয়তান সেখানে হাত দিতে পারে না। যেমন, খাবার সময় বিসমিল্লাহ বললে দুষ্ট জিন-শয়তানরা সেখান থেকে খেতে পারে না, ঘরে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ বললে শয়তান আমাদের সাথে প্রবেশ করতে পারে না, কাপড় পরিবর্তনের সময় বিসমিল্লাহ পড়লে শয়তানরা আমাদের দেখতে পারে না।[৮]

৬. নারীদের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে পর্দার অভ্যাস করা গুরুত্বপূর্ণ। এটা আল্লাহর ফরয বিধান তো বটেই। দুষ্ট জিন ও মানুষদের ক্ষতি থেকে বাচতেও এর চর্চা করা জরুরি।

[৭] তিরমিযি, ১৫৫৮; মুসনাদু আহমাদ, ১৮৯৬৩।
[৮] সহীহ বুখারি, ৫৬২৩; সহীহ মুসলিম, ২০১২।

৭. কখনো গর্তে প্রসাব করব না।[৯]
খাবারের পাত্র খুলে রাখব না। ছোট ভাইবোন থাকলে তাদেরকে সন্ধ্যাবেলায় বাইরে ঘোরাফেরা করতে দেব না। হাদীসে আছে, সন্ধ্যার সময়ে শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে।[১০]

৮. যখন খুব বেশি রাগ, দুঃখ বা খুশির অবস্থায় থাকব, তখন আল্লাহকে স্মরণ করব। বিশেষ করে রাগের সময়। এই সময় মানুষ শয়তানের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাই রাগ উঠলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম' পড়তে শিখিয়েছেন।[১১]

৯. ঘরে কোনো প্রাণীর ভাস্কর্য বা পুতুল থাকলে, অথবা ছবি ঝোলানো থাকলে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। তাই কোনো প্রাণীর ছবি ঝুলিয়ে রাখব না। [১২]

১০. যদি মনে হয় কোনো সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছি, তা হলে রুকইয়াহ শারইয়াহ করব। কোনো তান্ত্রিক, খোনার বা জাদুকরের কাছে যাব না।

[৯] সুনানু আবী দাউদ, ২৯; সুনানুল কুবরা; নাসায়ী, ৩০; মুসনাদু আহমাদ, ২০৭৭৫।
[১০] সহীহ বুখারি, ৫৬২৩; সহীহ মুসলিম, ২০১২।
[১১] সহীহ বুখারি, ৩২৮২।
[১২] সহীহ বুখারি, ৩২২৫; সহীহ মুসলিম, ২১০৪।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আগুন নিয়ে খেলা

শাহরিয়ার হোসাইন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিবছর ভ্যালেন্টাইনস ডে আসলেই আমাদের ভালোবাসার কথা মনে হয়, উথলে পরে তথাকথিত ভালোবাসা। মনে ভালোবাসার ফাগুন-আগুন যেন একসাথেই শুরু হয়। আর শয়তানি মিডিয়া এই আগুনে ঘি ঢালে। শুধুমাত্র ভ্যালেন্টাইনসকে কেন্দ্র করে নাটক, মুভি, সিরিজ, মিউজিক ভিডিও, শর্টফ্লিম ইত্যাদির মতো ফিতনার জাল বিছিয়ে দেয়। সেই জালে আটকে যায় হাজারো ছোট-বড় ভাইবোন।

মিডিয়া সেলিব্রিটিরা আমাদেরকে শেখাতে আসে ভালোবাসা! আমরাও তাদের শেখানো ভালোবাসার লীলাখেলা দেখে আবেগে আপ্লুত হই। অথচ এই মিডিয়া সেলিব্রিটিদের নিজের জীবনেই ভালোবাসা নেই। নেই সুখ-শান্তি, নেই নির্মল জীবনের স্বাদ। তারা নিজেরাই অশান্তি, ঘৃণা আর বিচ্ছেদের সাগরে হাবুডুবু খেয়ে আমাদেরকে ভালোবাসার সাগরে ডুবাতে আসে। হাস্যকর..

আমি এখানে সমীকরণ তুলে ধরলে হয়তো মিডিয়া পাড়ার সেলিব্রিটিদের নোংরা লাস্টফ-স্টাইল, পরকীয়ার গল্প, বিচ্ছেদ কাহিনি বলে শেষ করা যাবে না। তোমরাও খুব ভালো করে জানো তাদের নষ্টামির কিচ্ছা-কাহিনি। কিন্তু আমার কাছে অবাক লাগে সেই তোমরাই কী করে আবার তাদের শেখানো ভালোবাসার পথে হাঁটতে শুরু করো? তারা যেই ভালোবাসার পথ আমাদেরকে দেখায়, আল্লাহর কসম করে বলতে পারি এই পথে আগুনের ফুলকি ছাড়া কিছু নেই। এই মিডিয়া পাড়ার ব্রেনওয়াশে তুমি আজ এতটাই অন্ধ যে, আগুনের ফুলকির পথকে তোমার ফুলের পাপড়ি বিছানো পথ মনে হয়।

তবে কি তুমিও তাদের মতো প্রবৃত্তির মোহে অন্ধ! আরে তাদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে তো বিস্তর ফারাক থাকার কথা ছিল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে বলেন,

'এই দু'শ্রেণির লোকের –তথা মুমিন ও কাফিরের- দৃষ্টান্ত হলো, যেমন একজন হলো অন্ধ ও বধির, অন্যজন চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশীল, এ দু'জন কি তুলনায় সমান হতে পারে? এরপরও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?'[১]

চিন্তা করো, আমার তোমার অবস্থাও কি এমন কি না। তারপরও কি তুমি চোখ খুলবে না, ভাই আমার?

না হয় এই বস্তাপঁচা মিথ্যা ভালোবাসার পেছনে যখনই এই হারাম ভালোবাসার পথে অন্ধের মতো হাঁটতে শুরু করবে, তখনই তোমার দুনিয়া-আখিরাত পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে আত্মহত্যা।

হতাশা, অস্থিরতা, লেখাপড়ায় মনোযোগ নষ্ট, পরিবারের সাথে সম্পর্কের অবনতি, মাদক ইত্যাদি তো আছেই। সাথে নিজের ঈমান-আমলের করুণ অবস্থা! মিডিয়া পাড়া পাশ্চাত্যের তরুণদেরকে আমাদের সামনে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করে। আমরা পর্দায় দেখি, ওরা বাধাহীন প্রেম করছে যা খুশি তাই করছে, ওদেরকে বাধা দেবার কেউ নেই। আমাদের বাবা-মা, অভিভাবক বা সমাজের মতো নিষেধ করার কেউ নেই। পর্দায় আমাদের দেখানো হয়, ওরা কত সুখে আছে! কী চুটিয়েই না ওরা জীবনকে উপভোগ করছে! কিন্তু আসলেই কি তাই?

তুমি একটু রিসার্চ করলেই দেখবে- ওরাই সবচেয়ে বেশি হতাশায় ভোগে, মানসিক অবসাদ ওদের মধ্যেই বেশি। ওদের মধ্যে

[১] সূরা হূদ, ১১ : ২৪।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আত্মহত্যার হার অনেক অনেক বেশি। এই মিথ্যা মিডিয়া তোমাদের সামনে এগুলো আড়াল করে রেখেছে। মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে রেখেছে। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে শান্তি পাওয়া যায় না, ভাই। বল্গাহীন এই প্রেমের অনিবার্য ফল হলো যিনা। আর যিনার শাস্তি অনেক ভয়াবহ।

তোমাকে একটা ছোট্ট পরীক্ষা করতে বলি। মোমবাতি জ্বালাও বা চুলা জ্বালাও। এরপর আগুনের শিখায় তোমার একটা আঙ্গুল কিছুক্ষণ ধরে রাখো। কেমন লাগছে? সহ্য করতে পারছ? এই সামান্য সময় সামান্য দুনিয়ার আগুন যদি সহ্য করতে না পারো, তা হলে জাহান্নামের অনেকগুণ তীব্র আগুন তুমি কীভাবে সহ্য করবে, ভাইয়া? তুমি কি এই হাদীসগুলো শোনোনি?

সহীহ বুখারিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বপ্নের বিবরণ সম্বলিত যে হাদীসটি সামুরা ইবনু জুনদুব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উল্লেখ রয়েছে, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জিবরীল ও মীকাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁর কাছে এলেন এবং আমি তাঁদের সাথে পথ চলতে শুরু করলাম। এক পর্যায়ে আমরা বড় একটা চুল্লির কাছে এসে পৌঁছলাম। সে চুল্লির উপরিভাগ সংকীর্ণ ও নিম্নভাগ প্রশস্ত। ভেতরে বিরাট চিৎকারও শোনা যাচ্ছিল। আমরা চুল্লিটার ভেতরে দেখতে পেলাম উলঙ্গ নারী ও পুরুষদেরকে। তাদের নিচ থেকে কিছুক্ষণ পর পর এক একটা আগুনের হলকা আসছিল, আর তার সাথে সাথে আগুনের তীব্র দহনে তারা প্রচন্ডভাবে চিৎকার করছিল।

নবিজি জিজ্ঞেস করলেন, 'হে জিবরীল, এরা কারা?' জিবরীল আলাইহিস সালাম তখন নবিজিকে জাহান্নামের আরও কিছু দৃশ্য দেখান। শেষে বলেন, এরা ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের কারও মাথায় লোহার পেরেক ঠুকে দেয়া ওই নারীকে স্পর্শ করা থেকে অনেক ভালো, যে নারী তার জন্য হালাল নয়।'[৩]

আমি অনেককেই বলতে দেখি, সে তার গফ/বফকে নিজের জীবনের থেকেও বেশি ভালোবাসে। আচ্ছা, এটা কেমন ভালোবাসা, যেই ভালোবাসা তোমার প্রিয় মানুষটিকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যাকে তুমি এতটাই ভালোবাসো, কি করে তাকে দিয়ে দিনের পর দিন গুনাহ করিয়ে নিচ্ছ? এটা কেমন ভালোবাসা! নিজেকে প্রশ্ন করো, এই ভালোবাসার পরিণাম কী হবে? প্লিজ ভাই উত্তরটাও তুমি দিয়ে যেয়ো..

এই হারাম ভালোবাসার মোহে অন্ধ হয়ে তোমার কাছে আজ হালাল জিনিস ভালো লাগে না। মিডিয়াপাড়া আমাদের এতটাই ব্রেনওয়াশ করে দিয়েছে যে, কেউ যদি হালালকে আঁকড়ে ধরতে চায় তখন তাকে সবাই অন্যচোখে দেখা শুরু করে। একজন শাইখ বলেছিলেন, 'তুমি যখন হারামে ডুব দিবে, হারামকে পছন্দ করা শুরু করবে, তখন তোমার কাছে হালাল জিনিসগুলো ভালো লাগবে না, বিরক্তিকর মনে হবে এটাই স্বাভাবিক।'

এই যে দেখো, যারা নিজের দ্বীনকে বিসর্জন দিয়ে হারাম রিলেশনে লিপ্ত হয়েছে তারা কিন্তু দ্বীনের কথা শুনলে বিরক্তবোধ করে। হারাম রিলেশনের ভয়াবহতা সম্পর্কে শুনতে তারা

[২] সহীহ বুখারি, ৭০৪৭।
[৩] মুসনাদুর রূইয়ানি, ১২৮৩; আল-মু'জামুল কাবীর, তাবারানি, ৪৮৬। হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, দেখুন : আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব; মুনযিরী ৩/৩৯, মাজমা'উয যাওয়াইদ; নূরুদ্দীন হাইছামী, ৭৭১৮।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আগ্রহী নয়। অথচ তারা অশ্লীল নাটক, মুভি, মিউজিক ভিডিও ইত্যাদি সম্পর্কে খুবই আগ্রহী।

আচ্ছা, তোমাকে যদি প্রশ্ন করি নিজের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভালোবাসো? যদি বলি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসো? চোখ বন্ধ করেই তুমি 'হ্যাঁ' বলে দিবে, কোনো কিছু চিন্তা করার আগেই... অথচ তুমি রবের হুকুম আর হালাল হারামের তোয়াক্কা না করেই হারাম রিলেশন করে যাচ্ছ।

যখন আল্লাহ বলেছেন, 'যিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না।'[৪]

তখন কীভাবে তুমি অবাধে ফ্রি-মিক্সিং, হারাম রিলেশনে জড়িত থাকতে পারো?

যখন তিনি বলেছেন, 'দৃষ্টির হিফাযত করো'[৫]

তখন কীভাবে তুমি বেগানা নারীর দিকে দৃষ্টিভরে তাকিয়ে থাকো?

যখন তিনি বলেছেন, 'জিলবাবের এক অংশ নিজেদের ওপর টেনে নাও।'[৬]

তখন কীভাবে তুমি বেপর্দায় চলাফেরা করো?

যখন মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেছেন, 'দুই চক্ষুর যিনা হচ্ছে- দেখা, দুই কানের যিনা হচ্ছে- শুনা, জিহ্বার যিনা হচ্ছে- কথা, হাতের যিনা হচ্ছে- ধরা, পায়ের যিনা হচ্ছে- হাঁটা, অন্তর কামনা-বাসনা করে; আর লজ্জাস্থান সেটাকে বাস্তবায়ন করে অথবা করে না।'[৭]

[৪] সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৩২।
[৫] সূরা নূর, ২৪ : ৩০।
[৬] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৯।
[৭] সহীহ বুখারি, ৬২৪৩; সহীহ মুসলিম, ২৬৫৭।

তখন তুমি কীভাবে হারাম রিলেশন করে যাচ্ছ? দিনের পর দিন রবের নাফরমানি করে যাচ্ছ... দিনশেষে মুনাফিকের মতো বলে যাও, আমি আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসি। আমি মুহাম্মাদ (ﷺ) কে ভালোবাসি! একটুও কি অনুশোচনা হয় না? যেখানে পাপ করার পর আমাদের লজ্জা লাগা উচিত ছিল, নিজের কাছে খারাপ লাগার কথা ছিল। সেখানে উলটো তুমি হারাম রিলেশন করে আনন্দ প্রকাশ করছ আর আত্মতৃপ্তি ঢেকুর তুলছ।

যেই বাবা তোমাকে খেয়ে-না-খেয়ে কত কষ্ট করে টাকা দেন, সেই টাকা দিয়ে গার্লফ্রেন্ডের পেছনে টাকা ঢালতে তোমার খারাপ লাগে না? যেই মা তোমাকে দশ মাস দশদিন গর্ভধারণ করেছেন, সেই মায়ের চোখে তাকিয়ে- এক্সট্রা ক্লাস আছে, আজকে আসতে দেরি হবে- এত বড় মিথ্যা কথা বলতে তোমার একবারও বুক কাঁপে না? বাবা-মার প্রতি তোমার কেমন ভালোবাসা?

সত্যি বলতে, আজকের এই সমাজে যেটাকে আমরা ভালোবাসা বলি, এটা কখনো ভালোবাসা হতে পারে না; এটা হলো জাহিলিয়াত। পশ্চিমা সভ্যতা আর মিডিয়াপাড়া মিলে সুন্দর ভালোবাসার সংজ্ঞাকে বদলে দিয়েছে জাহিলিয়াতের দ্বারা।

তারা তো তোমাকে ভালোবাসার গল্প শুনায়, কাছে আসার গল্প শোনায়। চলো, এখন আমিও একটু ভালোবাসার গল্প শোনাই...

একটা হাদীস দিয়ে শুরু করতে চাই। রাসূল (ﷺ) বলেন, 'সেই আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা ও সন্তানাদির চেয়ে অধিক ভালোবাসার পাত্র হই।'[৮]

[৮] সহীহ বুখারি, ১৫; সহীহ মুসলিম, ৪৪।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই হাদীস অনেকবার শুনেছ, কিন্তু কখনো কি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছ? আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসাতে হবে। আমরা মুখে এটা স্বীকার করলেও আমাদের কাজকর্ম প্রমাণ করে আমরা ভালোবেসেছি পশ্চিমা সভ্যতাকে।

আমাদের ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হলো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)। এই ভালোবাসার টানেই মক্কার মিলিয়নিয়ার সন্তান মুসআব ইবনু উমাইর (রদিয়াল্লাহু আনহু) নিজের বিলাসবহুল জীবন, ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ছেড়ে ছুটে এসেছিলেন রাসূল (ﷺ) এর কাছে।

এই ভালোবাসার টানেই বদরের ময়দানে আনসার সাহাবিদের পক্ষ থেকে সাদ ইবনু মুআয (রদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (ﷺ)-কে বলেছিলেন, 'আল্লাহর শপথ! আপনি যদি আমাদের সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন, আমরা তা-ই করব। আমাদের একজনও পিছপা হবে না।'[৯]

আল্লাহ এসং আল্লাহর রাসূলের জন্য আরও কতশত ভালোবাসা আর ত্যাগের উদাহরণ দেওয়া যাবে। নবিজির ভালোবাসার সামনে সব কিছুই তুচ্ছ মনে করতেন সাহাবিরা। আর আমরা? আমরা সামান্য গার্লফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ড ছাড়তে পারছি না! ভালোবাসা দিবস উদযাপন না করে থাকতে পারছি না।

এবার আসি আমরা সাধারণত ভালোবাসা বলতে যা বুঝি সেটায়। অর্থাৎ, রোমান্টিকতা। ইসলামেও রোমান্টিকতা আছে, এটা হলো স্ত্রীদের সাথে হালাল প্রেম-ভালোবাসা। বস্তাপঁচা হারাম রিলেশনের গল্প শোনতে-শুনতে আমরা এসব হালাল রোমান্টিসিজম ভুলে গিয়েছি... তা হলে শুনো ভাই আমার, আমারদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় রাসূল (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের কতটুকু ভালোবাসতেন..

আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক অভিযানে বের হলাম। তখন আমি অল্পবয়সী ছিলাম, শরীর তেমন মোটা ছিল না। তিনি তার সাথিদেরকে বললেন, তোমরা আগে চলো, ফলে তারা এগিয়ে গেল। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, এসো আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা দিই, প্রতিযোগিতায় আমি এগিয়ে গেলাম। এরপরে আমার শরীরে মেদ বেড়ে গেল, একটু মোটা হলাম। একদা এক সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার সাথিদেরকে বললেন, তোমরা আগে চলো, ফলে তারা এগিয়ে গেল। অতঃপর আমাকে বললেন, এসো, আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা দিই, প্রতিযোগিতায় তিনি এবার এগিয়ে গেলেন। তিনি হেসে হেসে বললেন, এটা তোমার পূর্বের প্রতিযোগিতার উত্তর (অর্থাৎ তুমি আগে প্রথম হয়েছিলে, এবার আমি প্রথম হলাম, তাই মন খারাপ কোরো না)।[১০]

আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা যে পাত্র দিয়ে পানি পান করতেন, যেই অংশে তাঁর মুখের ছোঁয়া লেগেছে... রাসূল (ﷺ) ঠিক সেই পাত্র দিয়ে এবং পাত্রের সেই অংশটা দিয়ে পানি পান করতেন। খাবারের সময় একটি হাড়ের টুকরা পর্যন্ত দুজন মিলে খেতেন।[১১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রী ও পরিবার পরিজনের সাথে সুন্দর আচরণকারী ছিলেন, তাদের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলতেন, মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টা করতেন, তাদের সাথে ভালোবাসা ও বদান্যতার সাথে

[৯] সীরাতু ইবনি হিশাম (সীরাতু ইবনি ইসহাকের সংক্ষিপ্তরুপ) ১/৬১৫, ইবনু কাসীর রহ. ইবনু ইসহাকের আলোচিত বর্ণনাটি সমর্থন করেছেন। দেখুন, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৩২১, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

[১০] সুনানু আবী দাউদ, ২৫৭৮; সহীহ ইবনু হিব্বান, ৪৬৯১।

[১১] মুসলিম, ৩০০।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আচরণ করতেন।

আর পশ্চিমা সাংস্কৃতির আগ্রাসনের শিকার হওয়া আমাদের ভালোবাসার উদাহরণ ডাস্টবিন, ফার্মেসি, রেস্টুরেন্ট, অনলাইনের ভাইরাল ভিডিও, লিটনের ফ্ল্যাট, বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ, আত্মহত্যা, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে পাওয়া যায়।

আমরা গফ/বফের জন্য কান্না শুরু করে দিই, নাটক সিনেমার ক্লিপ দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে যাই... অথচ রাসূল (ﷺ)-এর কথা ভেবে কান্না আসে না। কাঁদা তো দূরে থাক, তাঁর একটি সুন্নাহ পর্যন্ত মানার নাম নেই।

আর নিজের সাথে প্রবঞ্চনা কোরো না, ভাই আমার, বোন আমার! আঁধারের ফেরিওয়ালারা তোমাকে যে পথে ডাকছে সেই পথে সুখ নেই। সেই পথে শুধু হতাশা, ধ্বংস, মৃত্যু আর জাহান্নামের আগুন।

ফিরে আসো, ভাই! হয়তো তুমি অনেক গুনাহ করে ফেলেছ, অনেক ভুল করেছ, করেছ রবের নাফরমানি। তারপরও আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভালোবাসেন... সময় শেষ হয়ে যায়নি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

'তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন; আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১২]

দেখেছ, তোমার রব তোমাকে এতটাই ভালোবাসেন যে, তুমি যদি তাওবা করে তাঁর দিকে ফিরে আসো তা হলে তোমার আগের পাপগুলো ক্ষমা করে দিয়ে পূণ্যে পরিবর্তন করে দেবেন। তারপরও কি তুমি বেরিয়ে আসবে না হারাম রিলেশন আর পশ্চিমাদের নোংরা সভ্যতার বলয় থেকে? তারপরও যদি ফিরে না আসো তা হলে জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছু নেই ভাই।

হারাম সম্পর্কের ইতি ঘটাও এখনই। অবশ্যই পড়ে ফেলো এই লেখাগুলো-

বদলে যাবার দিনে-

https://tinyurl.com/2mkfynzv ,

https://tinyurl.com/2p8azjcn

কীভাবে ব্রেকআপ করবে –

https://tinyurl.com/mrcjwjbc

ব্রেকআপ করার পরের কষ্ট কীভাবে ভুলবে?-

https://tinyurl.com/3yz9t8ja

ভ্যালেন্টাইন এর সারাদিন সতর্ক থাকো। ক্লাস শেষে সোজা বাসায় বা রুমে চলে আসো। দরকার হলে ওইদিন ক্লাসে যেয়ো না। ইউটিউব, ফেইসবুক, ইন্সটাগ্রাম থেকে দূরে থাকো। একটু সবর করো। জান্নাতের নিয়ামাতের কথা ভাবো। আর আল্লাহর কাছে দুআ করো- আল্লাহ যেন তোমাকে সবরের শক্তি দেন।

হাদীসে নববিতে শেখানো এই দুআ বেশি বেশি পড়ো :

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ

'হে হৃদয়ের মালিক, যিনি একচ্ছত্রভাবে অন্তরসমূহ পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন, আমাদের অন্তরগুলোকে আপনার দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও মজবুত রাখুন।'[১৩]

আল্লাহ যেন তোমাকে এই সবরের জন্য, কষ্টের জন্য উত্তম একজন সঙ্গী মিলিয়ে দেন।

তুমি যদি পবিত্র থাকো তা হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ভালো একজন সঙ্গী দান করবেন। এই কয়েকটা দিন দেখতে দেখতে চলে যাবে। বিয়ের পরে এই দিনগুলোর কথা... এই সবরের কথা ভেবে তুমি খুব মজা পাবে।

বলে রাখলাম, দেখো!

প্রিয় ভাই/বোন,

তুমি রবের কাছে মূল্যবান একজন উম্মত,

[১২] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭০।

[১৩] মুসনাদু আহমাদ, ১৭৬৩০; সহীহ ইবনু হিব্বান, ৯৪৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তুমি একজন মুসলিম, উম্মাহর সম্পদ তুমি। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতা আর দাজ্জালি মিডিয়ার কাছে তুমি একজন প্রোডাক্ট মাত্র। তোমার আবেগ অনুভূতি নিয়ে তারা ব্যবসা করে যাচ্ছে। কেন বুঝতে পারছ না?! তারা কখনো চায় না তুমি হালালভাবে প্রশান্তির জীবন কাটাও... লেজকাটা শিয়ালের গল্পের মতো তোমার জীবনকেও ওরা নষ্ট করে দিতে চায়। কারণ, ওদের জীবন তো নষ্টামিতে ভরপুর। তাই তোমাদেরকেও ওরা সে পথে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের পথ একটাই, দ্বীন ইসলামের পথ। যে পথের শেষে আছে জান্নাত।

এই যে আমি এতগুলো কথা তোমাদের বললাম, সেটাও কিন্তু ভালোবাসার জন্যই বলেছি। আর এটা একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা। আল্লাহ যেন এই ভালোবাসার জন্য আমাদের সবাইকে জান্নাতে একত্রিত করেন। সেদিন জান্নাতের নির্মল বাগানে সবাই মিলে তোমার ফিরে আসার গল্প শুনব, ইন শা আল্লাহ।

‘যিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না।’

সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৩২

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তোমরা কি
এমনি এমনি
জান্নাতে
চলে যাবে

?

-লস্ট মডেস্টি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাঝেমধ্যেই পুরোনো এক বন্ধু ফোন করে। কুশলাদি জানতে চায় উষ্ণ কণ্ঠে। সেদিন দুপুরের দিকে ফোনে কথা হচ্ছিল তার সঙ্গে। কণ্ঠটা একটু ভার ভার মনে হলো। বুঝলাম, মন খারাপ। কী হয়েছে জানতে চাইলাম।

বন্ধু যা বলল তার সারমর্ম হলো, তার ফ্রেন্ড সার্কেলের সবাই (ছেলেমেয়ে। বন্ধু আমার ততটা প্র্যাক্টিসিং না) কমবেশি ভালোবাসার জোয়ারে গা ভাসিয়েছে। এরকম অস্থির পরিবেশে থাকা সত্ত্বেও বন্ধুর গায়ে অশ্লীলতার বাতাস সেরকম লাগেনি। এরকম পরিবেশে সে কতদিন ভালো থাকতে পারবে সে জানে না। আমার কাছে জানতে চাইল, এখন সে কী করবে? চুপ করেই থাকলাম। কীই-বা বলার আছে আমার? এই দেশে এই সময় এই প্রশ্নের যে কোনো উত্তর নেই।

বুকের একেবারে গভীর থেকে উঠে আসা বড় বড় দীর্ঘশ্বাসগুলোর আড়ালে সে চেষ্টা করছিল তার কষ্টগুলো লুকিয়ে রাখার। কিন্তু পারল কই? সে শুধু একা নয়, তার মতো অনেকেই চারপাশের সস্তা ভালোবাসার ছড়াছড়ির মাঝেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো একা একা লড়ে যায় এই সমাজটার বিরুদ্ধে। তাদের পবিত্র থাকার আকুতিগুলো, হৃদয়ের আর্তনাদগুলো চার দেয়ালের মাঝেই থমকে যায়। ভোগবাদের জোয়ারে গা ভাসানো এই সমাজটার সময় নেই এই ছেলেগুলোর কষ্টগুলো বুঝতে চেষ্টা করার, আর্তনাদগুলো শোনার। কিন্তু পরম করুণাময় সাত আসমানের ওপর থেকে নিশ্চয়ই দেখেন এই ছেলেগুলোর হৃদয়ের রক্তক্ষরণ। সিজদাহতে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসানো এই ছেলেগুলোর চোখের পানির প্রতিদান একদিন নিশ্চয়ই তিনি দেবেন। ইনশাআল্লাহ।

এই হৃদয়হীন সমাজটা এই ছেলেদের কষ্টগুলো না বুঝুক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবশ্যই বোঝেন এই ছেলেদের কষ্টগুলো। এই ছেলেগুলো তাঁরই ওপর ভরসা করে এবং তাঁর কাছেই প্রতিদান আশা করে।

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।'

(সূরা তালাক, ৬৫ : ৩)

এক ভাইয়ের সঙ্গে একবার কথা হচ্ছিল ঈদের দিন কে কীভাবে মজা করে এইগুলো নিয়ে। আমাদের জেনারেশনের ছেলেমেয়ে কোনো একটা উপলক্ষ পেলেই হয় – সেটাকে ভ্যালেন্টাইনস ডে বানিয়ে ফেলতে ভুল করে না।

ভাইকে সেদিন বলা হয়নি, আমার বেশি খারাপ লাগে আল্লাহর ঐসব অবুঝ বান্দার জন্য, যারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে একটা হারাম রিলেশানে জড়িয়ে আছে, বিনোদনের নামে অশ্লীলতায় ডুবে আছে। ফেসবুক, ইন্সটাতে নামীদামি রেস্তোরায় চেকইন, জানুপাই, বেবীপাই, কুটুস ক্যাপশনের কাপল সেলফি দেখে মনে হতে পারে, এরা বোধহয় বেশ সুখেই আছে, শান্তিতে আছে। আসলে এদের মনে এতটুকুও শান্তি নেই। বাবা-মার হাতে ফোনে কথা বলতে যেয়ে ধরা পড়ে যাবার টেনশন, বিএফ-জিএফের সাথে নিয়মিত দেখা করার ঝামেলা, রেস্টুরেন্ট বিল, এই সেই হাবিজাবি নিয়ে এদের প্রচুর টেনশনে থাকতে হয়। আল্লাহর আইনকে অমান্য করার জন্য আল্লাহ এদের অন্তর অশান্ত করে দেন। আর বিয়ের পরে তাদের সংসারে শুরু হয় আরও অশান্তি।

এইসব অবুঝ ভাইবোনেরা যদি জানত, হারাম রিলেশন থেকে দূরে থাকা ভাইবোনদের অন্তরগুলো কতটা শান্ত! আল্লাহ কী পরিমাণ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাকীনা ঢেলে দিয়েছেন সেই ভাইটির অন্তরে, যিনি রাস্তায় চলাফেরা করার সময় শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে চোখের হিফাযত করেন! তারা যদি উপলব্ধি করতে পারত সেই বোনটির অন্তরের প্রশান্তি, যিনি শীতের গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে তাঁর রবের সিজদাহতে যেয়ে দুআ করেন—তার রব যেন তাকে এমন একজন জীবনসঙ্গী দান করেন যিনি তাঁর চোখ শীতল করবেন।

ভাই, তুমি-আমি কি চাই না, জান্নাতের স্ত্রীকে নিয়ে খালি পায়ে সবুজ ঘাসের চাদরে হেঁটে বেড়াতে?

ফিতনায় ভরপুর এই যুগে নিজের নফসকে সংযত করা বড় কঠিন ভাই। আমরা কি সেই সময়ে চলে এসেছি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণ করা হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে থাকার চেয়েও বেশি কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে? বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন, নাটক, সিরিয়াল, মুভি, পত্রিকা সবকিছুতেই বেহায়াপনার বিচরণ। শয়তান তার সকল হাতিয়ার ব্যবহার করে আমাদের সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটাতে চাচ্ছে এবং তাতে সে সফলও। সমাজের বেশিরভাগ মানুষই তার ফাঁদে পা দিয়েছে। তাই বলে তুমি-আমিও কি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যাব?

ভাই, হারাম রিলেশন জিনিসটা শয়তান আমাদের কাছে শেয়ারিং, কেয়ারিং, রোমান্টিসজমের প্যাকেজ বানিয়ে অনেক আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে। বিয়েকে কঠিন করে ফেলা এবং ব্যভিচারকে সহজলভ্য করে ফেলা এই সমাজে শয়তানের এই প্যাকেজ ফিরিয়ে দেওয়া অনেক অনেক কষ্টকর। অশ্লীল ভিডিওর বিনোদন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখাও তো অনেক কষ্টকর।

কিন্তু তোমার আমার এই কষ্ট কি বিলাল ইবনু রাবাহ রদিয়াল্লাহু আনহুর কষ্টের চেয়েও বেশি, যাকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে খালি গায়ে শুইয়ে রেখে তাঁর ওপর ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখা হতো?[১]

তোমার আমার এই কষ্ট কি মুসআব ইবনু উমাইর রদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বেশি, যিনি মক্কার সবচেয়ে ড্যাম স্মার্ট, সুদর্শন, ধনী আদরের দুলাল ছিলেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁকে ঘর ছাড়তে হয়েছিল? পেছনে ফেলে আসতে হয়েছিল বিপুল ঐশ্বর্য আর বিলাসিতার জীবন। অনাহারে থেকে শাস্তি ভোগ করে তার গায়ের চামড়া এমনভাবে উঠে গিয়েছিল, যেমন সাপ তার খোলস পরিবর্তন করে। খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীর্ণ পোশাকের মুসআব রদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে চোখের পানি আটকাতে পারতেন না।[২]

ভাই, তাঁরাও তো আমাদের মতোই রক্ত মাংসের মানুষ ছিলেন। তাঁরা যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এতটা কষ্ট করতে পারেন, ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন, তা হলে আমরা কেন এতটুকু কষ্ট করতে পারব না? আমরা কি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি না? না কি শুধু মুখেই দাবি করি?

ভাই, তুমি-আমি কি চাই না, জান্নাতের স্ত্রীকে নিয়ে খালি পায়ে সবুজ ঘাসের চাদরে হেঁটে বেড়াতে, অলস দুপুরে নারিকেলবীথিতে বসে সমুদ্রের ঐ নীল জলরাশির দিকে চেয়ে থাকতে? তোমার কাঁধে তোমার প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ জান্নাতি স্ত্রী মাথা এলিয়ে দিয়ে আছে, মাতাল

[১] সীরাতু ইবনি হিশাম, ১/৩১৭-৩১৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ইবনু কাসীর, ৪/১৪৪।
[২] আর-রাউদুল উনুফ ফী শরহিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ, সুহাইলী ৪/৫২; তিরমিযি, ২৪৭৬।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাতাসে তোমার জান্নাতি স্ত্রীর চুল এলোমেলো হয়ে তোমার চোখমুখে এসে পড়ছে, প্রাণভরে নিচ্ছ তুমি তাঁর চুলের সুবাস। যতবার তোমার স্ত্রী হাত দিয়ে চুল ঠিক করতে যাচ্ছে, ততবার তাঁকে আগের বারের চেয়ে বেশি সুন্দরী মনে হচ্ছে, তাঁর মুখটার দিকে তাকিয়ে তুমি নতুন করে তাঁর প্রেমে পড়ে যাচ্ছ ততবার।

এইগুলো কি এমনি এমনি পেয়ে যাব তুমি-আমি? এর জন্য কষ্ট করতে হবে না? ভালো জিনিস কি কেউ এমনি এমনি দেয়? জান্নাতের স্ত্রীদের জন্য মোহরানার ব্যবস্থা করতে হবে না?

'...তোমরা কি মনে করে নিয়েছ, তোমরা এমনি এমনি জান্নাতে চলে যাবে? অথচ এখনও পর্যন্ত তোমাদের ওপর সেরকম কোনো অবস্থা আসেনি, যেমনটি এসেছিল তোমাদের পূর্ববর্তী নবিদের অনুসারীদের ওপর। তাদের ওপর এসেছিল অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট, এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল, এমনকি স্বয়ং রাসূল ও তাঁর ঈমানদার সঙ্গীসাথিরা এক পর্যায়ে এই বলে আর্তনাদ করে উঠেছে, আল্লাহ্র সাহায্য কবে আসবে? অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।'[৩]

[৩] সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৪।

ভাই, আমাদের রব আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন এই দুনিয়াতে। যাতে তিনি আমাদের পবিত্র করতে পারেন আমাদের পাপ থেকে, হাশরের ময়দানে আমাদের স্থান দিতে পারেন তাঁর আরশের ছায়ায়, কাউসার থেকে পানি পান করাতে পারেন, তাঁর দীদার দিয়ে আমাদের মানবজন্ম সার্থক করতে পারেন। তাই ভাই, দুনিয়ার এই ফিতনা, এই পরীক্ষায় হিম্মত হারিয়ে ফেললে হবে না। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, তাঁর নিকটে অনবরত সাহায্য চেয়ে আমাদের কোমর বেঁধে লাগতে হবে এই পরীক্ষা উৎরানোর জন্য। আমাদের মনজিল ভাই এই বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ডের দুদিনের রিলেশন না, যিনা-ব্যভিচারের সাময়িক ফুর্তি না, আমাদের মনজিল জান্নাত। জান্নাতে এক মুহূর্ত কাটানোর পর ভাই তুমি ভুলে যাবে দুনিয়ার এখনকার এই দুঃখ-কষ্টগুলো।

চলো না, এই জীবনের এই সাময়িক দুঃখ-কষ্টগুলো সিজদাহতে লুটিয়ে পড়ে চোখের পানিতে সমর্পণ করি আমাদের রবের কাছে।

'আমি তো আমার দুঃখ-বেদনার অভিযোগ (তোমাদের কাছে নয়) আল্লাহর কাছেই করি।'[৪]

[৪] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৮৬।

বুদ্ধি খাটাও!

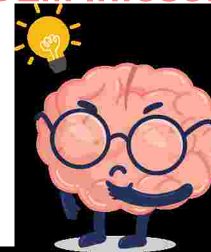

ও পাড়ার মাসুদ অনেক ধনী। সরকারি বড়
চাকরি করে। কিন্তু যাকাত দেয় না। আ
মাসুদের বাসায় অভিযান চালাচ্ছে যাকাত পুলি
সব টাকা একটা সিন্দুকে লুকানো আছে। মাসু
সিন্দুক খুলে দিচ্ছে না। যাকাত পুলিশও খুলতে
পারছে না সিন্দুক। তুমি খুলতে পারবে লোভী
মাসুদের সিন্দুকের তালা? পারবে গরীব দুঃখী
মানুষের হাতে তাদের প্রাপ্য টাকা তুলে দিতে

৩টি Digit বসিয়ে তালা খুলে দাও

ভুল

ভুল

ভুল

সঠিক

ভুল

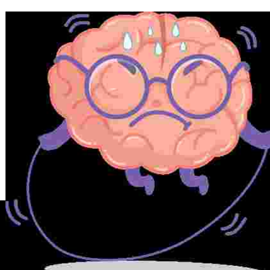

গনিতের ধাঁধাঁ

এখানে পুষ্পলতার দুপাশে মোট আটটি সংখ্যার মধ্যে সাতটি সংখ্যা দেওয়া আছে। অষ্টম সংখ্যাটি কত হবে?

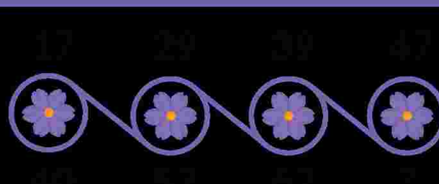

উত্তর পাঠিয়ে জিতে নাও পুরস্কার। উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে পাঁচজনকে দেওয়া হবে ১০০ টাকা করে পুরস্কার। উত্তর পাঠাবে quiz.sholo@gmail.com ঠিকানায়। মেইল সাবজেক্টে লিখবে **গণিত ধাঁধা**। উত্তর পাঠানোর শেষ সময় ১৫ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শান্তি পাব কোথায় গিয়ে

মুহাম্মাদ সাগর মাহমুদ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনেক সময় আমাদের মনটা কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠে। কোথাও শান্তি খুজে পাই না, কষ্টগুলো এসে আমাদের বুকে হাহাকার করে, অন্তরের জগৎটাকে খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগে, নিজেদের খুব একা মনে হয়। এ ধরনের অনুভূতি আমাদের তো প্রায়ই হয়। তাই না, ভাই? এমনটা হলে আমরা সাধারণত কী করি?

অনেকে গার্লফ্রেন্ডকে ম্যাসেজ দেয়, ফোনে কথা বলে। কেউ বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়, কেউবা মোবাইলে গেইমস খেলে, কেউ গান শোনে বা মুভি দেখে সাময়িক প্রশান্তি লাভ করার চেষ্টা করে। আবার কেউ পড়ে পড়ে মড়ার মতো ঘুমায়। কিন্তু এসব করে কি আদৌ মনের কষ্ট ও হতাশা দূর হয়, না হয় না; বরং আরও বেড়ে যায়!

প্রিয় ভাই, আমাদের হাসিগুলো কৃত্রিম হাসি। আমাদের খুশিগুলো লোক দেখানো, আমরা আসলে মন থেকে হাসতে পারি না। ফেসবুকে হাসিমাখা ছবি পোস্ট করার জন্য আমরা জোর করে হাসি। ঘুরতে গিয়ে কিংবা খেতে গিয়ে প্রচুর ছবি তুলে সেগুলো ফেসবুকে আপলোড করে আমরা মানুষ কে বোঝাতে চাই - দেখো, আমরা কতটা সুখী। কিন্তু বাস্তবতা কি আসলেই তাই?
বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় হৈ হুল্লোড় করলেও যখনই আমরা একটু একা হই, যখন রাতে ঘুমাতে যাই, হতাশা, বিষণ্ণতা আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। কিন্তু কেন? কেন আমরা হৃদয়ের প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত? কেন আমাদের জীবনটাকে এত এলোমেলো মনে হয়?

প্রিয় ভাই, আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো। আমাদের অন্তর অস্থির হয়ে আছে; কারণ, আমাদের অন্তর ক্ষুধার্ত। আমাদের শরীর যেমন ক্ষুধার্ত হয় তেমনিভাবে আমাদের অন্তরও ক্ষুধার্ত হয়। পেটে ক্ষিদে পেলে তুমি পেট পুরে ইচ্ছেমতো খাও। ক্ষিদের জ্বালা মেটাও। কিন্তু অন্তরেরও যে ক্ষিদে পায় তা নিয়ে কখনো ভেবেছ? অন্তরকে তার খোরাক দিয়েছ?
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের অন্তরকে এমনভাবে বানিয়েছেন যেন তা পেটের মতো। ক্ষুধায় কাতর হয়, ক্ষুধায় কাতর এই অন্তর যখন খাবার পায় না, তখন অন্তর অস্থির হয়ে উঠে, তখন তুমি আর অন্তরে শান্তি পাও না। পেটে ক্ষিধে পেলে তুমি কিছু না কিছু খেয়ে ক্ষিধের জ্বালা মেটাও। কিন্তু অন্তরের খোরাক কী? অন্তরের ক্ষিধে তুমি কী দিয়ে মেটাবে?

আমার ভাই, অন্তরের খাদ্য হলো ঈমান ও নেক আমল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের অন্তরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যতক্ষণ এটি ঈমান ও নেক আমল পাবে না, এটি কখনো শান্ত হবে না। তাই তো অনেক অমুসলিম অন্তরের ক্ষুধায় অস্থির হয়ে ঘুরতে থাকে। অবশেষে অনেক সাধনা করে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করে ঈমানের সন্ধান পায়- তারপর শান্ত হয়। আমরা তো আল্লাহর রহমতে মুসলিম। তা হলে আমরা কেন অস্থিরতায় ভুগি? আমরা কেন শান্তি পাই না? তার কারণ হলো নেক আমলের অভাব।

প্রিয় ভাই, আল্লাহর ইবাদাত মুমিনদের আত্মার খোরাক। যেই অন্তরে এই খাদ্য ঠিকমতো সরাবরাহ করা হবে না, সেই অন্তর কখনোই শান্তি পাবে না।
তাই তো প্রকৃত মুসলিমরা সবসময় আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকেন। আর শান্তি তাঁদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর আল্লাহর সান্নিধ্য অনুভব করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,
'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হৃদয় প্রশান্ত হয়, জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।'

ভাই আমার, ইবাদাত ও যিকরের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করো। তুমি অন্তরে এক অপার্থিব স্বাদ অনুভব করবে, যা আগে কখনো অনুভব করোনি। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এমন আশ্চর্য প্রশান্তি ও নির্লিপ্ততা লাভ করবে, যা আগে কখনো ভাবতেও পারোনি। দুনিয়ার কোনো পেরেশানি কিংবা দুশ্চিন্তা কখনোই তোমাকে আর অস্থির করে তুলতে পারবে না। হতাশা, মন খারাপ কিছুই থাকবে না। আল্লাহর স্বান্নিধ্যের সুখ তোমাকে দুনিয়ার সব দুখ ভুলিয়ে দেবে।

প্রিয় ভাই, কত বড় সৌভাগ্যবান আমরা! আমরা এমন এক রবের গোলাম, যার দরবারে যেতে আমাদের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। সবসময় তাঁর দরজা খোলা। যখন ইচ্ছা তাঁর সাথে কথা বলা যায়। মাঝখানে কোনো মধ্যস্থতাকারীর দরকার পড়ে না। কোনো দোভাষীর প্রয়োজন হয় না। যখন ইচ্ছা তার যিকর করে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করা যায়।

প্রিয় ভাই, এবার চলে আসো। অস্থির মন নিয়ে অনেক ঘুরোঘুরি হয়েছে। অশান্ত হৃদয় নিয়ে অনেক কষ্ট পেয়েছ। এবার নিজেকে একটু সময় দাও। এবার তোমার রবের দিকে একটি মনোনিবেশ করো। এবার দ্বীনের পথে ফিরে আসো। ইনশাআল্লাহ, জীবন ও জগতের বাস্তবতা তোমার সামনে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দ্বীনের মাঝেই তুমি খুঁজে পাবে বেঁচে থাকার প্রকৃত অর্থ।

সহজ ১০টি যিকর

[১]

প্রতিদিন ১০০ বার

سُبْحَانَ اللّٰهِ সুবহান আল্লাহ্ পাঠ করলে ১০০০ সাওয়াব লিখা হয় এবং ১০০০ গুনাহ মাফ করা হয়।[১]

[২]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

'আলহামদুলিল্লাহ' (অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) 'মীযানের পাল্লাকে ভারী করে দেয় এবং সর্বোত্তম দুআ'।[২]

[৩]

لَآ اِلٰهَ إِلاَّ اللّٰه

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই) সর্বোত্তম যিকর।[৩]

[৪]

سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَآ اِلٰهَ إِلاَّ اللّٰه، وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ

'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' (অর্থ: আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়) এই কালিমাগুলো আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের চাইতে আমার নিকট অধিক প্রিয়।' [৪]

[১] সহীহ মুসলিম-৪/২০৭৩
[২] সহীহ মুসলিম, ২২৩, তিরমিযি, ৩৫১৭
[৩] তিরমিযি, ৩৩৮৩
[৪] মুসলিম, ২১৩৭; মুসনাদু আহমাদ, ২০১০৭; সহীহ ইবনু হিব্বান, ৮৩৫

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৫]

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ

‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’ (অর্থ: মহান সেই আল্লাহ এবং তারই সকল প্রশংসা।)

যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার পাঠ করবে সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ (সগীরা) গুনাহ থাকলেও তাকে মাফ করে দেওয়া হবে।[৫]

[৬] নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বি–হামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম’ (অর্থ: আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি চির মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি) এই কালিমাগুলো জিহ্বায় উচ্চারণে সহজ, মীযানের পাল্লায় ভারী, দয়াময় আল্লাহর নিকট প্রিয়।[৬]

[৭] যে ব্যক্তি

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ بِحَمْدِهِ

‘সুবহানাল্লাহিল আযীমি ওয়া বিহামদিহী’ (অর্থ: আমি মহান আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি) পাঠ করবে প্রতিবারে তার জন্য জান্নাতে একটি করে (জান্নাতি) খেজুর গাছ রোপন করা হবে।’[৭]

[৮] নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

‘লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ’ (অর্থ: একমাত্র আল্লাহ তা’আলার সাহায্য ছাড়া আমার কাওন শক্তি,সামর্থ্য নেই।) হচ্ছে জান্নাতের গুপ্তধনসমূহের মধ্যে একটি গুপ্তধন।[৮]

[৯] নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ،

‘সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ’ (অর্থ: আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, একমাত্র আল্লাহ তা’আলার সাহায্য ছাড়া আমার কোনো শক্তি,সামর্থ্য নেই।)

এই কালিমাগুলো হচ্ছে কুরআনে উল্লেখিত বাকিয়াত তথা ‘অবশিষ্ট নেক আমলসমুহ’।[৯]

[১০] নবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তাআ’লা তার প্রতি দশ বার রহমত বরষন করবেন-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ و عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ

“আল্লাহুম্মা সাল্লি ’আলা মুহাম্মাদিঁওয়া ’আলা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লায়তা ’আলা ইব্রাহীমা ওয়া ’আলা ’আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক ’আলা মুহাম্মাদিঁওয়া ’আলা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা বারাকতা ’আলা ইব্রাহীমা ওয়া ’আলা ’আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ" হে আল্লাহ! তুমি (নবী) মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেভাবে তুমি (নবী) ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত, মর্যাদাবান।

হে আল্লাহ! তুমি (নবী) মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল কর, যেভাবে তুমি (নবী) ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত, মর্যাদাবান। এবং তিনি (সা.) আরো বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি সকালে দশবার এবং বিকেলে দশবার দুরুদ পাঠ করবে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত পাবে ।”[১০]

[৫] বুখারি, ৬৪০৫; মুসলিম, ২৬৯১
[৬] বুখারি, ৭৫৬৩; মুসলিম, ২৬৯৪
[৭] তিরমিযি, ৩৪৬৪
[৮] বুখারি, ৪২০৫; মুসলিম, ২৭০৪

[৯] মুসনাদু আহমাদ, ৫১৩; মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/২৯৭
[১০] তাবারানী, মাজময়াউজ জাওয়াঈদ-১০/১২০, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব-১/২৭৩

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তুমি কি আমার বন্ধু হবে ?

হামদাম এলাহী

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক নাগাড়ে অঝোর ধারায় কেঁদেই চলেছে নুসরাত। না, কই কিচ্ছু হয়নি তো তার জীবনে। বসে বসে দুআ করছে কারও জন্য। কার জন্য? সব তো ঠিক আছে। ক্লাস থেকে ধরে তার দৈনন্দিন জীবন চলছে তো বেশ। পরিবারেও ঘটেনি কোনো অঘটন। তবে? নুসরাতের মন ভালো নেই। প্রিয় বান্ধবীর বাবা যে করোনা আক্রান্ত। হাসপাতালে জীবনের যেন শেষ সময়ে চলে যাচ্ছেন। সেখানে কাছেই বসে তার বান্ধবীর যে আবেগ, যে কষ্ট, সেই একই আবেগ ছুঁয়ে গেছে তাকেও। এই মায়া, এই ভালোবাসা, এর নাম কী? এর নামই বুঝি বন্ধুত্ব? আহা, বন্ধুত্ব তাই না?

স্কুল-কলেজ জীবন থেকে আমাদের বন্ধুত্বের সূচনা হয়। বা কারুর হতে পারে আরও ছোটকালে খেলার সাথি থেকে। বন্ধুত্বের যেমন অসাধারণ অনেক গল্প আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়, তেমনি এর উলটো পিঠও কি নেই? খুব প্রচলিত ঈশপের গল্পে সেই ছোট্টকাল থেকেই আমরা দেখছি দুই বন্ধুর ভ্রমণের কথা। জঙ্গলে হারিয়ে যাবার পর তাদের একজন অপরকে বিপদে ফেলে রেখে নিজে বাঁচার জন্য গাছে উঠে যায়। সেখানে বার্তা দেওয়া হয় যে, বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। ওই দুই বন্ধুর বন্ধুত্বে খাদ ছিল। আবার 'দ্যা এডভেঞ্চার অব এমটি হাউজ'-এ হোমসের ফিরে আসায় ডা. ওয়াটসনের যে ভালোলাগা, যে আবেগ, এমন কেউ কি আছে যারা এটা পড়েছে কিন্তু ওয়াটসনের সাথে নিজেও খুশি হয়ে যায়নি? উহু,পাওয়া যাবে না মনে হয়।

যুগে যুগে মানুষ জানতে চেয়েছে বন্ধুত্বের সংজ্ঞা, বন্ধু নির্বাচন কীভাবে করা যায়, কী করলে একজন ভালো বন্ধু পাওয়া যায়। মানুষের পক্ষে একা থাকা সম্ভব হয় না, মানুষ সঙ্গ চায়। আমরা দেখি কতশত তরুণের বন্ধুর কবলে পড়ে বখে যাওয়ার ঘটনা, আবার দুর্দান্ত বন্ধুর সাথে থেকে ফিরে আসা দ্বীনের পথে; এটাও তো দেখা যায়। জানো কি, বন্ধু হতে পারে তোমার আগুনের লাঠি বা বন্ধুই হতে পারে তোমার জান্নাতের সাথি? কোন সেই বন্ধু, যে নিঃস্বার্থভাবে তোমাকে ভালোবাসবে? কোন সে বন্ধু, যে বিপদে তোমাকে বাঁচাবে? কোন অচেনা দেশের মানুষ সে?

এই বন্ধু কেবল হয় আল্লাহর ভালোবাসার জন্য। আল্লাহর ভালোবাসায় একে অপরকে আপন করে নেওয়া। এই বন্ধুত্ব অমর। কেমন অমর?

'সাত শ্রেণির ব্যক্তি, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর ছায়াতলে ছায়া দেবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না। এবং দুজন ব্যক্তিকে, যারা আল্লাহর জন্য তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা স্থাপন করেছে, তাঁর ভালোবাসায় তারা একত্রিত হয়েছে, এবং তাঁর ভালোবাসায় তারা পৃথক হয়েছে।'[১]

চিন্তা করা যায়? হাশরের সেই কঠিন দিনে কোথাও কোনো ছায়া নেই। প্রচণ্ড তাপে মগজ গলে গলে পড়ছে। তখন দুজন বন্ধু, যাদের বন্ধুত্ব ছিল আল্লাহর জন্য। তাদের বন্ধুত্বে কোনো সাদাকালো ভেদ ছিল না, তাদের জীবন-দর্শন ছিল এক। হয়তো তাদের মেধা এক ছিল না, কিংবা তাদের সামাজিক শ্রেণিও (ক্লাস) এক ছিল না। শুধু তাদের ছিল এক ইলাহের মিল, এই মিল তাদের ভাবাতো দেশে বিদেশে লক্ষ্যে-অগোচরে সহস্র মুসলিম নিধনের ব্যাপারে। যুলুম আর কষ্ট দেখে অশ্রু ঝরত, একে অন্যকে তারা প্রতিনিয়ত ঠিক করে দিত; এই তো তাদের বন্ধুত্ব। হয়তো অনেক যোগাযোগ হতো কিংবা

[১] সহীহ বুখারি, ৬৬০; সহীহ মুসলিম, ১০৩১।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তেমন যোগাযোগ-ই হতো না। কিন্তু একের কষ্টে তারা কষ্ট পেত, একে অপরের কাছে সৎ থাকত। একে অন্যের জন্য দুআয় তাদের রাত্রিকালীন কিছু অজানা গল্প তৈরি হতো। এই গল্প কিন্তু তারা দুজনেও জানত না, জানত কেবল তাদের রব। এই মানুষগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ হাদীসে কুদসিতে বলছেন,

‘আমার জন্য পরস্পর ভালোবাসা স্থাপনকারী, পরস্পর উঠা-বসাকারী, পরস্পর সাক্ষাৎকারী, পরস্পর ব্যয়কারীদের জন্য আমার ভালোবাসা অবধারিত।’[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন দ্বীনি বন্ধু বাছাই করতে। তিনি বলেন,

‘ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না।’[৩]

বন্ধুর প্রভাব আমাদের জীবনে অনেক বেশি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সতর্ক করছেন খুবই দারুণভাবে,

‘মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতির ওপর পরিচালিত হয়। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের উচিত, কে তোমাদের বন্ধু হবে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা।’[৪]

একমাত্র আল্লাহর জন্য যে বন্ধু হয়, তার হৃদয়ের টান বাকিদের মতো নয়। আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) দিয়েছেন বন্ধুর এক দারুণ সংজ্ঞা। তিনি বলেছেন,

‘একজন বন্ধুকে ততক্ষণ বন্ধু বলা যায় না, যতক্ষণ না তাকে তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা করা হয়। একটি হলো তার বিপদের সময়, একটি তার পেছনে আর আরেকটি তার মৃত্যুর পর।’

এখন তোমাদের মনে হচ্ছে, বন্ধু তো দ্বীনি বাছাই করব। কিন্তু বাকিদের কী হবে? বাকিদের কি কাট্টি? না তো! মুসলিম মাত্রই ভ্রাতৃত্ব নয় কি বলো তো? সবার সাথেই সুসম্পর্ক রাখব আমরা। কিন্তু চেষ্টা করব কোয়ালিটি টাইম দিতে হলে যেন আমার একই জীবনধারার অনুসারী বন্ধুটির সাথে হয়। আরেকটি বিষয় খুব দরকারি, মেয়ে-ছেলে কিন্তু বন্ধু হতে পারে না, ঠিক আছে? দেখি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন,

‘কোনো পুরুষ ভিন্ন মহিলাকে নিয়ে নির্জনে গেলে সেখানে তৃতীয় জন হিসেবে শয়তান উপস্থিত হয়।’[৫]

যতই সুন্দর সুন্দর টেলিফিল্ম, ভিডিও, মুভি ইত্যাদিতে ছেলে-মেয়ের বন্ধুত্ব দেখানো হোক না কেন, এই বন্ধুত্ব এখন যেভাবে মিলেমিশে একাকার, এটা জীবন শেষেও মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে জাহান্নামে। দূর থেকে দেখতে এগুলোকে অনেক আকর্ষণীয় মনে হয়। কিন্তু বাস্তবতা পুরো অন্য রকম। মনে রাখতে হবে, দ্বীনি মেয়েও কিন্তু দ্বীনি ছেলের বন্ধু হতে পারে না। আদতে এটা দ্বীন থেকে দূরে চলে যাওয়ারই নামান্তর। এই বন্ধুত্ব শয়তানের চোরা ফাঁদ। এটা শয়তানের সাথেই বন্ধুত্ব। বলো, শয়তানের মতো বন্ধু পেতে কার ভালো লাগবে?

বন্ধুত্বের জোয়ারে তোমাদের স্বাগত। তবে একটু ভিন্ন ধাঁচের, নিঃস্বার্থ আর চিরস্থায়ী।

‘তুমি কি আমার বন্ধু হবে?’

[২] মুসনাদু আহমাদ, ২২০০২।
[৩] সহীহ মুসলিম, ৫৪; তিরমিযি, ২৫১০; সুনানু আবী দাঊদ, ৫১৯৩।
[৪] সুনানু আবী দাঊদ, ৪৮৩৩; তিরমিযি, ২৩৭৮।
[৫] তিরমিযি, ২১৬৫; মুসনাদু আহমাদ, ১১৪; সহীহ ইবনু হিব্বান, ৪৫৭৬।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ORIGAMI

যা যা লাগবে: A4 কাগজ,আঠা, কাঁচি,পাঞ্চ মেশিন।

১ প্রথমে ২৯×১ সেমি মাপের চারটি কাগজ নাও।
২ টি সাদা,২ টি লাল।

২ 'ক' চিহ্নিত লাল কাগজের মাথায় আঠা লাগিয়ে
'খ' চিহ্নিত লাল কাগজটি ৯০° কোণে জুড়ে দাও।
এবার খ কাগজে চিত্রের মত আঠা লাগিয়ে একটি
সাদা কাগজ জুড়ে দাও।

৩ চিত্রের মত করে আরেকটি সাদা কাগজ
জুড়ে দাও।

৪ ডান পাশের লাল কাগজটি ভাঁজ করে এনে
বাম পাশের কাগজগুলোর সমান্তরাল করে দাও।
এভাবে ডান বাম করে পরপর বুনতে থাকো।

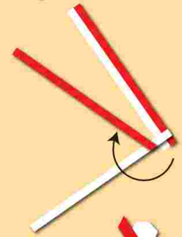

৫ শেষে এসে কাঁচি দিয়ে কেটে আঠার সাহায্যে
জুড়ে নাও।

৬ বুকমার্কের উপরের দিকে পাঞ্চ মেশিন দিয়ে
ছিদ্র করে একটি সুতা ঘুরিয়ে লাগিয়ে দাও।

ব্যস, হয়ে গেলো বুকমার্ক। হলো না? হলো তো!
এখন আর এক বসায় ষোলো পড়ে শেষ করতে হবে না।
বুকমার্ক লাগিয়ে কাজ সেরে আসতে পারবে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হামিংবার্ড

আমরা সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হই। এই সৌন্দর্যগুলো আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তায়ালা আসমান, আসমানের উপর, জমিন, ও জমিনের নীচে সৌন্দর্য দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন। আজ আমরা গল্প করব ছোট্ট পাখি হামিংবার্ডকে নিয়ে। সমভূমি, মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত সব জায়গায় এদের দেখা গেলেও সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় রেইন ফরেস্টে। সারা দিন ফুড়ুত ফুড়ুত করে গাছের এ-ডাল থেকে ও-ডালে উড়ে বেড়ায়।চড়ুইয়ের মতোই সারা দিন ডানা ঝাঁপটিয়ে ওড়াউড়িতে তাদের ক্লান্তি নেই মোটেই। ছোট্ট চঞ্চল এ পাখিটি হেলিকপ্টারের মতো ডান, বাম, উপর, নিচ সবদিকেই উড়তে পারে। এরা প্রতি সেকেন্ডে ৭০ বারেরও বেশি ডানা ঝাপটানোর মধ্য দিয়ে শূন্যের উপর এক জায়গায় ভেসে থাকতে পারে ! এই অস্বাভাবিক দ্রুতগতির কারণে এরা বিনা বিশ্রামে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়তে সক্ষম। তারা যখন দলবদ্ধ হয়ে ডানা ঝাপটায় তখন এক সুমধুর তীব্র গুঞ্জন (Hum) সৃষ্টি হয়। তাই তাদের নাম 'Hummingbird'।

হামিংবার্ডের আছে যেমন দুর্দান্ত গতি, তেমনি আছে সৌন্দর্য। এদের পালকে রংধনুর সাতটি রঙই রয়েছে। উড়ে যাওয়ার সময় এদের গলার পালকগুলোর রং আলোর পরিমাণ, আর্দ্রতা, কত ডিগ্রী কোণ থেকে দেখা হচ্ছে ইত্যাদি ফ্যাক্টরের জন্য বদলে যেতে পারে। হামিংবার্ডের হৃদস্পন্দন মানুষের চেয়ে প্রায় ১০-২০ গুণ বেশি, তাই তাদের খুব তাড়াতাড়ি ক্ষুধা পায়। তাদের এমন কিছু খেতে হয়, যা থেকে তাড়াতাড়ি উড়ার শক্তি পাওয়া যাবে। তাদের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে ফুলের মধু, যার থেকে তারা প্রাকৃতিক সুক্রোজ পায়, যা ভেঙে দ্রুত গ্লুকোজে পরিণত হয় এবং শক্তি জোগায়। আবার ফুল থেকে ফুলে মধু সংগ্রহ করার মাধ্যমে হামিংবার্ড হাজার হাজার প্রজাতির ফুলের পরাগায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দুঃখের বিষয় হচ্ছে হামিংবার্ডের সুন্দর পালকের জন্য কিছু মানুষ স্টাফ করে ঘরে সাজিয়ে রাখতে পছন্দ করে। মানুষের শখের বলি হতে হয় নিরীহ এই পাখিদের। আর আমাদের মধ্যে অনেকেই বন্ধুদের সাথে মিলে পাখির বাসায় অভিযান চালায়, বাচ্চা নিয়ে আসে, অথবা খাঁচায় বন্দি করে রাখে। এমনটি তোমরা কখনোই করবে না। মায়ের কোল থেকে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করা হলে বাচ্চাটি কেবল সৌন্দর্য হারায় না, বরং তার নিরাপদ আশ্রয়ও হারিয়ে ফেলে। বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে....

তথ্যসূত্র
Hummingbird, Wikipedia
Hummingbird, Britannica
হামিং বার্ড : গুনগুন গান গায় গুঞ্জন স্বরে, roar.media

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খুলি মেঘের ভাঁজ

ওমর আলী আশরাফ

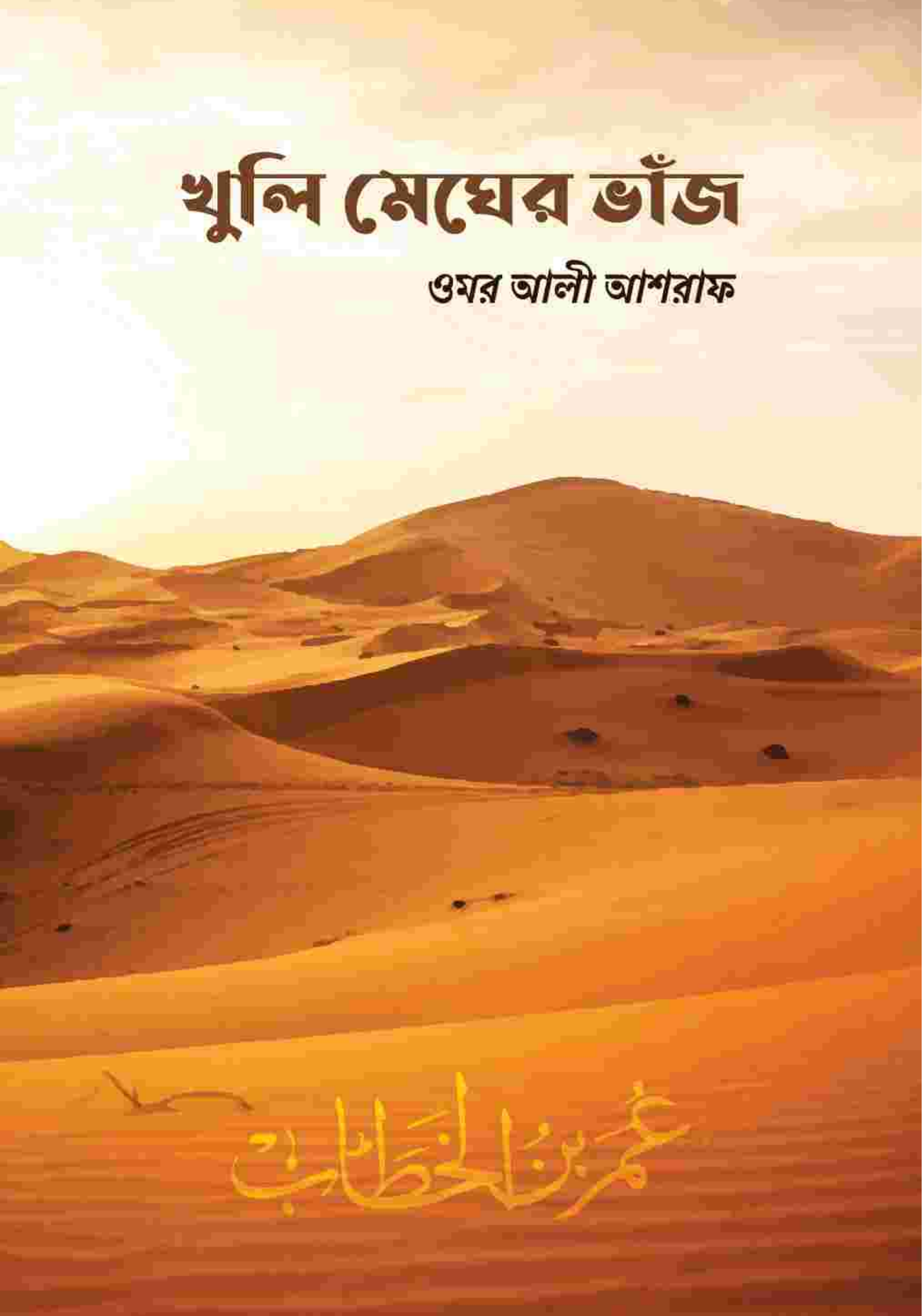

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। টিনের চালে বৃষ্টি রিমঝিম ছন্দ তুলেছে। এ এক সুর, মনকে উদাস ব্যাকুল আর্দ্র করে তোলে। বাংলার সর্ব উত্তরে তিস্তা নদীর কাছে এক অজপাড়া গাঁ—দালান নেই কংক্রিট নেই, চাষিদের নিবাস, চারপাশে খোলা মাঠের হাওয়া, গাছে গাছে সবুজ বন, পাখিরা নাচে পুচ্ছ নাচিয়ে। তাদের কণ্ঠ, মানুষের সরলতা, বাচ্চাদের আনন্দ, সব মিলিয়ে এক অসাধারণ পরিবেশে টিনের চালে বৃষ্টির ছন্দে বসে আমরা কল্লোলকে শোনাচ্ছি উমার রদিয়াল্লাহু আনহুর কাহিনি, এমন সুন্দর দৃশ্য কয়জনের জীবনে আসে?

কল্লোলের মা বাটি করে কোড়ানো নারকেল দিয়ে গেলেন, সঙ্গে মুড়ি। আমাদের টেবিলে মুড়ি-নারকেল, গ্লাসভর্তি পানি দিয়ে ভদ্রমহিলা আবার লেগে গেলেন নারকেল কোড়ানোতে। হাসিমুখে বললেন, 'হুজুর, বসছি যখন শেষ করেই ফেলি, এভাবে রেখে দিলে নষ্ট হয়ে যাবে।' এ বলে মাথা নুইয়ে আবার কোড়ানো শুরু করে দিলেন।

আমার মনে হলো, মহিলার এখন নারকেল কোড়ানো জরুরি কিছু না, মূলত তিনি আমাদের কথা শোনার জন্যই এই বাহানা খুঁজে বের করেছেন।

আমরা মুড়ি নিতে লজ্জায় ইতস্তত করছিলাম। কল্লোল বলল, 'নেন হুজুর, শরম পাবেন না। আমার মা আপনাদের জন্যই এগুলো তৈরি করেছেন। অমুসলিমদের বড়িতে তো খাওয়া যায়, যায় না? নবিজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহূদি বাড়িতে খেয়েছিলেন না?'

কল্লোলের মা-ও বললেন, 'হুজুর খান, এগুলো ভালো নারকেল। খেলে ভালো লাগবে।'

আমরা মুগ্ধ হলাম কল্লোলের মায়ের আন্তরিকতা পেয়ে, আমরা মুগ্ধ হলাম ইসলাম সম্বন্ধে কল্লোলের আগ্রহ দেখে। সে কী সুন্দর বলে দিল, আমাদের নবিজি ইয়াহূদি ঘরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। এই ইতিহাস কি সে বইতে পড়েছে? এত সুন্দর করে নবিজির নাম তো আমরা মুসলিমরাও বলি না! আমি নাশতা সামনে শরমের আড় ভেঙে জিগ্যেসই করে ফেললাম, 'নবিজির এই ঘটনা তুমি জানো কী করে?'

'আমি হুজুরদের ওয়াজে শুনেছি।' বলল কল্লোল দাশ।

প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলল, 'উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কীভাবে নবিজিকে হত্যা করতে গিয়ে মুসলমান হলেন, সে ঘটনাটা বলুন।'

এতক্ষণে বারান্দার এই জায়গাটিতেও বৃষ্টির ছাট এসে গায়ে লাগছে। কল্লোলের মা বললেন, 'আপনাদের গায়ে তো বৃষ্টির পানি পড়ছে, আপনারা ঘরে গিয়ে বসবেন?'

আমরা বললাম, 'অসুবিধা নেই। বৃষ্টির ছাট বরং ভালো লাগছে।'

কল্লোল আবার তাড়া দিল, উমার রদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের গল্প বিস্তারিত শুনতে চায়।

আমরা বলতে শুরু করলাম,

পবিত্র মক্কা নগরীর নাম তো শুনেছ? এই স্থানটি ছিল বিরান এলাকা। ছিটেফোঁটা পানিও ছিল না। আমাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজের এলাকা ফিলিস্তিনে মূর্তি ভেঙে ফেললেন। এলাকার লোকজন তাঁকে লাল গনগনে আগুনে ফেলে দিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই আগুনকেই বানালেন শীতল ও নিরাপদ স্থান। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একটি পশমও পুড়ল না। পুড়বে কীভাবে, আল্লাহ যে আগুনকে নিষেধ করে দিয়ে বলেছেন,

'আমি বললাম, হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।'[১]

[১] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৬৯।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম শান্তিমনে আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে নিজের জন্মভিটা ফিলিস্তিন ত্যাগ করে মক্কা নগরীতে চলে এলেন। সঙ্গে তার এক স্ত্রী হাজরা এবং ছেলে ইসমাঈল। মক্কা তখন জনমানবহীন বিরান ভূমি। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে হাজরা এবং শিশু ইসমাঈলকে রেখে কোথাও চলে গেলেন। লাগল ইসমাঈলের পিপাসা। ছোট্ট শিশুর কান্নায় পানির সন্ধানে মা হাজরা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করলেন। মক্কার দুটি বিখ্যাত পাহাড় আছে সাফা-মারওয়া। তিনি একাবার দৌড়ে উঠেন সাফা থেকে মারওয়ায়, আবার ছুটেন মারওয়া থেকে সাফায়। এভাবে তার ছুটোছুটি চলতে লাগল।

মানুষের চেষ্টা যখন শেষ হয়, আল্লাহর সাহায্য তখন সহজে দেখা যায়। শিশু ইসমাঈলের পানির জন্য মা হাজরা যখন এ পাহাড় ও পাহাড় ছুটে হয়রান, অমনি আল্লাহ মাটিতে পানির ফোয়ারা সৃষ্টি করে দিলেন। মাটি ফেটে উথলে উঠছে টলটলে স্বচ্ছ পানি। হাজরা ছুটে এসে ফোয়ারার চারপাশে বালু-পাথরের বাঁধ দিলেন। নাম হলো তার যমযম কূপ।

বিরানভূমির মাটি ফেড়ে খলখল করে যমযমের পানি উঠছে, এ দৃশ্য তারা বুঝতে পারবে, যারা জীবনে কোনো ঝরনার উৎসমূল দেখেছে।

আমরা একবার দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে পার্বত্য রাঙ্গামাটির বগাছড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে শেষ কয়েকদিন ছিলাম পাহাড়ের ওপরে একটা দুর্গম বসতিতে। পানি আনতে যেতে হয় অনেক দূরে। চারপাশে পাহাড়ের বেষ্টনী। মাঝখানে ছোট্ট একটু সমতল জায়গা। তার ঠিক মাঝখানে চারদিকে গোল করা ছোট্ট একটা সেপটিক ট্যাংকের মতো। কাছে গিয়ে দেখা গেল, মাটি ফেড়ে নিচ থেকে অনবরত পানি উঠছে। আমি তখন বললাম, সুবহানাল্লাহ। সৌদি আরবের বর্তমান সরকার যমযম ঢেকে ফেলেছে। দেখা তো দূরের কথা, নিজের হাতে তুলে পানি পান করার সৌভাগ্যটুকুও এখন নেই। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তার কী অসীম কুদরতে সৃষ্টি করলেন এই যমযম ফোয়ারা!

যমযমকে কেন্দ্র করে মক্কা আবাদ হলো। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ছেলে ইসমাঈলকে নিয়ে পবিত্র কাবা শরিফ নির্মাণ করলেন। তোমরা ছবিতে কালো গিলাফের যে ছবিটি দেখতে পাও, এটিই আল্লাহর ঘর কাবা। যাকে ঘিরে এক আল্লাহর ইবাদাতে মানুষ নত হয়।

‘আর স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবাঘরের ভিতগুলো উঠাচ্ছিল, (তারা দুআ করেছিল,) হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ থেকে (এ কাজ) কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’[২]

কিন্তু কালপরিক্রমায় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে মূর্তি বিনাশ করে এখানে এসে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করলেন, সেই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উত্তরসূরিরাই এখানে আবার মূর্তিপূজা শুরু করে দিল। শুধু মূর্তিপূজাই না, আল্লাহর ঘর কাবা শরিফেই ঢুকাল ৩৬০টি মূর্তি, ভাবা যায়? আল্লাহ তাআলা এখানে ফের রাসূল পাঠালেন। তাও নবিদের সর্দার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। এখানকার মানুষ তাঁকে সাদরে বরণ করবে তো দূরে থাক, উলটো শুরু করল উৎপীড়ন। আমাদের নবিজির আহ্বানে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেই তারা দলবেঁধে তার ওপর নিপীড়ন চালায়।

উমার রদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন এই অত্যাচারীদের একজন। তোমাদের অন্য একদিন বলেছিলাম, একজন দাসী ইসলাম গ্রহণ করায় তাকে মারতে মারতে তিনি নিজেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিলেন। বোঝো, সে দাসীর কী অবস্থা হয়েছিল!

[২] সূরা বাকারাহ, ২ : ১২৭।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে উমার রদিয়াল্লাহু আনহু এতই ভয়ানক ছিলেন, তাঁর ব্যাপারে আমীর ইবনু রবিআ বলেছিলেন, 'খাত্তাবের গাধা মুসলিম হলেও তিনি হবেন না।'[৩]

খাত্তাব হলেন উমার রদিয়াল্লাহু আনহুর বাবা। তার নির্বাক একটা চতুষ্পদ প্রাণীও যদি অসম্ভবের বিপরীতে ইসলাম গ্রহণ করে, এটা তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে; কিন্তু তারই ছেলে উমার মুসলিম হবে, এটা তারা কল্পনাও করার আশা বা আকাঙ্ক্ষা রাখতে পারতেন না।

অত্যাচারে নির্যাতনে পরিস্থিতি যখন ভয়ানক, নবিজির সম্মতিতে সাহাবিরা হিজরত শুরু করলেন। হিজরত মানে দ্বীনের জন্য দেশত্যাগ। আল্লাহর জন্য নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া। মক্কায় সাহাবিরা টিকতে না পেরে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। পুরুষেরা যাচ্ছেন, নারীরাও যাচ্ছেন—সপরিবারে চলে যাচ্ছেন। এই দৃশ্য কিছু পাষাণ হৃদয়কেও নাড়িয়ে দিল। সেই নড়ে উঠাদের একজন উমার ইবনুল খত্তাব—পরবর্তী সময়ে যিনি হলেন উমার ফারুক রদিয়াল্লাহু আনহু। একজন সাহাবিয়্যাহ উম্মু আবদুল্লাহ বিনতি আবী হাছমাহ রদিয়াল্লাহু আনহাকে এই রকম মক্কা ত্যাগ করে চলে যেতে দেখে উমার রদিয়াল্লাহু আনহুর বিবেক নড়ে উঠে। তাদেরই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাদেরই মানুষেরা নিরাপদে বসবাসের জন্য অন্যত্র চলে যাচ্ছে, এই সত্য শক্তিশালী উমারকে নাড়িয়ে দেয়। একইসঙ্গে তিনি মুসলিমদের ঈমান দেখে অভিভূত হন।

এত অত্যাচারের পরেও এরা ইসলাম ত্যাগ করে না, এ কী আশ্চর্য ধর্মবিশ্বাস!

এ পর্যন্ত বলে আমরা থামলাম। খেয়াল করলাম, কল্লোল কেমন যেন চুপসে গেছে। তার ভেতরে কি তোলপাড় চলছে?

(চলবে, ইনশাআল্লাহ)

[৩] সীরাতু ইবনি হিশাম, ১/৩৪৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পড়তে পারো এই বই

বই: চার বন্ধুর সমুদ্র অভিযান
লেখক: আলী আবদুল্লাহ

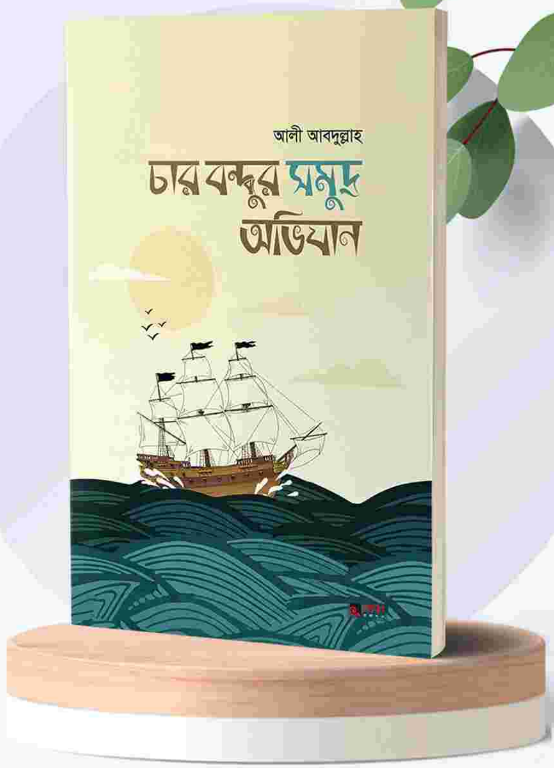

সমুদ্র অভিযানে নেমে চার বন্ধু নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিচিত হবে নূহ (আ.)-এর সাথে। জমিদার বাড়ির বোতল ভূতের রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে, অন্তু আর দীপু জানবে সুলাইমান (আ.) এবং তাঁর জিন পালনের রহস্য সম্পর্কে। অসুস্থ ফাতিমার সাথে যখন আইয়ুব (আ.)-এর পরিচয় করিয়ে দেবে রহিমা খালা, তখন সে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা খুঁজে পাবে। এমন আরও মজার সব গল্প নিয়েই এই বই। যা আমাদের গল্পে গল্পে পরিচয় করিয়ে দিবে নবী-রাসূলদের সত্যিকারের কাহিনীগুলো সাথে।

আজ আমরা সেলিব্রিটি, পাবলিক ফিগারদের গল্প-কাহিনী শুনে বেড়াই। কে কোন মুভি-সিরিজ করলো, কার লাইফস্টাইল কেমন ইত্যাদি নিয়ে গল্প-আলোচনায় মেতে থাকি। অনেকেই ডুব দেই অশ্লীল গল্প-উপন্যাসের পাতায়। উপকারের চেয়ে অপকার হয় বেশী। অথচ যাদের হাত ধরে আমাদের জীবন বিধান ইসলাম আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তাদের গল্পগুলো অজানা। বড়দের থেকে বা বিভিন্ন মাধ্যমে যদিও কিছু জানা হয়, কিন্তু আমাদের সেগুলো মনে থাকে খুবই কম। কারণ কেমন যেন একটু কঠিন ভাষায় আমাদেরকে সেসব কাহিনি শুনানো হয়। তাই নতুন প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীদের কথা মাথায় রেখেই এই বইটি লিখা হয়েছে। যেটা ভাষা এবং বর্ণনাশৈলি যেন আমাদের সবার সাথে খুব সহজেই মিলে যায়। রোমাঞ্চকর সমুদ্র অভিযান উপভোগ করতে করতে আমরা জানতে পারব আমাদের মহামানবদের সম্পর্কে। সমুদ্র অভিযানের স্রোতে ভেসে ভেসে উপভোগ্য হয়ে উঠবে সেসব সত্যিকারের গল্পগুলো। তাহলে আর দেরি কেন!? আজই পড়া শুরু করে দাও ইনশাআল্লাহ।

ও হ্যাঁ বলতে ভুলে গেছি... এই বইটি নিয়ে তোমাদের জন্য থাকছে একটি চমক। কী চমক? তা না হয় পরের সংখ্যায় বললাম!!

বই : চার বন্ধুর সমুদ্র অভিযান
লেখক : আলী আবদুল্লাহ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বন্দি

রাফান আহমেদ

— হের শ্মিত, আসুন। খোলা বাতাসে শ্বাস নিন। আপনি এখন মুক্ত।

হানশ শ্মিত হেঁটে এলেন বাইরে। হাঁটায় ভীতি আর সংকোচের ভাব এখনো কাটে নি। জার্মানিতে তখন শীতকাল। বাইরে তীব্র ঠান্ডা। নাকমুখ বের করে রাখা দায়। তাও শ্মিত শ্বাস নিলেন, বুক ভরে। বিগত প্রায় একটা বছর তিনি বন্দি ছিলেন। রাশানরা বন্দি করেছিল তাকে। তাকে মুক্ত করে এনেছেন জার্মান রক্ষীরা। অবর্ণনীয় দুর্দশা থেকে বের করে মুক্ত আকাশের নিচে এনে দেওয়ার জন্য রক্ষীদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। মন খুলে তাদের প্রশংসা করছেন। যাকেই পাচ্ছেন তাদের কথা বলে বেড়াচ্ছেন।
হানশ শ্মিত পেশায় একজন ডাক্তার। গবেষকও। চাকরি করতেন রাশায়। গবেষণা চলছিল নতুন ওষুধ নিয়ে। এমন সময় ২য় বিশ্বযুদ্ধ বাধে। সেক্যুলার মতাদর্শের পারস্পরিক সংঘাতে জড়িয়ে যায় পরাশক্তিগুলো। হানশ জার্মান বংশোদ্ভূত হওয়ায় তাঁকে আটক করে কেজিবি'র বিশেষ উইং। অজুহাত—তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন, এখন মুক্ত থাকলে জার্মানরা হয়তো তাকে গুম করে তাঁর থেকে তথ্য হাতিয়ে নিবে। এমন মেধাবী ডাক্তারকে রক্ষা তো করতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তাও জড়িত এর সাথে।

শ্মিতকে আটকে রাখা হতো ছোট একটি পাথুরে কামরায়। ছোট সেই কামরাতে থাকত প্রায় ১২ জন। পা লম্বা করে কেউই শুতে পারত না। একটা কমোড ছিল। পানিও ছিল না। খাবার বলতে সারাদিন দুইটা কী তিনটা রুটি। সাথে টলটলে পানির মতো ডাল জাতীয় কিছু। কপাল

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভালো হলে কালেভদ্রে ডিমের দেখা মিলত।

রাতবিরেতে প্রায়ই গোঙানিত আওয়াজ আসত আশপাশ থেকে। বন্দিদেরকে নির্যাতন করত রাশানরা। মুখে কাপড় বেঁধে ভেজা গামছা দিয়ে পেটাত। তিনি যে ব্লকে থাকতেন সেখানকার প্রায় সবাই অভিজাত শ্রেণির। তাদের মারাও হতো সাবধানে। মরে যাক এটা চাইত না রাশানরা। স্মিতকেও পেটানো হয়েছে সিলিং ফ্যানের সাথে বেঁধে। মুখে রুমাল ভরে দেওয়া হয়েছিল। বস্তায় ভরে ভেজা গামছা দিয়ে পেটানো হয়েছে কতক্ষণ তিনি জানেন না।

মুক্ত হবার পর শুনেছিলেন তার স্ত্রী অনেক খোঁজ করেছেন তার। প্রতিদিন ফোন দিতেন রাশান কারা দপ্তরে। দপ্তর থেকে বলা হতো, তিনি খুব একটা ভালো নেই। তাকে খুব যত্নআত্তি করার পরও না কি সে দুর্ব্যবহার করছে তাদের সাথে। মারতে যাচ্ছে কয়েকজনকে। জার্মানদের সমর্থনে সে নাকি উন্মাদ হয়ে গেছে। এসব শুনে তার স্ত্রী কাঁদতেন। তিনি রাশান নাগরিক ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা হয়েও কিছু করতে পারছিলেন না।

একবার তিনি খুব চাইলেন শ্মিতের সাথে দেখা করবেন, কারও মানা শুনছেন না। তখন রক্ষীরা শ্মিতকে হাইড্রোজের ইঞ্জেকশন দিয়ে প্রায় উন্মাদ বানিয়ে দেয়। স্মিত পরে জেনেছেন তাকে না কি দেখতে প্রচণ্ড মাদকাসক্ত মনে হচ্ছিল, লালা ঝরছিল মুখ থেকে। মনে হচ্ছিল হাতের কাছে কাউকে পেলেই মেরে বসবে সে।

তার স্ত্রী ভয় পেয়ে যান। ফিরে যান কাঁদতে কাঁদতে। যাওয়ার সময় বলে যান, পজালুস্তা পজাবুস্তা ইউম (তাকে দেখে রাখবেন প্লিজ)। অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর নাটকীয়ভাবে মুক্ত হন হানশ শ্মিতসহ প্রায় ১৮ জন জার্মান বন্দি। জার্মান অফিসার ও রক্ষীরা নিয়ে আসে নিরাপদ ক্যাম্পে। সেখান থেকেই মুক্ত আকাশের, খোলা বাতাসের স্বাদ নিতে হাঁটতে বের করে এনেছেন একজন অফিসার।

শ্মিত আরও হাঁটতে চাইলেন। অফিসার বললেন, ছিশা হের (শিউর স্যার)। আপনি দেখুন। আমাদের একটু যেতে হবে এখন। আপনাদের বাকি কাজ করে দেয়া হবে যথাসময়ে।
হানশ শ্মিত প্রাণখোলা হাসি দিয়ে বিদায় জানালেন তাদের। তাদের যাত্রাপথে চেয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। মনে হলো, একদল ফেরেশতা হেটে যাচ্ছে তুষারশুভ্র পথে বেয়ে। জীবনের বার্তা বয়ে আনে যারা।

হানশ স্মিত জানতেন না এই অফিসার ও তার অধিনস্ত রক্ষীরা আউশভিৎসের কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের একটা বড় সেকশনের দায়িত্বে আছেন বহুদিন ধরে। সেখানে অজস্র হানশ শ্মিত বন্দি হয়ে আছেন। তাদের কাছেও এরা ফেরেশতা। তবে জীবনের না, মৃত্যুর।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

Ilmhouse

কুইজে কুইজে সীরাত

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনিই আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর বরকতময় জীবনের পদে পদে আমাদের জন্য রয়েছে মুক্তির পাথেয়। আর তাই, তাঁর জীবনী নিয়ে আমরা নিয়ে এসেছি ধারাবাহিক কুইজ প্রতিযোগিতা ***'কুইজে কুইজে সীরাত'।***

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর পাঠিয়ে সেরা পাঁচজন জিতে নাও ৩০০ টাকা করে ১৫০০ টাকার পুরস্কার।
উত্তর পাঠাবে quiz.sholo@gmail.com ঠিকানায়।
উত্তর পাঠানোর শেষ সময় ১৫ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত।

১ কত বছর বয়সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করেন?

২ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিশোর অবস্থায় কোন যুদ্ধে গমন করেছিলেন?

৩ নারী, পুরুষ এবং কিশোরদের মধ্যে কারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন?

৪ সত্যবাদিতার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আরবরা কী বলে সম্বোধন করত?

৫ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নুবুওয়াতের পর কত বছর গোপনে ইসলাম প্রচার করেন?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নীড়ে ফেরার গল্প

—লস্ট মডেস্টি

অন্ধকারকে আলো ভেবে জড়িয়ে ধরা ছেলেটার গল্প এটি। মরীচিকাকে সে ছুঁতে চাইত, মিথ্যাকে আপন ভেবে গায়ে মাখাত, বুকের মধ্যে পুষে রাখত অভিশপ্ত এক জঞ্জালকে।

ছোটবেলা থেকেই আমাদের 'ছেলেটা' ভালো স্টুডেন্ট ছিল। একেবারে মায়ের চোখের মণি। মা তাকে চোখের আড়াল করতে দিত না। সন্ধ্যায় যখন সে বন্ধুদের সাথে খেলার পরে মাগরিবের সালাত পড়তে যেত এবং ফিরতে একটু দেরি হতো, বোরকা চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ত মা, সাথে থাকত একবুক হতাশা আর ছেলে হারানোর ভয়।

ছেলেটা একটু বড় হলো, স্কুলে ভর্তি হলো। কী কান্নাটাই-না কেঁদেছিল সেদিন। ছেলেটার কান্না গিয়ে ধাক্কা দেয় একজন স্যারের বুকে। ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলেন সোফার বালিশের মতো। হাতে গুঁজে দিলেন কিছু টাকা। আল্লাহ স্যারটাকে ভালো রাখুক সবসময়। দুবছর পড়ার পর ছেলেটা এল নতুন স্কুলে। নতুন মানুষ। নতুন পরিবেশ। ছেলেটা পরিচিত হয় 'বন্ধুত্ব' শব্দটার সাথে। কিছু বন্ধু তৈরি হয় তার। কত্ত সুন্দর জীবন যাচ্ছিল তার...

হাইস্কুলে পা রাখল ছেলেটা। নতুন নতুন গোঁফ গজানো শুরু হলো। বুক উঁচিয়ে চলার প্রবণতা বাড়ল। দুনিয়াটাকে নিজের মতো বানাতে শুরু করল আমাদের গল্পের হিরো। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি জন্মাল আকর্ষণ। নেতিবাচক জিনিস জানার আকাঙ্ক্ষা তাকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে নিয়েছে তার আট পায়ে। ছোটবেলা থেকেই টিভিতে বাংলা ছবি দেখত সে। একটা সময় বুঝে উঠে, জীবনকে আরও সুন্দর করতে হলে দরকার একজন বিপরীত লিঙ্গের মানুষ। সে ডুবে থাকতে লাগল অবাস্তব সব কল্পনায় - এদিকে মা-বাবা একের পর এক লড়ে যাচ্ছে তার সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার উদ্যমে।

হাইস্কুলের বন্ধুগুলোকে বড্ড স্মার্ট মনে হতো। কত্ত আধুনিক ওরা। কথায় কথায় গালি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আওড়াতে পারে। হিন্দী গান বুঝে - আবার গাইতেও পারে। ছেলেটা তাদের সান্নিধ্যে আসলো। লুফে নিল সেই আকাঙ্ক্ষিত(!) গালিগুলো। এখন সেও গালি দিতে পারে। জীবনের ওপর যে সাদা-কালোর পরতটা ছিল, সেটা সরে যাচ্ছিল দিনদিন। আহা, কত্ত সুন্দর এই পৃথিবী!

একদিন বাসার ছাদে আমাদের 'ছেলেটা' আবিষ্কার করে বসে এক নতুন জিনিস। অভিশপ্ত এক জিনিস। যেটা নষ্ট করে একজন মানুষকে, একটা পরিবারকে, একটা জাতিকে। মোবাইল ফোনে অশ্লীলতায় ডুবে থেকে বড্ড আনন্দ হতো ছেলেটার। তবে একটু একটু করে পাওয়া এই সাময়িক সুখ বাড়াচ্ছিল হতাশা, গ্লানি আর পরনির্ভরতা। খুব হতাশায় ভোগা শুরু করল সে। মেজাজ সবসময় খারাপ থাকত। মায়ের সাথে ভীষণ দুর্ব্যবহার করত। গালিগালাজ করত। আমাদের ছেলেটা বদলে গেল। ডুবে গেল অন্য এক জগতে। সেখানে আছে অশ্লীলতা, মিউজিক, মুভি।

ছেলেটার বন্ধুত্বের খাতায় যোগ হয় কিছু নতুন বন্ধু। কোনো একসময় সে পরিচিত হয় নতুন এক মেয়ের সাথে। কিন্তু বন্ধু হিসেবে। মেয়েটার পাশে যতক্ষণ সে থাকত, তার হার্টবিট বাড়ত শুধু। সে চাইত মেয়েটা তার হাত ধরুক। সারাক্ষণ তার সাথে কথা বলুক। কিন্তু, সে এই সম্পর্কটাকে (না কি বেহায়াপনা?) নাম দিয়েছে ফ্রেন্ডশীপ। দুজনে প্রাইভেট পড়ত একসাথে। একদিন প্রাইভেট পড়তে গিয়ে সে জড়িয়ে যায় এক অভিশাপের সাথে, এক পাপাচারের সাথে। সুযোগ পেলেই সে এই পাপটা করত। জীবনের অর্থ বদলে গেল তার। মরীচিকাটাকে সে সত্যি ভাবতে শুরু করল।

ততদিনে তার ঈমান খুব ভালোভাবেই দুর্বল হয়ে পড়ে। সারাদিন মিউজিক নিয়ে থাকত, রাত জেগে মুভি দেখত। ফোনে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেমিকার সাথে কথা বলত। তেমন কোনো বিধিনিষেধ না থাকলে, শুক্রবারেও মাসজিদে যেত না আমাদের হিরোটা। বহুবার সে 'প্যান্ট নাপাক' বলে ফিরে এসেছে মাসজিদের সামনে থেকে। তার বন্ধুরা সালাত পড়ত, ইচ্ছে করেই সে দাঁড়িয়ে থাকত মাসজিদের বাইরে। মনে মনে গাইত দেশি-বিদেশি বিভিন্ন নামকরা ব্যান্ডের গান। একসময় তার মধ্যে চলে আসে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি। মা-বাবার সাথে রাগারাগি করা নিত্যদিনের রুটিন। মাঝেমাঝে সিদ্ধান্ত নেয়, মেয়েটাকে ছেড়ে যাবার। কিন্তু পারে না। মেয়েটা একবার জড়িয়ে ধরলেই সে ভুলে যেত পুরোনো সব সিদ্ধান্তগুলো।

ছেলেটা এসএসসি দিল, দেখাদেখি করার অভ্যেসটা এবারও তাকে এনে দিল ভালো রেজাল্ট। এলাকায় ভালো কলেজ না থাকায় পাড়ি দিল ঢাকায়। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল মা-বাবার স্বপ্ন। আবারও ডুবে যেতে লাগল মিউজিক, মুভি, অশ্লীলতা এবং গোপন পাপে। রাতদিন হতাশ থাকত। আত্মবিশ্বাস বলে কিছু ছিল না। বাড়ি থেকে মা-বাবা ফোন করলে অসহ্য মনে হতো। সারাদিন কাটাত শুয়ে-বসেই। আলসেমি করে। মন খারাপ করে। মাঝে মাঝেই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করত।

একদিন আমাদের 'ছেলেটা' তার আরেক বন্ধুকে নিয়ে যায় নীলক্ষেতে। উদ্দেশ্য বই কেনা। নীলক্ষেত থেকে একটু দূরেই বাটা সিগন্যাল থেকে সামান্য হাঁটলেই অন্য বন্ধুর বাসা। ভূত চাপল সেদিনের রাতটা তাদের বাসায় থাকার। প্রচুর আড্ডা দেওয়া যাবে, গানবাজনা হবে, পঁচানো হবে একে অন্যকে। বাসায় এসেই

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কতক্ষণ আড্ডা দিল তারা। আড্ডার এক পর্যায়ে তার এক বন্ধু তাকে অশ্লীলতার খারাপ দিক নিয়ে একটি ভিডিও দেখায়। খুব মনযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখে সে। তার মস্তিষ্কের ডোপামিনগুলো ক্রমশ ছোটাছুটি করছিল। কিছু একটা তাকে তাড়া দিচ্ছিল। তার কেন যেন মনে হচ্ছিল, সব মিথ্যে ছিল তার অতীত। সে নিজেকে নীচ ভাবতে শুরু করল।

বাসায় ফিরে পরের রাতটা সে পুরোটা কাটিয়ে দিয়েছিল ইউটিউবে ইসলাম নিয়ে ঘাটাঘাটি করে। জাহান্নামের ভয়াবহতা নিয়ে একটা বয়ান শুনে তার লোম দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহর দয়া ও রহমত নিয়ে আর একটা ভিডিও দেখে সিদ্ধান্ত নেয় নিজেকে পালটে ফেলার। আর কোনো অশ্লীলতা না। কোনো হারাম রিলেশন না। যে গানগুলো ছাড়া সে তার জীবনকে অর্থহীন মনে করত, এক ক্লিকেই ডিলিট করে দিল সব। অনেক হাল্কা অনুভব করল। সালাত পড়া শুরু করল। অনেকদিন পর হাতে নিল কুরআন। কম্বল ছেড়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযু করে আদায় করে নিল জীবনের প্রথম তাহাজ্জুদ সালাত। অহংকারকে দমিয়ে রেখে শুরু করল টাখনুর ওপরে প্যান্ট পরা। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা ছেড়ে দিয়েছে এখন সে। মা-বাবার সাথে ডেইলি কথা না বললে কেমন যেন খালি খালি মনে হয় তার। আস্তে আস্তে সে জামাআতে সালাত পড়া শুরু করল। প্রেমিকার সাথে ব্রেকআপ করাটা খুব কষ্টকর হলেও করে ফেলল। প্রেমিকার সব স্মৃতি নষ্ট করে ফেলল। গিফট, ম্যাসেজ, ফেইসবুক পোস্ট, সেলফি, ভিডিও...সব। প্রেমিকা অনেক রাগ করল, কষ্ট পেল। তারপরেও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সে বুকে পাথর বেঁধে ব্রেকআপ করল। মাঝে মাঝে প্রেমিকার কথা মনে পড়ত তার। খুব কষ্ট হতো। কিন্তু জান্নাতের নিয়ামাতের কথা ভাবত সে তখন। ভাবত প্রেম করার সময়ে তার জীবনে কত হতাশা, অস্থিরতা ছিল! অতীতের সেই দুর্বিষহ সময়টার কথা ভাবলে তার মন শান্ত হয়ে যেত।

এখন তার জীবনে কোনো হতাশা নেই। মন খারাপ নেই। আত্মবিশ্বাস উপচে পড়ছে তার। এভাবেই চলতে থাকুক আমাদের ‘ছেলেটা’র জীবন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলোর পথে ফিরিয়ে আনুক আমাদের সবগুলো ‘ছেলে’কে।

(লস্ট মডেস্টির ফেসবুক পেইজের ইনবক্সে এক ভাইয়ের শেয়ারকৃত সত্য ঘটনা অবলম্বনে। ঈষৎ সংক্ষেপিত।)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মনোবিদ ভাইয়া,
সমস্যায় আছি!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম প্রশ্ন :

আমি আমার ক্লাসের প্রথম সারির স্টুডেন্টদের মধ্যে একজন। আমি স্কুলের বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করি। প্রাইজও পাই। কিন্তু আমার ক্লাসের বাকি প্রথম পাঁচজন মেয়ে আমাকে গুরুত্ব দিতে চায় না। কারণ, প্রাইমারি পাশ করে এই স্কুলে সিক্সে ভর্তি হই আর ওরা মনে করে আমি নতুন মেয়ে এসে সব প্রাইজ পাচ্ছি। আর ওরা সারাক্ষণ BTS এর গল্প করে। আমার আরবি টিউটরের থেকে জেনেছি গানবাজনা হারাম, তাই আমি BTS এর গল্প কিছুই বুঝি না। ওরা আমাকে এজন্য আরও পছন্দ করে না, অনেক কথা শুনায়। আমি তাও ভালো ব্যবহার করি। এখন ওরা সব কাজ আমাকে না জানিয়েই করে ফেলে। আমার আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছে দিনে দিনে। এখন ওদের ওপর খুব রাগ হয়। বুঝতে পারছি না আমার আচরণ এখন আসলে কেমন হওয়া উচিত।

প্রশ্ন করেছে- তাসনিয়া আনযুম (ছদ্মনাম)

উত্তর : নিজের আত্মবিশ্বাস ধরে রাখো। তুমি সঠিক পথেই আছ। কেউ তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলে অথবা কথা না বললেও মন খারাপ করবে না। তাদেরকে সালাম দাও। ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা করো। শেষ পর্যন্ত তুমিই সফল হবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন :

আমার বয়স ১৬। আমি কোনো কাজেই সঠিক মনোযোগ দিতে পারছি না। কারণ, অভিভাবকেরা একবার বলে তুমি বড় হয়ে গেছ, এটা কেন করলে, আবার বলে তুমি এখনো ছোট এসব নিয়ে তুমি কথা বোলো না। এটা আমার মধ্যে আরও বিভ্রান্তি তৈরি করে। আবার অতি আত্মবিশ্বাসী ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠি কখনো কখনো। আমি বড় হয়ে গিয়েছি এমন ধারণা থেকে বাবা-মায়ের অবাধ্য হয়ে যাচ্ছি। আমি নিজেকে সামাল দেব কীভাবে?

প্রশ্ন করেছে- তুহিন আহমেদ, নবম শ্রেণি

উত্তর :

এই বয়সে কিছু বিষয় নিয়ে দ্বন্দ দেখা দিতে পারে। ডাক্তারি ভাষায় এটাকে 'এডোলেসেন্ট ক্রাইসিস' বলা হয়। সাথে উদ্বিগ্নতা অথবা বিষণ্নতা রোগ থাকলে সাধারণত মনোযোগ কমে যায়, মেজাজ খিটখিটে হয়। এজন্য তুমি বাবা-মাকে সব খুলে বলো। তাদের কথায় যে তুমি বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছ সে কথা জানাও। তাদের কথায় তোমার মধ্যে যে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয় তা জানাও। কোন কোন ব্যাপার নিয়ে তোমার মনে সংশয় তৈরি হচ্ছে সেটা বিস্তারিতভাবে তাদের সাথে শেয়ার করো। বয়স আরেকটু বাড়লে তোমায় জন্য বিষয়গুলো সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। যদি সম্ভব হয় তা হলে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলে ভালো হয়।

উত্তর প্রদান করেছেন- **ডা. মাসুদ রানা**, রেসিডেন্স, ফেজ বি, মনোরোগ বিদ্যা বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।

তোমাদের প্রশ্ন পাঠাতে পারো editor.sholo@gmail.com এই ঠিকানায়।

?!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভয়কাব্য

ভয় করি না বাঘের হালুম
কিংবা ফনা সাপের
ভয় করি না ঝড়ঝঞ্জার
সূর্য খড়তাপের!

ভয় করি না ভূতপেত্নি
আলাদ্দিনের দৈত্যকে
ভয় করি না মুখের ওপর
বজ্রকঠিন সত্যকে!

ভয়টা তবে কই?
জানলা দিয়ে 'তেলাপোকা'
আসছে উড়ে ঐ!

মর্নিং শিফট কাব্য

চাঁদ-তারা মোর ভীষণ প্রিয়
দিচ্ছি তাদের চুম
সূর্যমামা দুষ্ট ভীষণ
দেয় ভাঙিয়ে ঘুম!

রোজ সকালে ঘুম তাড়ানোর
কষ্টটারই মানে
আমি জানি, আমার ক্লাসের
বন্ধু সবাই জানে।

হাতটা তুলে তাই তো সবাই
একটা দুআই করে
সূর্যমামার উদয়টা হোক
ঘণ্টাখানেক পরে!

কাক কাব্য

এক্সকিউজ মি, 'দোয়েল' আপা!
একটুখানি শোনো
চক্ষুতে মোর আসছে যে জল
হচ্ছে খারাপ মনও।

সবখানেতে সব সময়ই
আমার বিচরণ
'কা কা' ডাকে এক নামেতেই
চিনবে জনগণ।

শহরে বা গ্রামটা জুড়ে
আমার জীবনযাপন
'কাউয়া বা কাক' এই পাখিটাই
সবার ভীষন আপন।

সবচেয়ে কাছের আমায় ভাবে
বাপ, দাদা আর নাতিও
কেমনে তবে তুমিই হলে
দেশের পাখি 'জাতীয়'?

ফয়সাল সোহান
চাকুরিজীবী।
নারিন্দা, ঢাকা।

রবের পানে

সোহানুর রহমান আশিক

আলসে ভরা মিষ্টি ভোরে
ঘুম ছুটে না চোখে
মুয়াযযিনের সুর ভেসে যায়
কে বাবুকে রুখে।

তড়িৎ লাফে জেগে উঠে
গরম চাদর ফেলে
দুআ দরুদ পড়তে থাকে
চোখ দুখানা মেলে।

তন্দ্রা ভাঙে দোসরা বারে
লাল মোরগের ডাকে
খুব রূপসী লাগে তখন
আবছা আলোয় গাঁ কে।

কদম ফেলে হাঁটতে থাকে
মাসজিদেরই পানে
পিচ্চি বাবুর নেক নিয়তটা
রব যে আমার জানে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শৈশব

সাবিত হাসান

একদিন একটা সাইকেলের টায়ার ঘোরাতে
ঘোরাতে এঁটেল মাটির সরু পথ ধরে এক ছুটে
ঘন সবুজের মাঠ পেড়িয়ে যাব,
মাঠের অন্য পাশের ওই আম গাছটা যখন
মুকুলের গন্ধে মোঁ-মোঁ করবে তখন আমি
এক পাল ছাগল মাঠে ছেড়ে দিয়ে ঠিক আম
গাছটারই নিচে ঘন ঘাসের ওপর মাটির শরীরটা
এলিয়ে দিয়ে জীবনের সব এলোমেলো কবিতা
আওড়াব আপন মনে।
বর্ষা এলে পানিতে থৈ থৈ পুকুরে দূর থেকে
দৌড়ে এসে পিছল খেয়ে ঝাপিয়ে পড়ব বন্যার
জলে
দাপাদাপি করব,
এর দিকে পানি ছুড়ে দেব,
ওর দিকে পানি ছুড়ে দেব,
এক ডুবে চলে যাব পুকুরের অন্য পাশে!
কচুরি পাতা দিয়ে ভেপু বাশি বানিয়ে সারা গ্রাম
ছুটে বেড়াব একটা সূতো কাটা ঘুড়ির মতোন
করে।
সুপারিপাতার গাড়িতে চড়ে
ডাঙ্গুলি, গোল্লাছুট, বরফ পানি, কানামাছি
কিংবা সাহেব বাবু বিবিয়ানায় বুদ হয়ে
কুড়িয়ে পাওয়া ভাঙা বোতল দিয়ে দু পয়সার
আইস্ক্রিমে জীবনের সব সুখ খুঁজে পেয়ে,
আরও একটা শৈশব কাটাতে চাই নতুন করে।

মৃত্যু

তানজিল আমীন শুভ

সে-রাতেও ঝিঁঝিঁপোকা ডাকবে,
দূরে থেকে ভেসে আসবে খেক্-শেয়ালের হাঁক।
সেদিনও মাকড়সার জালে মুক্তোর মতোন
শিশির জমা হবে,
কান পাতলেই শোনা যাবে ঘরের পাশের
খোকশাগাছে বাসা বাঁধা চড়াইয়ের দুদিনের
বাচ্চাগুলোর কিচিরমিচির ডাক।
তোমার প্রিয় জবা গাছটায় সেদিনও ফুটবে
নতুন কলি,
তোমার হাত ধরে বসে থাকা সেই নদীর ধারে
সেদিনও পাঁচ টাকার ঝালমুড়ি বিক্রি হবে,
নারিকেল জিঞ্জিরায় হয়তো সে-রাতেও
জ্যোৎস্না ফুটবে,
রাস্তার ধারের-
ওই কড়ই গাছের পাতায় আচমকা ঝাপ্টা দিয়ে
ধূলো উড়িয়ে সেদিনও ছুটে যাবে দূরপাল্লার
গাড়ি,
আকাশের মিটমিট জ্বলা একটা তারা খসে
পড়বে পৃথিবীর অগোচরে,
আকীকাহীন নামে সেদিন আকাশ হবে বাড়ি।

(মৃত্যু সিরিজের ১১ নাম্বার কবিতা)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রহস্যজট

প্রশ্ন : রাতুল তার এক হাজার টাকার একটা নোট হারিয়ে খুব কষ্টে আছে। সাকিবের কাছে এক হাজার টাকার একটা নোট দেখে সে সাকিবকে সন্দেহ করলে সাকিব বলে, 'এটি তোমার হারিয়ে যাওয়া এক হাজার টাকার নোট না। আমি এটি আমার "সংশয়বাদী" বইয়ের ২১ ও ২২ পৃষ্ঠার মাঝে খুঁজে পেয়েছি। হতে পারে অনেক আগে তা আমি এখানে রেখেছিলাম।' জবাবে রাতুল বলল, 'তুমি মিথ্যা বলছ এবং আমি সহজেই তা প্রমাণ করে দিতে পারি।' প্রশ্ন হচ্ছে, রাতুল কীভাবে ব্যাপারটা জানল?

প্রশ্ন : সোমবার ভোরে ব্যবসায়ী আকবর সাহেবকে তার নিজ বাসায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার বাসার দারোয়ান তখন ঘুমাচ্ছিল। দারোয়ান যা যা জানে সব পুলিশকে বলে দেয়। সে তাদের বলে যে, গাড়ির ড্রাইভার তখন গাড়ি পরিষ্কার করছিল, বাবুর্চি সকালের নাস্তা তৈরি করছিল, কাজের লোক জামা কাপড় পরিষ্কার করছিল এবং বাগানের মালি বাগানের পরিচর্যা করছিল। পুলিশ অবিলম্বে খুনিকে গ্রেফতার করে। প্রশ্ন হচ্ছে, খুনি কে এবং কেন?

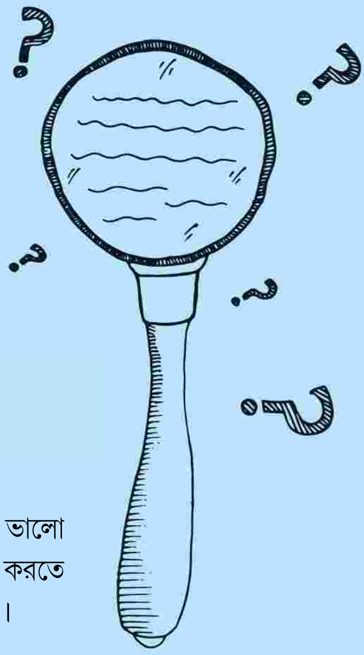

কিশোর বয়সে **গোয়েন্দাগিরি** করতে কেমন লাগে? খুব ভালো লাগে নিশ্চয়ই! তোমাদের গোয়েন্দাগিরি প্রতিভা ঝালাই করতে আমরা নিয়ে এসেছি ধারাবাহিক কুইজ আয়োজন 'রহস্যজট'।

রহস্যের জট খুলে পাঠিয়ে দাও quiz.sholo@gmail.com ঠিকানায়। আর সেরা পাঁচজন গোয়েন্দা জিতে নাও ১০০ টাকা করে পুরস্কার।
উত্তর পাঠাতে হবে ১৫ মার্চ ২০২২ এর মধ্যে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একদিন প্রিয় নবীজি ﷺ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে (রাঃ) বললেন,

'শোনো হে বালক!
আল্লাহ্‌কে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন।
আল্লাহ্‌কে হেফাজত করো, তাহলে তাঁকে তুমি তোমার সামনে পাবে।
স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আল্লাহ্‌কে জেনো, তাহলে তোমার বিপদের সময় তিনি তোমাকে জানবেন।

যখন কিছু চাইবে, আল্লাহ্‌র কাছেই চাইবে।
যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরবে।
যা যা ঘটবে, (তা লিখার পর) কলম শুকিয়ে গেছে। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ একত্রিত হয়ে যদি তোমার এমন কোনো উপকার করতে চায়, যা আল্লাহ্ নির্ধারিত করে রাখেননি; তাহলেও তারা তা করতে সমর্থ হবে না। আর তারা যদি তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায়, যা আল্লাহ্ নির্ধারিত করে রাখেননি; তাহলেও তারা তা করতে সমর্থ হবে না।

জেনে রেখো,
তুমি যা অপছন্দ করো তা ধৈর্যের মাধ্যমে সহ্য করার মধ্যে রয়েছে মহাকল্যাণ।
বিজয় আসে ধৈর্যের মাধ্যমে; কষ্টের সাথেই আসে স্বস্তি;
আর কাঠিন্যের সাথে আসে সহজতা।"

মুসনাদু আহমাদ, ২৮০৩

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> যতক্ষণ উম্মাহ পশ্চিমের অনুসরণ করে যাবে উম্মাহ ততক্ষণ মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবে না।
> বিজিত সব সময় বিজয়ীর অনুসরণ করে। অনুসরণ করে বিজয়ী হওয়া যায় না।

Ilmhouse Publication

এর সাড়াজাগানো বই '**চিন্তাপরাধ**'।

চিন্তার কারাগার ভেঙে ফেলার জন্য এটাই হতে পারে তোমাদের প্রথম হাতিয়ার।

/IlmhouseBD
ilmhouse13@gmail.com
Ilmhouse

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছোটদের খুলাফায়ে রাশিদা

৫ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য।

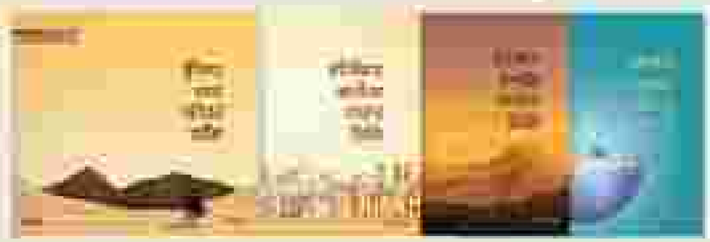

৮ টি বইয়ের সেট

মূল্য: ১০০০ টাকা

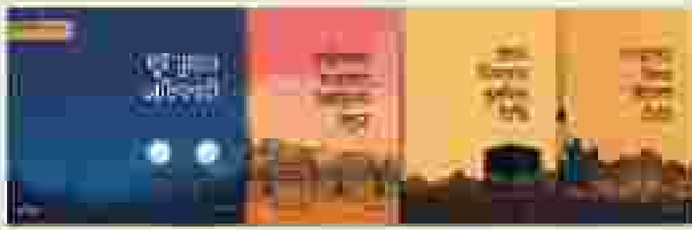

ছোট্ট সোনামণিদের জন্য আমরা নিয়ে এসেছি 'ছোটদের খুলাফায়ে রাশিদা' সিরিজ। যার মাধ্যমে সোনামণিরা জানতে পারবে সুপথপ্রাপ্ত চার খলীফার বর্ণাঢ্য জীবনী, যারা ছিলেন এই উম্মাহর সেরাদের সেরা।

"আমার প্রথম পাঠশালা" সিরিজ

২ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য।

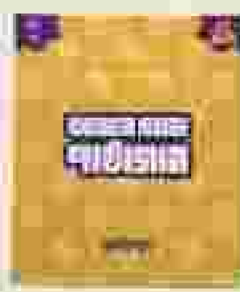

৯ টি বইয়ের সেট

মূল্য: ৯০০ টাকা

এই সিরিজটি থেকে বাচ্চারা যেমন অ আ ক খ শিখবে, তেমনি শিখে যাবে আমাদের ঈমান, আকিদা ও দীনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়।

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

Handshake Agro

হ্যান্ডশেক এগ্রো

নিরাপদ মাংস উৎপাদনে পথিকৃত

হ্যান্ডশেক (প্রা:) লিমিটেড এর
একটি অঙ্গ প্রতিষ্টান

01712-726295

ইকুরিয়া বাজার, কাপাসিয়া গাজীপুর-১৭৩০

facebook.com/handshake Agro

www.handshakepvtltd.com